বিয়ের এপিঠ ওপিঠ

(যে কথাগুলো কেউ বলে না)

জাকারিয়া মাসুদ

বিয়ের এপিঠ ওপিঠ

লেখক
জাকারিয়া মাসুদ

শারঈ সম্পাদক
মুফতি আবদুর রহমান

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
☏ ০১৪০৬ ৩০০ ১০০, ০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯

sondiponprokashon@gmail.com
www.facebook.com/sondiponprokashon
www.sondipon.com

বিয়ের এপিঠ ওপিঠ

গ্রন্থস্বত্ব© সংরক্ষিত ২০২৪

ISBN : 978-984-98385-3-1

১ম প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ২০২৪
অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফিলাইফ, রকমারি.কম, বইসদাই.কম
ই-বুক পরিবেশক : বইটই
ইন্ডিয়ান পরিবেশক : নিউলেখা প্রকাশনী
ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর : দ্যা সুন্নাহ্ স্টোর, ইউকে
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩২০.০০৳; Price: 6.00$ only

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

শারঈ সম্পাদকের চোখে ৮

সুখী দেশের দুখী চিত্র ৯

সমাজখেকো ব্যবসা ১২

A Nation of Bastards ১৯

শতভাগ জরুরি ২৭

ফিতরাতের চাওয়া-পাওয়া ২৮

উপকারের শেষ নেই ৪২

আর্লি ম্যারিজ আর্লি ইনকাম ৪৭

ফরজ দায়িত্ব ৪৮

সোনার হরিণ ৫৬

এতদিন কি ভুল শুনলাম! ৬১

মেয়ের বাবারা হুঁশিয়ার! ৬৫

সত্য বলতে লজ্জা নেই ৬৫

এর জন্যে আপনিও দায়ী ৬৯

স্যালারির আগে দ্বীন ৭৭

সিস্টার্স অনলি ৮০

নারীত্ব : মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্ব (এবং সতীত্ব) ৮১

দুজন দুজনার ৮৫

লাভ হরমোন ৯০

শ্রেষ্ঠ পাঁচ ৯৯

আম্মাবাদ! ১০২

শেষ হইয়াও হইল না শেষ! ১০৭

তরুণীদের আর্তনাদ ১১৫

বিয়ের এপিঠ ওপিঠ ১২২

এক সুতোয় গাঁথা ১২৩

ভালোবাসার রকমফের ১২৬

বিপরীতধর্মী দুই আয়ন ১৩৯

দাম্পত্য-জীবনের ছন্দপতন ১৪৫

আরে মেলা খরচা! ১৫২

অপচয়ের প্রতিযোগিতা! ১৫২

ফর্মালিটিজের গুষ্টি কিলাই ১৫৯

ব্রাদার্স অনলি ১৬১

অর্ধেক দ্বীন, বাকিটা কই? ১৬১

গাইরাত : মুমিনের সৌন্দর্য ১৬২

পর্দা সবার আগে ১৬৭

বিয়ের আগে ও পরে ১৭৩

কুফু (সমকক্ষতা) ১৭৩

সৌন্দর্য ১৭৯

সিলেকশন ১৮০

কনে দেখা ১৮১

ইস্তিখারা ১৮৪

মোহরানা ১৮৬

যৌতুক ১৮৮

বরযাত্রী নাকি বদযাত্রী? ১৮৮

লুকোছাপা নয়, জানিয়ে দিন ১৯০

হাদিয়া বাণিজ্য ১৯৩

তথ্যসূত্র ১৯৫

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের প্রতি।

বইটা আরও আগেই লেখার কথা ছিল। কিন্তু পারিবারিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম কয়েক বছর। এইটুকুর দরকার ছিল। আমি যে ফিল্ডে যাইনি কোনোদিন, সেখানকার আসল পরিস্থিতি জানব কী করে! এখন আলহামদুলিল্লাহ ফিল্ডে আছি। বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করছি। খানিক অভিজ্ঞতাও জমা হয়েছে ঝুলিতে। এই বইতে সেটুকুই শেয়ার করার চেষ্টা করেছি, এই যা।

কোনো সংশোধনী বা পরামর্শ দিতে চাইলে ইতস্তত বোধ করবেন না। আপনাদের সুপরামর্শের জন্যে বান্দা হাজির রয়েছে সব সময়।

আপনাদের ভাই
জাকারিয়া মাসুদ

শারঈ সম্পাদকের চোখে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথিদের ওপর।

বিবাহের প্রতি মানুষের আগ্রহ সহজাত। তবে আজ বিবাহকে কেবল প্রেমপ্রীতি ভাবা হয়। বিবাহের মাধ্যমে যে সংসার জীবনে যাত্রা শুরু হয়, তা হয়তো আমরা ভুলে গিয়েছে কিংবা আমাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তো সংসারের জন্য প্রস্তুত নয় এমন একটা মানুষও বিবাহের জন্য তাড়াহুড়ো করাকে সুন্নাহ মনে করে। আবার বিবাহের প্রস্তুতির নামে ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটে কতক ব্যক্তি সংসার জীবন থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে। এর ফলাফল কতটা বেদনাদায়ক ও করুন, সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরার দরকার ছিল।

প্রিয় জাকারিয়া মাসুদ ভাই 'বিয়ের এপিঠ ওপিঠ' বইটিতে বিবাহ সম্পর্কে আমাদের মাঝে প্রচলিত প্রান্তিক আলোচনাগুলো তুলে এনেছেন। এবং বিবাহ নিয়ে আমাদের মনে যেসব ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে, সেসব অপসারণ করে ইসলামের আসল চিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি পুরো বইটি পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি বইটি আমাদের জন্য অনেক উপকারী হবে এবং বহু প্রশ্নের উত্তর তাতে মিলবে।

আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে যুক্ত সকলকে কবুল করুন এবং আমাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দিন। আমিন!

মুফতি আবদুর রহমান

আলিম | লেখক | দাঈ

সুখী দেশের দুখী চিত্র

ভার্সিটির একজন স্যার আমাদের জাপান সফরের কাহিনি শুনিয়েছিলেন। পিএইচডি করার সুবাদে তিনি সেখানে ছিলেন বেশ কয়েক বছর। জাপানিদের চাল-চলন, রুচি-অভ্যাস, কৃষ্টি-কালচার পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন নিবিড়ভাবে। স্যারের কাছে জাপান-কাহিনি শুনে প্রথমদিকে খুব ভালোলাগা কাজ করছিল। জাপানিরা ভদ্র, কর্মঠ, সৎ ইত্যাদি নানান গুণ তিনি বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষটায় এসে তিনি জানালেন, ওদের মধ্যে হতাশা-হাহাকার খুব বেশি। তবে এটা টাকা-পয়সার জন্যে না, জীবনসঙ্গীর জন্যে। পরিবার-পরিজন, ভালোবাসার জন্যে।

বেশিরভাগ জাপানির স্থায়ী কোনো পরিবার নেই। হয়তো এনজয় করার জন্যে গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করে নিয়েছিল। কিন্তু যৌবনের বাঁকে বাঁকে তারও পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার। অনেকেই হয়তো জানেও না, কতজন পুরুষের সাথে সে রাত কাটিয়েছে। অনেক পুরুষ ভুলেই গেছে তার গার্লফ্রেন্ডের সংখ্যা কতজন। পরিবার না-থাকায় শেষকালে তারা বাস করে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। স্যার বললেন, তারা নাকি অফিস আওয়ারে জানালার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের বেশিরভাগই প্রবীণ জাপানিজ। তারা দাঁড়িয়ে থাকে জানালা দিয়ে কাউকে 'হাই-হ্যালো' বলার জন্যে। কারণ, এইটুকু কথা শোনার মতো লোকও নেই তাদের পাশে। কেউ নেই, যে গিয়ে তাব হালচাল জিজ্ঞেস করবে। কেউ নেই, যার সাথে উচ্ছ্বাস-মুখর জীবনের স্মৃতি শেয়ার করা যাবে। সবাই ব্যস্ত। কেউ ব্যস্ত চাকরিতে, কেউ ব্যবসায়, কেউ মজ-মাস্তিতে। মানুষের খোঁজ নেবার সময় কারও নেই।

নিঃসঙ্গ-একাকী অবস্থায় ধুকেধুকে মরে জাপানিজরা। কেউ নেয় না খোঁজ। এমনকি পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও জানে না, কখন সেই বৃদ্ধা মারা গেছে। লাশ গলে-পচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে লোকেরা পুলিশে খবর দেয়। ওরা এসে দরজা ভেঙে দেখে পোকা ধরেছে লাশের শরীরে। বেডের চারিদিকে গা ঘিনঘিন করা গন্ধ। মাস্ক লাগিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে গলিত দেহ। এরপর তা সৎকারের ব্যবস্থা

করা হয়। অনেকেই আবার মৃত্যুর আগে সম্পদ লিখে দিয়ে যায় পোষা কুকুরের নামে। কারণ, সম্পদ নেওয়ার মতো কোনো ওয়ারিশকে সে চেনে না। প্যারেন্টস ডে ছাড়া ছেলে-মেয়েরা তেমন একটা খোঁজ নেয় না। হয়তো ভ্যালেন্টাইনে এসে একগুচ্ছ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে যায়। ব্যস, এতটুকুই। ভালোবাসা আর অধিকারের সব লেনাদেনা চুকে যায় একটি তোড়াতেই।

সন্তানদেরই-বা দোষ দিই কিসে! জন্মের পর থেকে সে বাবা-মার মুখ দেখেনি কোনোদিন। হয়তো মাঝে-সাঝে চিলড্রেন হোমে গিয়ে একঝলক উঁকি দিয়েছিল মা। হয়তো মাস শেষে খরচপাতির টাকাটা একাউন্টে জমা দিয়ে গিয়েছিল তার বাবা। কিন্তু পিতা-মাতার প্রাণভরা হাসি, হৃদয়-উজাড়-করা ভালোবাসা সে পায়নি কোনোদিন। যার কারণে তার মধ্যেও কোনো মমতাও জন্মায়নি বাবা-মার প্রতি। অনেক সন্তান তো জানেও না, তার বাবা-মা কে! পিতৃপরিচয়হীন এই যুবক কী করে বুঝবে ভালোবাসা কাকে বলে! ও-তো জীবনে কারও মুখে ভালোবাসাময় খোকা ডাকটাও শুনেনি। শুনেনি প্রিয়জনের কষ্টমাখা আকুতি। মায়াভরা শাসন। দেখেনি পারিবারিক বুননের নকশিকাঁথা। সে কী করে বুঝবে, পারিবারিক দায়িত্ব কাকে বলে! তাকে তো শেখানো হয়েছে বাবা দিবস কিংবা মা দিবসের কথা। ওটাই সে পালন করেছে নিজ দায়িত্ব মনে করে!

জাপানিদের মধ্যে 'Hikikomori' নামে একটা টার্ম প্রচলিত আছে। ব্রিটানিকার ভাষ্যমতে, এটা মূলত একটা অবস্থার নাম। যার দ্বারা বোঝায়, একটা লোক কমপক্ষে ৬ মাস ধরে সামাজিক মেলবন্ধনের বাইরে আছে।[১] এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। এই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত জাপানের প্রায় ৪০% নাগরিক। ওদের ৪৮% লোক কারও সাথে নিজেদের ফিলিংস শেয়ার করার সুযোগ পায় না। একাকী অবস্থায় দিন-যাপন করে।[২] এরা যে সব বুড়ো মানুষ, তা কিন্তু নয়। জোয়ানই বেশি। টাকা-পয়সা, যৌবনের উত্তাপ—কোনোকিছুই তাদেরকে এই অসহায়ত্ব থেকে বাঁচাতে পারছে না।

জাপান এখন হাহাকার করছে নিঃস্বার্থ সঙ্গীর জন্যে। কিন্তু প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো আবিষ্কার এই সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না। তারা এনে দিচ্ছে সেক্স টয়, রোবট, কুকুর...। কিন্তু এই সবকিছু মানবমনের কোনো উপশমে কাজে দিচ্ছে না। দিনকে দিন জাপানিরা হয়ে উঠছে মানসিক বিপর্যস্ত এক জনগোষ্ঠী।

---

[১] *Encyclopedia Britannica*, https://www.britannica.com/science/hikikomori

[২] Ryan P. Badman, Robert Nordström, Michiko Ueda & Rei Akaishi Perceptions of social rigidity predict loneliness across the Japanese population, *Nature*, 27 September 2022

উন্নতি বলতে যদি বস্তুগত প্রগতিকে বোঝানো হয়, তবে সেই অর্থে জাপান অনেক উন্নত। কিন্তু যদি সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক কাঠামোর কথা বলা হয়, তবে হয়তো জাপান পড়ে থাকবে মুসলিম-বিশ্বের অনেক নিচে। প্রায় উন্নত দেশের একই অবস্থা। ওদের লোকেরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন পার করছে। দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই। নিজের ফিলিংস শেয়ার করার লোক পাচ্ছে না খুঁজে। জীবনের পড়ন্তবেলায় এর চেয়ে ভয়ানক শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না। ক্যামব্রিজ গ্র্যাজুয়েট ড. আবদুল্লাহ আল খাতির তাঁর ব্যক্তিজীবনের চমৎকার কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তিনি তাঁর ব্রিটেনের স্মৃতিকথায় লিখেন :

“আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন এক বৃদ্ধা নারী। বয়স তার সত্তরের বেশি। তাকে দেখে মায়া হতো। দেখতাম, তিনি বাইরের কাজে বেরোচ্ছেন আবার ঘরে ফিরে আসছেন। তাকে সাহায্য করার মতো আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের কেউই নেই। নিজেই নিজের খাবার ও পোশাক কিনছেন। তার ঘর তিনি ছাড়া একদম নীরব, কেউ নেই... দরজায় এসে কড়া নাড়ার মতো লোক নেই।

“ইসলামে প্রতিবেশীর প্রতি যে অবশ্য-পালনীয় কর্তব্যসমূহ রয়েছে, সেগুলো কিছুটা পালনার্থে একদিন আমি তার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে দেখে প্রচণ্ডভাবে অবাক হলেন। অথচ আমি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছুই করিনি! আসলে তিনি এমন এক সমাজে বসবাস করেন, যেখানে কল্যাণ কাজ বলতে কিছু নেই, কেউ দয়া-মায়া চেনে না। প্রতিবেশীদের সম্পর্কটা সর্বোচ্চ সেখানে ‘গুড মর্নিং’ আর ‘গুড ইভিনিং’। এর চেয়ে বেশি কিছুই না।

“দ্বিতীয় দিন তিনি আমাদের বাসায় এলেন! সাথে করে বাচ্চাদের জন্য কিছু মিষ্টান্ন আর একটি কার্ড নিয়ে এসেছেন—যে কার্ডগুলো ব্রিটিশরা সচরাচর বিভিন্ন সময় উপহার দিয়ে থাকে। আমরা যে তার প্রতি কর্তব্য পালন করেছি, সেজন্য তিনি সেই কার্ডে কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা-বাণী লিখে এনেছেন। আমি তাকে (আরও আসতে) উদ্‌বুদ্ধ করলাম—মাঝেমধ্যেই তিনি যেন আমার স্ত্রীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন। তারপর থেকে তিনি মাঝেমধ্যে আমাদের বাসায় আসতেন। আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি জানতে পারেন, আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে গৃহ ও পরিবারের দায়িত্ব পুরুষের। পুরুষই পরিবারের জন্য কাজ করে এবং পারিবারিক কেনাকাটা-সহ বাইরের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে। তিনি জানতে পারলেন, মুসলিমরা নারীদেরকে মা-মেয়ে-স্ত্রী হিসেবে কী পরিমাণ সম্মানের চোখে দেখে! বিশেষত নারী যখন বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তখন তার সন্তান-সন্ততি তাদের দেখাশোনার জন্য নিজেদের মাঝে কী ধরনের প্রতিযোগিতা করে... আর যে ব্যক্তি তার পিতামাতার সেবা ও সাহায্যকে উপেক্ষা করে, মানুষের কাছে সে কতটা নিন্দিত হয়!

"সেই বয়োবৃদ্ধ নারী আমাদের পারিবারিক বন্ধন মনোযোগের সাথে লক্ষ করতেন—বাবা সন্তানদের সাথে কেমন আচরণ করছে; বাবা যখন বাসায় ফেরেন, সন্তানরা তখন চারদিক থেকে কিভাবে তাকে ঘিরে ধরে; কিভাবে স্ত্রী নিজেকে তার স্বামীর সেবায় বিলিয়ে দেয়... অসহায় বৃদ্ধা এসব দেখতেন আর তার সাথে আমাদের অবস্থা তুলনা করতেন। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলতেন, 'আমারও ছেলেসন্তান ও নাতি-নাতনি আছে। কিন্তু তারা কোথায় আছে, আমি জানি না। কেউ আমাকে দেখতে আসে না। একদিন হয়তো আমি মারা যাব, আমাকে মাটি দিয়ে দেওয়া হবে নাকি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে—হয়তো তারা জানতেই পারবে না... এসবের কোনো মূল্যই নেই তাদের কাছে।'

"তিনি আমার স্ত্রীকে বলেন, তিনি যে-ঘরটাতে থাকেন, এটা তিনি যৌবনের উপার্জন দিয়ে তৈরি করেছেন। আর এখন বার্ধক্য যেন তাকে ক্লান্ত করে ছেড়েছে। তিনি বলতেন, পশ্চিমা নারীদের কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে। কী করে তাদেরকে কেনাকাটা করতে হয়, সেই সম্পর্কে! কী করে তাদেরকে নিত্যদিনের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়, সেই বিষয়েও! তিনি এ-সবই আমার স্ত্রীকে বলতেন। তার শেষ কথাটা ছিল—**'তোমাদের দেশে নারী তো রানী! কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে! তা না হলে আমি তোমার স্বামীর মতো একজন পুরুষকে বিয়ে করে তোমাদের মতো করে এই জীবনটা কাটিয়ে দিতাম।'"**[১]

এটার নামই ফিতরাত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর ওপরেই সৃষ্টি করেছেন। যে সমাজে বিয়ে-পরিবার-ঘর-সংসার বলে কিছুই নেই, তাদের হাহাকার চূড়ান্ত মাত্রায় যেতে বাধ্য। পরিবারব্যবস্থা হলো আল্লাহর দেওয়া এক শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা জানেন, মানুষ কখনো একাকী বাঁচতে পারে না। তার সঙ্গী প্রয়োজন। সে জন্যেই মহান আল্লাহ তাঁর দেওয়া জীবনব্যবস্থায় পারিবারিক সিস্টেমকে জুড়ে দিয়েছেন। আর এর চাবিকাঠি হিসেবে রেখেছেন বিয়েশাদীকে।

সমাজ যখন ব্যবসা

করোনাকালীন সময়টা ছিল অনেকের জন্যে বিরাট পরীক্ষার। চাকরি নেই, ইনকাম নেই, খাবার নেই, সুরক্ষা নেই... যেন হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা সমাজ জুড়ে। ঢাকার অনেক ভাড়াটিয়াকে আমি দেখেছি, তারা আসবাবপত্র গুটিয়ে গেছে গ্রামে চলে। আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঢাকায় সংসার চালানোর সুযোগ তাদের হয়নি। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পথে বসে গেছে এই

[১] আবদুল্লাহ আল খাতির, পশ্চিমা নারীদের আর্তনাদ, পৃ. ১৬-১৭।

সময়। অনেকেই তার মূলধন খুইয়ে হয়েছে দেউলিয়া। এটা যে শুধু আমাদের দেশের চিত্র ছিল, তা কিন্তু না। পুরো বিশ্বেই দেখা গেছে একই চিত্র। অনেকেই আত্মহত্যাও করেছে উপায়ান্তর না দেখে। কিন্তু এই মহামারির সময়টাতে কিছু লোক আঙুল ফুলে হয়েছে কলাগাছ। কলাগাছ বললে অবশ্য ভুল হবে। আঙুল ফুলে হয়েছে বটগাছ। মিলিয়নিয়ার থেকে বিলিয়নিয়ারের খাতায় নাম লিখিয়েছে তারা। তাদের সংখ্যাটা কত, জানেন?

প্রায় পাঁচশো জন। গড়ে তাদের প্রত্যেকের ইনকাম ছিল ২ বিলিয়ন ডলার।[১] মানে দুইশো কোটি ডলার। অথচ একই সময়ে ২৬৩ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছিল। এটা তো গেল বিলিয়নিয়ার হওয়ার তালিকা। মিলিয়নিয়ার[২] কতজন হয়েছে জানেন? প্রায় ৫ মিলিয়ন লোক। সেটাও আবার ২০২০ সালের মহামারি চলাকালীন সময়ে।[৩]

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরও প্রকট হয় সম্পদের পরিমাণ দেখলে। মাত্র দশজন লোক গোটা দুনিয়ার অর্ধেক সম্পদ দখল করে বসে আছে।[৪] একদিকে গরিব আরও গরিব হচ্ছে, অপরদিকে ধনী হচ্ছে ধনবান। **করোনার সময় প্রতি ৩৩ ঘণ্টায় একজন গরিব লোক আরও গরিব হচ্ছিল। অপরদিকে প্রতি ৩০ ঘণ্টায় কেউ কেউ বনে যাচ্ছিল কোটিপতি।** এ যেন তেলের মাথায় তেল ঢালার মতো কারবার! কেন হচ্ছে এসব? এর গোমর ধরতে পারলেই আমাদের আলোচনা বুঝে আসবে।

শুধুমাত্র ২০২১ সালে ফেইসবুকের নেট ইনকাম ছিল ৩৯.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা তাদের অফিশিয়াল ডেটা থেকে বলছি।[৫] আন-অফিশিয়াল হিসেবটা আমরা জানি না। এটা সে সময়কার কথা, যখন আমজনতা লকডাউনের কারণে দুমুঠো ভাত জোগাতে পারছিল না। অনাহারে অপুষ্টিতে ভুগছিল লাখো মানুষ। ওই সময়টাতে ফেইসবুকের ইনকাম এত কিভাবে হলো? যখন আমি-আপনি জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে হিমশিম খাচ্ছিলাম, তখন একজন লোক কী করে শত-কোটি ডলার ইনকাম করল? আজব না? এর কারণ আমরা বলব। তার আগে বাইবেল থেকে একটা ঘটনা বলে নিই।

---

[১] A new billionaire every 17 hours: Here are the most notable newcomers on Forbes' 2021 World's Billionaires list, *Forbes*, Apr 6, 2021

[২] ১০ লাখ ডলারের মালিক।

[৩] Millions become millionaires during Covid pandemic, *BBC*, 23 June 2021

[৪] Pandemic creates new billionaire every 30 hours, *Oxfam*, May 2022

[৫] Facebook Revenue and Usage Statistics, (Source: https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/)

লমূয়েল বাদশাহর মা বাথশিবা ছেলেকে রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে নানান উপদেশ দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন : “হে লমূয়েল, দ্রাক্ষারস (wine) পান করা রাজাদের জন্য উপযুক্ত নয়, সুরাপানে আসক্ত হওয়া শাসকদের জন্য অনুচিত, পাছে তারা পান করেন ও ভুলে যান তারা কী আদেশ দিয়েছেন, ও সব নিপীড়িতকে তাদের অধিকার বঞ্চিত করে ছাড়েন। **সুরা তাদের জন্যই রাখা থাক যারা মরতে চলেছে, দ্রাক্ষারস তাদের জন্যই রাখা থাক যারা মনোবেদনায় ভুগছে! তারা পান করুক ও তাদের দারিদ্র্য ভুলে যাক ও তাদের দুর্দশা আর মনে না রাখুক।**”[১]

কত কৌশলী উপদেশ দিচ্ছেন মা। জনগণকে খাওয়াতে হবে ওয়াইন। যেন অ্যালকোহলের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে বিপর্যস্ত জনতা। এতে করে তারা নাকি দুঃখ-দারিদ্র্য আর দুর্দশা ভুলে থাকতে পারবে! দেখছেন কারবারটা! একদিকে রাজা মত্ত থাকবে জৌলুসে। অপরদিকে দুর্দশাগ্রস্ত প্রজার হাতে তুলে দেওয়া হবে মদের পেয়ালা! এই নিয়ে তারা দুঃখ ভোলার চেষ্টা করবে! ইকবাল বলেছিলেন,

میخانۂ یورپ کے دستور نرالے ہیں
لاتے ہیں سرُور اوّل، دیتے ہیں شراب آخر

কী অদ্ভুত-কিমাকার ওই ইউরোপের মদ্যশালা,
প্রশান্তি কেড়ে নিয়ে ধরিয়ে দেয় মদের পেয়ালা।

তারা চায়, আমরা যেন নিজেদের নিয়ে মত্ত থাকি। নিজের বিচার-বিবেচনা বন্ধক রাখি মিডিয়ার কাছে। ব্যস, কেল্লাফতে। তাদের কার্যসিদ্ধি হতে আর কোনো বাধা থাকবে না। একদিকে তারা অন্যায় অবিচার করে গড়ে তুলবে সম্পদের পাহাড়, অন্যদিকে মিডিয়ার মাধ্যমে একেই প্রগতি বলে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করবে। ওরা বলবে জিডিপির কথা। প্রগতিশীল ভঙ্গিমায় বলবে, “শুনছো! এখন তোমার আর দরবেশ বাবার ইনকাম সমান। দুজনের মাথাপিছু আয় ২৭৯৩ মার্কিন ডলার।”[২]

পলিসি মেইকাররা চায়, আমরা যেন বিভিন্ন পেরেশানিতে জর্জরিত থাকি। এতে করে তারা সহজেই নিজেদের কূটকৌশল বাস্তবায়ন করতে পারবে। শাসকরা দুর্নীতির আখড়া গড়ে তুলবে উন্নয়ন প্রকল্পের আড়ালে। আর আমজনতা ব্রিজ-কালভার্ট-ফ্লাইওভার-মেট্রো দেখে মনে করবে, আমরা সিঙ্গাপুরে বাস করছি। এটাই ক্ষমতাবানরা চায়। বাইবেলও ঠিক তা-ই উপদেশ দিয়েছিল রাজাকে। মূলত এ কারণেই জনতার দুর্ভোগ কোনোদিন লাঘব হয় না। সহজ

---

[১] হিতোপদেশ (Proverbs), ৩১ : ৪-৭। (অনুবাদ : বাংলা সমকালীন সংস্করণ)

[২] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

করে বললে—লাঘব হতে দেওয়া হয় না।

বেশিরভাগ জনতাই যদি নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে থাকে, তাহলে দেশের পলিসি নিয়ে মাথা ঘামাবে কখন! নুন আনতে পানতা ফুরিয়ে গেলে, তারা হাহুতাশ করবে। বিজনেস পলিসি নিয়ে ভাবার সময়ই পাবে না। আলুর দাম, পেঁয়াজের দাম, চালের দাম তাদেরকে ব্যস্ত করে রাখবে জীবনভর। এটাই শাসকগোষ্ঠীরা চায়। দুনিয়ার তাবৎ সেক্যুলার নেতাদের একই খাসলত। এই জন্যেই তারা চায় না, আমার-আপনার জীবন স্ট্যাবল হোক। আমি-আপনি পরিবার গঠন করে একটা দুর্গ রচনা করি, এটা তাদের অপছন্দের। আমরা টাকা ইনকাম করব, আর মজ-মাস্তি করে উড়াব—এটা খুব পছন্দ ওদের কাছে। আমরা টাকা উড়ালে সেটা কোনো-না-কোনো পুঁজিপতির উঠোনে গিয়েই জড়ো হবে। ওরা প্রত্যেকেই টাকা ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছে নানান কায়দায়।

পরিবার-ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলে ওদের কী লাভ, এই পয়েন্টটা একটু বিস্তারিত বলব। এটা বুঝে গেলে, বাদবাকি পয়েন্টগুলো আপনারাই ধরতে পারবেন ইন-শা-আল্লাহ। ধরুন, কোনো যুবক-যুবতীর বিয়ের বয়স হয়েছে। মানে তারা বালেগ হয়েছে। এখন যদি এরা বিয়ে না করে, তাহলে যৌনসুখ কিভাবে পূর্ণ করবে? দৈহিক ক্ষুধার মতো যৌনক্ষুধা মেটাবে কী দিয়ে? কয়েকটি উপায় হতে পারে: পতিতালয়, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড, সেক্স টয়, যৌন-বিনোদন ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিটির সাথে জড়িয়ে আছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা।

☑ ১. **পতিতালয় :** ইন্দোনেশিয়া যৌনব্যবসা দিয়ে আয় করে প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন ডলার।[১] যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবসা আরও বেশি সফল। ওদের বার্ষিক ইনকাম ২৯০ মিলিয়ন ডলার।[২] সর্বসাকুল্যে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের মতো ইনকাম হয় বিশ্বজুড়ে। এই দেহব্যবসা, পতিতাবৃত্তি ও যৌনসঙ্গী সাপ্লাই দেওয়ার মাধ্যমে।[৩]

☑ ২. **গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড :** আমেরিকার একটি জরিপে দেখা যায়, গড়ে প্রায় ৫০-১০০ ডলার পর্যন্ত ব্যয় হয় এইসব গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড কালচারের পেছনে।[৪]

---

[১] Sex industry assuming massive proportions in Southeast Asia, *International Labour Organization*

[২] In-Depth Report Details Economics of Sex Trade, *The New York Times,* March 12, 2014

[৩] The Earning and Spending Habits of Male Sex Workers in Lima, *National Library of Medicine* Peru, 2018 Jan 24

[৪] How much to spend on your significant other during the holidays, based on how long you've been together, *Business Insider,* Dec 11, 2018

এইখানে আবার মোবাইল কিনে দেওয়া, ফুল আদান-প্রদান, বিভিন্ন প্রসাধনী গিফট, মোবাইল ফোনে কথা বলা, অনলাইনে চ্যাট করা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া, ঘুরাঘুরি ইত্যাদি নানান বিজনেস জড়িত রয়েছে। আপনি নিজেও হয়তো দেখেছেন ছাত্রবয়সে, বা এখনো দেখছেন। যারা হারাম রিলেশনে জড়িত, তারা কী পরিমাণ টাকা শুধু কথাবার্তার পেছনে ঢালে। আর মাসে যদি একবার ডেটিং-এ যায়, তাহলে তো কথাই নেই। মান-সম্মান রক্ষার জন্যে হলেও হাজারের নিচে কেউ খরচ করে না। খেতে গেলে রেস্টুরেন্টের দামিদামি আইটেম অর্ডার দেয়। অন্তত যেন মান-সম্মান গচ্চা না যায়। এর বাইরে মেয়েদের প্রস্তুতি তো আছেই। বয়ফ্রেন্ডের মন কাড়ার জন্যে নিত্য-নতুন ফ্যাশন আর কসমেটিকস দরকার তাদের। এইখানেও রয়েছে বিশাল এক মার্কেট। নানান প্রসাধনী ও ব্যক্তিগত যত্নের জন্যে গড়ে উঠেছে নানান প্রতিষ্ঠান। বিশ্বজুড়ে চলছে বিউটি পার্লারের রমরমা ব্যবসা। শুধুমাত্র ২০২৩ সালে এই বিউটি কেয়ার, কসমেটিকস ইত্যাদি সামগ্রীর ব্যবসা হয়েছিল ৬২৫.৭০ বিলিয়ন ডলার।[১] বুঝতেই পারছেন, মার্কেট ভ্যালু কত বড়। কাজেই, প্রেমিক-প্রেমিকার কালচার শুধু একটা মডার্ন ট্রেন্ড নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে গ্লোবাল বিজনেস। গ্লোবাল মাফিয়া। এটা চালু রাখা মানে, শত শত বিজনেস সচল রাখা।

☑ **৩. সেক্স টয় :** যার প্রেমিকা নেই, যে পতিতালয়ে যায় না, সে ইউজ করে সেক্স টয়। বেশ ভালো বিজনেস করছে এই সেক্টর! ২০২০ সালে এই মার্কেটের আয় ছিল ৩৫.১ বিলিয়ন ডলার। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ এটা ৫৪.৬ বিলিয়ন ডলারে এসে ঠেকবে।[২] অনেকেই এইডসের ভয়ে পতিতালয়ে যায় না, ওরা তখন সেক্স টয়ের সাহায্য নেয়। আমেরিকান এডাল্টদের মাঝে সেক্স টয় এখন খুব জনপ্রিয়।[৩]

☑ **৪. অনলাইন যৌন-বিনোদন :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৫ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আদায় করে এডাল্ট কন্ট্যান্ট থেকে। এটা হলিউডের ইনকাম থেকেও বেশি। হলিউডের বাৎসরিক আয় ১১.১ বিলিয়ন ডলার। আর নেটফ্লিক্সের ১১.৭

[১] Beauty & Personal Care - Worldwide, *Statista,* Jan 2024

[২] Global Sex Toys Market Report 2022: Market to Reach $54.6 Billion by 2026, *Businesswire* January 17, 2022

[৩] Size of the sex toy market worldwide from 2016 to 2030, *Statista,* Apr 17, 2023

বিলিয়ন।[১] সেখানে পর্ন ব্যবসায়ীরা আয় করে প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলার।[২] গ্লোবালি এদের বিজনেস ভলিউম ৯৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি।[৩] সবচেয়ে মজার কথা হলো ৬০% পর্ন ওয়েবসাইট হোস্টেট করা হয় মানবতাবাদী যুক্তরাষ্ট্র থেকে।[৪] এইসব এডাল্ট কন্ট্যান্ট দেখে মানুষ যৌনক্ষুধা মেটায়। লুকিয়ে লুকিয়ে হস্তমৈথুন করে।

☑ **৫. সমকামিতা:** ইদানীং কওমে লুতের এই বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। দুনিয়াব্যাপী এটাকে প্রমোট করা হচ্ছে জোরেসোরে। প্রতিটি দেশকে বাধ্য করা হচ্ছে সমকামী অধিকার বিল, ট্রান্সজেন্ডার বিল পাস করার জন্যে। এর পেছনে জড়িয়ে আছে লাখ লাখ ডলারের বিজনেস। সমকামী কিংবা ট্রান্স দম্পতি যখন বাচ্চা নিতে চাচ্ছে, তখন শরণাপন্ন হচ্ছে সারোগেইট মাদারের। সারোগেইট মাদার বলতে ভাড়া করা মা বোঝায়। সন্তান-প্রত্যাশী ছেলে তার শুক্রাণু দেবে, আর সারোগেইট মাদার নিজের গর্ভে তা ধারণ করে বাচ্চার জন্ম দেবে। এভাবে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া চালাবে ভাড়া করা কজন নারী। এর বিনিময়ে মাসে মাসে তাকে ভাতা দিতে হবে। বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে এর পেছনে। বাচ্চা জন্ম দেওয়া থেকে শুরু করে প্রসব, এমনকি লালন-পালন পর্যন্ত করে দেয় ওরা। জর্জিয়াতে সারোগেসি প্রোগ্রামের খরচ ৪০ থেকে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। মেক্সিকোতে ৭০ হাজার ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে এর খরচ ১২ লাখ ডলার পর্যন্ত ওঠানামা করে। গ্লোবালি এর ব্যবসা ১৪ বিলিয়ন ডলারের। ২০৩২ সালে এটি ১২৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।[৫] চিন্তা করতে পারছেন, কত বড় বিজনেস চলছে এই জন্মদানের আড়ালে? এখন বলা যায় সমকামী নারীর কথা। এইসব লেসবিয়ানদের জীবনে স্পার্ম ব্যাংক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওখান থেকে তারা পছন্দসই যুবকের শুক্রাণু সংগ্রহ করে গর্ভবতী হয়। ২০০৯ সালে স্পার্ম ব্যাংকের গ্লোবাল মার্কেট ভ্যালু ছিল ৪৭৪১.৫১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এখন এর চাহিদা ত্বরিত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৭ সাল নাগাদ এর গ্লোবাল

---

[১] John Naughton, The growth of internet porn tells us more about ourselves than technology, *The Guardian*, Dec 30, 2018

[২] World's biggest entertainment industry, *Economic Times*, Jan 22, 2007

[৩] Pornography Industry Statistics https://blog.gitnux.com/pornography-industry-statistics/

[৪] 60% of Porn Websites Are Hosted in the United States, *Statista*, Aug 21, 2013

[৫] The commercial surrogacy industry is booming as demand for babies rises, *CNBC*, March 7, 2023

ভ্যালু ৪৮৬০.৩৯ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকবে।[১]

এইসবের অশ্লীল কালচারের সাথে মেডিক্যাল বিজনেস বেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিকৃত যৌনাচারের মাধ্যমে বাড়ছে বিভিন্ন যৌনরোগ (Sexually Transmitted Diseases বা STD) এইডসের কথা তো আপনারা জানেনই। মরণঘাতী এই রোগের এখনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। এই রোগের ভুক্তভোগী তারা, যারা বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত।[২] এর বাইরে গনোরিয়া, সিফিলিস, জেনিটাল হারপিস, হেপাটাইটিস বি তো আছেই। এসব রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে সিফিলিস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী সিফিলিসের ৭১ লক্ষ নতুন কেস ধরা পড়েছে। ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সিফিলিসের কেস ৩২% বেড়ে গত ৭০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছেছে। এই রোগ কাদের মধ্যে বেশি ছড়াচ্ছে জানেন?

সমকামীদের মধ্যে। **আরও ভেঙে বললে, গে-দের মধ্যে।**[৩] **ইউরোপে গনোরিয়ার হার সমকামী পুরুষদের মধ্যে বেশি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে প্রায় ৪৬৭২৮ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত। তাই ওরা এটাকে দেখছে যৌন-মহামারির পূর্ববর্তী ধাপ হিসেবে।**[৪] আমেরিকার প্রতি পাঁচজনে একজন যৌনরোগে আক্রান্ত। এদের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের গচ্চা যাচ্ছে ১৬ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে কেবল এইডসের পেছনে খরচ হচ্ছে ১৩.৭ বিলিয়ন।[৫] ২০২৩ সালে এই যৌনরোগের গ্লোবাল মার্কেট ছিল ১০০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৬] চিন্তা করতে পারছেন, ভলিউম কত বিশাল?

তার মানে, **বিকৃত যৌনাচার চালু রাখলে, শত বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা চালু থাকবে। যত মানুষ বিয়ে-বহির্ভূত মাধ্যমে যৌনতায় জড়াবে, তত এইসব রোগ বাড়বে। আর যত রোগ বাড়বে, তত টাকা কামাই করবে পুঁজিপতিরা।**

---

[১] Sperm Bank Market by Donor Type and Service Type: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2020-2027, *Allied market research,* April 2021

[২] একবার ৭৬৭ জন গে-কে নিয়ে একটি গবেষণা চালানো হলো। দেখা গেল, এদের মধ্যে ৪০% লোক এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত। [Mooij SH et al., Oral human papillomavirus infection in HIV-negative and HIV-infected men who have sex with men: the HIV & HPV in MSM (H2M) study. AIDS 27]

[৩] সারা বিশ্বে যৌন রোগ সিফিলিস কেন বাড়ছে, বিবিসি, ১২ জুলাই ২০২৩

[৪] Rising rates of sexually transmitted infections across Europe, *European Centre for Disease Prevention and Control,* 8 Dec 2023

[৫] Incidence, Prevalence, and Cost of Sexually Transmitted Infections in the United States, *Centers for Disease Control and Prevention*

[৬] Global Sexually Transmitted Disease Market, June 2023, https://market.us/report/sexually-transmitted-disease-market/

এ তো গেল বিয়ে না করেও যৌন-চাহিদা মেটানোর হিসাব। এখন ধরুন, যারা বিয়েতে অভ্যস্ত কিন্তু বাচ্চা নিতে চায় না। কিংবা স্থায়ী পরিবারের প্রতি তাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। অথবা তারা কন্ট্রাক্ট ম্যারিজ করেছে। কিংবা লিভ টুগেদার করছে। এই শ্রেণির নারী-পুরুষরা বাচ্চা নিতে আগ্রহী থাকে না। কারণ, পরিবার না থাকায় যে-কোনো সময় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অনেকেই আবার নতুন সঙ্গী পেলে পুরাতনের সাথে ব্রেকাপ করে নেয়। এই শ্রেণির সবাই চায় যৌনতার নিরাপত্তা। মানে, যৌনসুখ মেটাবে কিন্তু বাচ্চার জন্ম দেবে না। এদের জন্যে ব্যবসায়ীরা নিয়ে এসেছে নানান গর্ভনিরোধক সামগ্রী (Contraceptive)। যেমন: কন্ডম, পিল, জরায়ুর রিং, জন্মবিরতিকরণ ইঞ্জেকশন ইত্যাদি। ২০২২ সালে এইসব গর্ভনিরোধক সামগ্রীর মার্কেট ভ্যালু ছিল ২৮.৩ বিলিয়ন ডলার।[১] ২০৩০ সালে এটা ৫০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।[২]

দেখেছেন, এইখানে কী পরিমাণ বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে?

এভাবে বললে তালিকা আরও লম্বা হতে থাকবে। আমি কথা সংক্ষেপ করছি। বিশ্ব-বেনিয়ারা কখনোই চায় না, আমরা একটি সুশৃঙ্খল পরিবার গঠন করি। বিয়ে করে পরিবার গঠন না করলে, এতগুলো বিজনেস সচল থাকবে। তাই ওরা চায় না বিয়ের ধারা জারি থাকুক। কিংবা বিয়ের মাধ্যমে মানুষ স্থায়ী পরিবার গঠন করুক। কিশোর-কিশোরী অবৈধভাবে রাত কাটাক, মজ-মাস্তি করুক, পিকনিকে যাক, বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড বানাক—তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তারা আর্লি ম্যারিজের নাম নেওয়া মাত্রই পুরো গোষ্ঠীসুদ্ধ গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। এমন থেরাপি দেবে যে, জামাই বাবাজি বিয়ের নামটাই ভুলে যাবে! পত্রপত্রিকায় ওই তরুণকে নামিয়ে দেওয়া হবে ধর্ষকের কাতারে। যেন ভয়ানক কোনো অন্যায় করে ফেলেছে বিয়ের কথা মুখে এনে! অল্প বয়সে পার্কের চিপায়-চাপায় পরনারীর সাথে শুয়ে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। কেন সে স্ত্রীর সাথে হালালভাবে শুতে চাইবে, এটাই তার মহা অপরাধ! ধর ব্যাটাকে!

A Nation of Bastards

বিশ্ব-বেনিয়াদের লালসার বলি হচ্ছে পুরো দুনিয়া। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা। বইয়ের শুরুতে জাপান নিয়ে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। এখন আরও কিছু তথ্য দেব আপনাদেরকে।

---

[১] Contraceptive Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, *Grand View Research*, 2022

[২] Contraceptive Market by Product, *Allied Market Research*, March 2022

☑ **যৌনরোগের মহামারি :** যৌনতার ঘোড়াকে লাগামহীন করে দেওয়া হয়েছে উন্নত বিশ্বে। ওদের কাছে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের মানদণ্ড হলো consent (সম্মতি)। সম্মতি থাকলেই শারীরিক সম্পর্ক বৈধ। এখন সেটা বিয়ের মাধ্যমে হোক বা বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে। এই উগ্র যৌনতার কারণে ছড়িয়ে পড়ছে যৌনবাহিত রোগ (STD)। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লাখে প্রায় ২০ হাজার জন যৌনরোগে আক্রান্ত। রাশিয়াতে সংখ্যাটা ১৯ হাজারের বেশি। চায়নাতে ১৬,৯৯৮।[১] উন্নত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি STD'র সমস্যায় আছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতি লাখে ৫৫৩ জন করে যৌনরোগ নিয়ে ঘুরছে।[২] CDC'র দেওয়া তথ্যমতে, ২.৪ মিলিয়ন লোক প্রতি বছর নতুন করে যৌনরোগে আক্রান্ত হচ্ছে।[৩] ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে প্রায় ৪৬,৭২৮ জন লোক গনোরিয়াতে আক্রান্ত। সিফিলিসের রোগী রয়েছে ২৫,২৭০ জন। যাদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন হলো গে। এদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশই HIV পজিটিভ। তাই ওরা এটাকে দেখছে যৌন-মহামারির পূর্ববর্তী ধাপ হিসেবে।[৪]

☑ **সামাজিক সহিংসতা :** সাইবার ক্রাইম, খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, সহিংসতা ইত্যাদি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে ফ্রি সেক্সের বিশ্বে। যার মূলে রয়েছে ভঙ্গুর পারিবারিক ব্যবস্থা। ছেলেপেলে মা-বাবার সংস্পর্শে নীতিনৈতিকতা শেখার সুযোগ পায় না। তারা বড় হয় জারজ হিসেবে, নয়তো সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে। এই সন্তানগুলিই একসময় জড়িয়ে যায় উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডে। যুক্তরাষ্ট্রে তো দিনদুপুরে মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০২১ সালে প্রায় ২৬ হাজার মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।[৫] ২০২০-এ এর সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৫০০। এফবিআইয়ের প্রতিবেদন বলছে, ৭৭ শতাংশ মানুষ খুন হয়েছে বন্দুকের গুলিতে। এইসব ভায়োলেন্সের অন্যতম কারণ হলো হতাশা। করোনাকালে মানুষের হতাশা বেড়েছে। সে কারণেই অস্ত্র কেনা-বেচার পরিমাণ একদিকে যেমন বেড়েছে, তেমন বেড়েছে

---

[১] STD Rates by Country, https://wisevoter.com/country-rankings/std-rates-by-country/#afghanistan

[২] STD Rates by Country 2024, *World Population Review*

[৩] These States Have the Highest and Lowest STD Rates, *Inner body,* Dec 13th, 2023

[৪] Rising rates of sexually transmitted infections across Europe, *European Centre for Disease Prevention and Control,* 8 Dec 2023

[৫] https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D158;jsessionid=A7DC9135B0019CE13B7B7E8E3380

সহিংসতার হার। সেটাই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।[১] **এইসব হতাশার উৎস হলো লাগামহীন জীবন-যাপন।** যারা গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নাম দিয়ে সহিংসতা কমাতে চায়, তাদের জন্যেও আছে দুঃসংবাদ। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাবমতে, রিলেশনে জড়িত প্রায় ২৭% নারী কোনো-না-কোনোভাবে ভায়োলেন্সের শিকার।[২]

☑ **জারজ সন্তান:** The University of Manchester এর একটি গবেষণা বলছে, ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা জারজ।[৩] ১৯৬০ সালের পর থেকে বিয়ের প্রবণতা ইউরোপে কমতে শুরু করে। ফলে বৃদ্ধি পায় অবৈধ যৌন-সম্পর্ক। দিনে দিনে অনেক জল গড়িয়ে যায়। এখন তারা পুরো একটা জেনারেশনকে বলছে—A Nation of Bastards। আয়ারল্যান্ডের সরকারি হিসাবমতে, ৮০% শিশু জারজ হিসেবে জন্ম নেয়।[৪] আমেরিকাতে প্রতি তিনজনে একজন জারজ সন্তান।[৫]

☑ **জনসংখ্যার বিলুপ্তি:** সন্তান জন্মদানে অনীহা দেখা যাচ্ছে উন্নত বিশ্বে। যৌবনের মজ-মাস্তির সময়ে সন্তান জন্ম দেওয়াকে তারা দেখছে উটকো ঝামেলা হিসেবে। অপরদিকে সন্তান না-নেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকায় দিন দিন কমে যাচ্ছে জনসংখ্যা। জাপানের পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে তাদের জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ। কিন্তু ২০২৩-এ এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ।[৬] জন্মহারের চেয়ে ওইদেশে মৃত্যুহার বেশি। প্রায় আশি হাজার শিশু কম জন্মেছিল বিগত বছরের তুলনায়।[৭] ওদের প্রত্যেকটা প্রদেশে জনসংখ্যার হার নিম্নগামী।[৮]

---

[১] নিউইয়র্কে গত বছর হত্যার শিকার ৫০০, প্রথম আলো, ০৮ অক্টোবর ২০২১

[২] Violence against women, *WHO*, 9 March 2021

[৩] Over half of children in England and Wales now born to unmarried parents, *Manchester*, 25 August, 2022

[৪] Ari Klængur Jónsson, A Nation of Bastards?, *Springer*, 7 April, 2020

[৫] Percentage of Births to Unmarried Women, *Center for Equal Opportunity*, February 26, 2020

[৬] Statistics Bureau of Japan, May 1, 2023 (Final estimates), October 1, 2023 (Provisional estimates)

[৭] Julian Ryall, Japan: Can anything be done to stop population decline?, *Deutsche Welle*, August 3, 2023

[৮] Current Population Estimates as of October 1, 2022, *Statistics Bureau of Japan*, Ministry of Internal Affairs and Communications

এভাবে কমতে থাকলে ২০৭০ সালে তা ৮ কোটি ৭০ লাখে নেমে আসবে।[১] জাপানকে এখন বলা হচ্ছে বুড়োদের দেশ (world's oldest population)। ৬৫ বছরের ওপর বয়স—এমন লোকদের পরিসংখ্যান হিসেব করে এই ডেটা বের করা হয়েছে।[২] জাপানের ৩৪.৮ শতাংশ নাগরিকের বয়স পঁয়ষট্টির ওপরে। আর প্রতি দশজনে একজন হলো অশীতিপর বৃদ্ধ (আশির ওপরে বয়স)।[৩] বাদবাকি উন্নত বিশ্বের দশাও প্রায় একই রকম। ভয়ানক হারে কমছে তাদের জন্মহার। সরকাররাও বেশ চিন্তিত এটা নিয়ে। ফলে ঘোষণা করছে নানান অফার। দক্ষিণ কোরিয়া একটি শিশু জন্ম দেওয়ার জন্যে মায়েদের অফার করছে ১,৫১০ ডলার। দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি বুসানে তিনটির অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যে ৭,৫৫২ ডলার পুরস্কার ঘোষণা কবা হয়েছে।[৪] জাপানের টোকিও সিটিতে বাবা-মা পাচ্ছে ১,৭০০ ডলার। অন্যত্র ৯৪০ ডলার প্রথম বাচ্চা জন্মদানের ক্ষেত্রে, আর চতুর্থ সন্তান জন্ম দিলে পাওয়া যাবে এর দশগুণ—৯,৪০০ ডলার।[৫] চীনের শেনয়েন সিটিতে তিনটির বেশি বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্যে বাবা-মাকে অফার করা হচ্ছে ৮৯০ ডলার।[৬] সিংগাপুর বছরে ১.৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন পলিসি বাস্তবায়নের জন্যে।[৭] আর জাপানের কথা তো বইয়ের শুরুতেই বলেছি। তারা এখন বুড়োদের দেশ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

উন্নত বিশ্ব সামনের দিনগুলোতে যে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সেখানে বিয়ে ও পরিবার-ব্যবস্থা দিন দিন গুরুত্ব হারাচ্ছে। পরিবার হলো একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিট। আরও সুন্দর করে বললে, একেকটি পরিবার হলো রাষ্ট্র নামক ইমারতের একেকটি ইট। পবিবার যদি ভঙ্গুর

---

[১] Japan's Population Projected to Fall to 87 Million in 2070, *Nippon,* May 12, 2023

[২] "Elderly citizens accounted for record 28.4% of Japan's population in 2018, data show". *The Japan Times,* 15 September 2019. Retrieved 7 June 2020.

[৩] Japan population: One in 10 people now aged 80 or older, *BBC,* 19 September 2023

[8] South Korea has so few babies it is offering new parents $10,500, *Al jazeera* 12 Apr 2023

[৫] The Government Will Pay You to Have Babies in These Countries, *Money,* Oct 28, 2019

[৬] How China is seeking to boost its falling birth rate, *Reuters,* January 18, 2023

[৭] Child policies across the world: From restrictions to incentives, *Economic Times,* Apr 16, 2017

হয়ে যায়, তবে গোটা ইমারতটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যদি পরিবার-ব্যবস্থা উঠে যেতে থাকে বিভিন্ন স্থান থেকে, তবে তো দেয়ালের জায়গায় জায়গায় দেখা যাবে শূন্যতা। এ-রকম অসংখ্য শূন্যতার কারণে ইমারতের ভীত হয়ে উঠবে প্রচণ্ড দুর্বল। সামান্য ঝাঁকুনিতেই সে ধসে পড়বে। **তাই দেশকে বাঁচাতে হলে পশ্চিমের উচিত পরিবার-ব্যবস্থাকে মজবুত করা। আর সেই পরিবার নামক ঘরের চাবিকাঠি হলো বিয়ে।** বিয়ে আছে তো পরিবার আছে। বিয়ে নেই, পরিবারও নেই। বলতে পারেন, লিভ টুগেদার বা লিভ ইনের মাধ্যমেও তো পরিবার গঠন করা যায়। বিয়ের দরকার কী? আমি বলি, মদ খেয়েও তো তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়, পানির দরকার কী?

☑ প্রথমত, লিভ টুগেদার হারাম। কাজেই, এটি কখনোই পজিটিভ ফিডব্যাক দিতে পারবে না। কেননা হালাল হলো আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা। আর এই সীমারেখা লঙ্ঘন করলে শাস্তি অবধারিত।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

> "এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কোরো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই জালিম।"[১]

☑ দ্বিতীয়ত, বিয়ের মাধ্যমে যেমন দায়িত্ববোধের জন্ম হয়, সেটা কখনো লিভ টুগেদারের মাধ্যমে তৈরি হবে না। কারণ, বিয়ের মধ্য দিয়ে এক ঐশ্বরিক ভালোবাসার জন্ম হয় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। আর সেটা আসে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি **তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন,** যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর **তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।** নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"[২]

আয়াতটি খেয়াল করুন। এখানে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পবিত্র ভালোবাসা তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২২৯।

[২] সূরা রুম, ৩০ : ২১।

উপহার। তিনিই এটা সৃষ্টি করে দেন। আর আল্লাহ তাআলা কখনোই হারাম রিলেশনশীপের মধ্যে এটা দেন না। গার্লফ্রেন্ড, রক্ষিতা, প্রেমিকা ইত্যাদি সম্পর্কের মাধ্যমে এই প্রশান্তিকর ভালোবাসা আসবে না। নবি কারীম ﷺ বলেছেন,

> "বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক যে আন্তরিক প্রেম-ভালোবাসা, তা তুমি অন্য দুজনের মাঝে দেখতে পাবে না।"[১]

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সাময়িক পাগলামি থাকতে পারে। কিন্তু মোহ কেটে গেলে সেটা আর থাকে না। লিভ টুগেদার কিংবা গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড কালচার কখনোই দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে না। উলটো জীবনকে করে তোলে বিষাদময়। আধুনিক জেনারেশন যেটাকে প্যারা বলে ডাকে। এর ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায় নারীরা। কখন জানি তার পার্টনার তাকে ছেড়ে চলে যায়! আর যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে, তবে তো দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না! কখন জানি তার সন্তান পিতৃপরিচয়হীন হয়ে পড়ে! বইয়ের শুরুতে ক্যামব্রিজ গ্র্যাজুয়েট ও সাইকোলজিস্ট ড. আবদুল্লাহ আল খাতিরের কথা বলেছিলাম। তাঁর স্মৃতিকথায় আমরা আরও কিছু বাস্তব নজির খুঁজে পাব :

"ব্রিটেনে যখন আসি, তখন প্রথম প্রথম খুব অবাক লাগত যে, নারীরা পুরুষের ব্যয়ভার বহন করে! যখন ট্রেনে উঠতাম, কোনো হোটেলে যেতাম, সচরাচরই এ ধরনের দৃশ্য দেখতে পেতাম! পশ্চিমাদের অভিধানে মহানুভবতা বলতে যেন কোনো শব্দ নেই। কিছুদিন পর এ আশ্চর্যবোধটা কেটে গেল। অনেক রোগীদের কথা শুনে আমি এর বাহ্যিক কারণগুলো সম্পর্কেও অবহিত হলাম। আমি তাদের কথায় বুঝলাম যে, এখানে পুরুষরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। তারা যেটা পছন্দ করে—**পশ্চিমা ভাষায় যাকে বলে 'গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক'!** অথচ বন্ধুত্বের কোনো সত্যতার ছাপ তাদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

"তাদের রীতিতে—বন্ধু-বান্ধবী মানে তারা একসাথে অবস্থান করতেই পারে। বন্ধু-বান্ধবী একসাথে কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরও থাকতে পারে। **এতে করে পুরুষকে নারীর জন্য খরচ করতে হয় না, বরং অধিকাংশ সময় নারীরাই পুরুষের ব্যয়ভার বহন করে। কেননা নারীরা ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন জানি তার পুরুষ সঙ্গীটি তার বাড়ি ছেড়ে চলে যায় (যদি ঘরটি নারী সঙ্গীর হয়); কিংবা কখন যেন তার পুরুষ সঙ্গীটি তাকে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে (যদি ঘরটি পুরুষ সঙ্গীর হয়)। এ জন্য পাশ্চাত্যে নারীরা চিন্তা, পেরেশানি ও ভীতির মাঝে থাকে। সে ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন যেন তার পুরুষ বন্ধুটি অন্য কোনো নারীর**

[১] ইবনু মাজাহ, ১৮৪৭; সহিহাহ, ৬২৪; সহিহ আল জামি, ৫২০০।

সঙ্গে সম্পর্ক করে তাকে ছেড়ে দেয়... নারী ভয়ে ভয়ে থাকে, হয়তো তখন সে আর নতুন কাউকে খুঁজে পাবে না...

"মনোরোগের চিকিৎসা সেবায় আমি এক নারীকে দেখেছি, তার বয়স হবে বিশের ঘরে। তার খুব ভয়াবহ অবস্থা ছিল। কিছুদিন চিকিৎসা চলার পর সে কিছুটা ভালো অনুভব করে। এখন সে অনেকটাই স্বাভাবিক আছে। আমি তাকে তার হিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। সে বলল, 'আমার একটাই সমস্যা, আমাকে সব সময় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়—**কখন জানি আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে ছেড়ে চলে যায়! আমি বিয়ের জন্য জোরাজুরিও করতে পারছি না, হিতে বিপরীত হয় কি না, এই ভয়ে।** অনেকে আমাকে বলেছে—তোমরা সন্তান গ্রহণ করো, হয়তো এই সন্তানের জন্য হলেও সে তোমাকে বিয়ে করবে। এই-যে সন্তান দেখতে পাচ্ছেন, এটি তার! আপনি দেখছেন, আমার সৌন্দর্যেরও কোনো কমতি নেই। আমি তাকে এভাবে ওভাবে সেভাবে... কতভাবে বিয়েতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছি! সেবাযত্ন, অর্থবিত্ত—কোনোকিছুতেই ঘাটতি রাখিনি! কিন্তু সে রাজি হয় না... এটাই আমার মানসিক রোগ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির সুপ্ত কারণ। আমার কাছে মনে হয়, আমি যেন এই সমাজে একা! আমার কোনো স্বামী নেই, সঙ্গী নেই, জীবনকে আনন্দঘন করতে যে কিনা আমাকে সাহায্য করবে! আমার পরিবার আছে, কিন্তু তাদের থাকা না-থাকা সমান। আহ! আমার যদি এই সন্তানটাও না থাকত! আমি চাই না, তার জীবনটাও আমার মতো কষ্ট সয়ে সয়ে দুর্ভাগা হোক।'"[১]

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনেক বড় একটা মেসেজ দিয়ে গেল আমাদেরকে। অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তাদের জেনারেশন। সম্পর্ক টিকবে কি না, এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে নারীসমাজ! টাকাপয়সা, সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আটকে রাখা যাচ্ছে না পার্টনারদের। একদিন ঠিকই তারা চলে যায়। উষ্ণতা খুঁজে নেয় অন্যকোনো গার্লফ্রেন্ডের বেডে। আসলে যে ছেলেটা এসেইছিল মজ-মাস্তির জন্যে, সে কেন এক নারীতে সীমাবদ্ধ থাকবে? সে তো তার কামনা পূর্ণ করে চলে যাবেই। আরও সুন্দরী, আরও রূপবতীর খোঁজ সে করবেই। টাকা ঢাললেই যে দেশের বিছানায় ষোড়শী চলে আসে, সে দেশের পুরুষরা কেন একজনের সাথে লিভ টুগেদার করে ক্ষান্ত থাকবে? কেন একজনের দায়িত্ব আজীবনের জন্যে কাঁধে তুলে নেবে?

অপরদিকে যে দেশের নারীরা তার লাইফ পার্টনার নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে—সে কোন দুঃখে সন্তান জন্ম দিতে আগ্রহ দেখাবে? শত ভয়, শঙ্কা, হতাশা তাকে

[১] ড. আবদুল্লাহ আল খাতির, পশ্চিমা নারীদের আর্তনাদ, পৃ. ১৩-১৫।

ভুলিয়ে দেবে মাতৃত্বের কথা। আর যদি মজ-মাস্তির ভূত দ্বারা আক্রান্ত রমণী হয়, তবে তো যৌবনের দামি সময়গুলো সে বাচ্চাকাচ্চা জন্ম দিয়ে নষ্ট (!) করতে চাইবে না! সেও খুঁজবে সিক্স-প্যাকের টাকাওয়ালা কোনো বিকল্প। মুনিয়ার মতো সেও হতে চাইবে কোনো শিল্পপতির রক্ষিতা! রক্ষিতা হলে যে মিডিল ক্লাসের মেয়ে হয়েও থাকা যায় গুলশানের মতো অভিজাত এলাকায়![১] কিন্তু স্ত্রী হলে তো সংসারের ঘানি টানতে হয় পুরোটা জীবন! কী দরকার এসব উটকো ঝামেলার! বিয়ে নামক সেকেলে ধারণা তালাক দিয়ে আলট্রা মডার্ন হতে চাই আমরা! পারলে ঠেকাও আমাদের!

আমাদের ঠেকাতে হবে না মশাই! তোমাদের পিঠ অটোমেটিক দেয়ালে ঠেকে যাবে। তখন ঠিকই আবার ব্যাক গিয়ারে চলে আসবে। তোমাদের স্বপ্নের আলট্রা মডার্ন দেশের জনসংখ্যা যে আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে, সেই খেয়াল আছে? সরকার পুরস্কার ঘোষণা করছে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। একদিকে চুরির কাজ আইনগতভাবে বৈধ থাকবে, অপরদিকে চুরি না করার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হবে—তাতে কি অপরাধ বন্ধ হবে? অবৈধ যৌন-সম্পর্কের রাস্তা খুলে দিলে কয়জন সেক্যুলার মানুষ পারিবারিক ঝামেলায় জড়াতে চাইবে? ধর্মহীন কোন ব্যক্তি নিজের ঘাড়ে নিতে চাইবে স্ত্রী-সন্তান লালন-পালনের ভার? যেখানকার কালচারই হলো যৌবনকে এনজয় করা, সেখানকার নারী-পুরুষ কেন মিছেমিছি সন্তান জন্ম দেওয়ার পেছনে দশটা মাস সময় নষ্ট করবে?! খুব বাচ্চার ইচ্ছে করলে স্পার্ম ব্যাংক আর সারোগেটিভ মাদার তো আছেই! তা ছাড়া বেলুন দুর্ঘটনার মাধ্যমেও তো কিছু সন্তান আসছে!

Welcome, A Nation of Bastards!

---

[১] 'মুনিয়া-আনভীর দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক, যা হয়েছে স্বেচ্ছায় হয়েছে', *বেঙ্গলি টাইমস*, অক্টোবর ১৯, ২০২২

শতভাগ জরুরি

২০২১ সালে ফ্রান্সের ক্যাথলিক চার্চগুলোতে একটি জরিপ চালানো হয়। জরিপের ফলাফল যখন হাতে আসে, তখন সবার চোখ ছানাবড়া। ১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ অবধি, প্রায় তিন লাখ তিরিশ হাজার শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে গির্জাতে। এইসব অপরাধ করেছে পাদরি, নান ও গির্জার পুরোহিতরা।[১] চিন্তা করা যায়? বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ব্যবহার করে যৌন-লালসা মিটিয়েছে ধর্ম-যাজকরা!

কী লাভ হলো বৈরাগ্যবাদের সবক দিয়ে? শেষমেশ ফিতরাতের চাহিদা পূর্ণ করার জন্যে মনগড়া সেই বিধানকেই তো লঙ্ঘন করতে হলো। কী এমন ক্ষতি হতো, যদি তোমরা হালাল পন্থাটা বেছে নিতে? যদি বিয়ের মাধ্যমে নিজের চাহিদা পূর্ণ করতে? তোমরা যে বৈরাগ্যবাদের কথা বলো, আল্লাহ তাআলা কি এটা তোমাদের ওপর ফরজ করেছিলেন?

না, করেননি। আসমানি কিতাবে এই ব্যাপারে কোনো নির্দেশ ছিল না। ওরা নিজেরাই এই বিধান আবশ্যক করে নিয়েছে। দ্বীনদারির মাপকাঠি বানিয়েছে জীবনভর চিরকুমার থাকাকে। সংসার ত্যাগ করে নিজেদের পণ্ডিতি জাহির করতে চেয়েছে। একই পথে হেঁটেছে গৌতম বুদ্ধের অনুসারী ভিক্ষু ও হিন্দুদের কাপালিক সাধুরা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

> “আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারাই বৈরাগ্যবাদের প্রবর্তন করেছিল। অথচ আমি এটা তাদের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিইনি।”[২]

আসমানি কিতাব এসেছে মানুষের সমস্যার সমাধান করার জন্যে। সমস্যা বাড়ানোর জন্যে নয়। আল্লাহ তাআলা এমন কোনো বিধান নাযিল করেননি, যা

[১] About 333,000 children were abused within France's Catholic Church, *National Public Radio,* October 5, 2021

[২] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭।

পালন করতে গেলে আমরা আমাদের প্রাকৃতিক চাহিদা পূর্ণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব। আমাদের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। বান্দার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর তিনি জানেন। এমনকি অন্তরের মধ্যে কী চিন্তা-চেতনা দোলা দিয়ে যাচ্ছে, সেটাও আল্লাহ জানেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

> "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার প্রবৃত্তি তাকে কী কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমি জানি। আমি তার গলার ধমনি থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"[১]

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

> "তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী, তিনি হলেন প্রজ্ঞাময়, সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।"[২]

নবি-রাসূলদের চাওয়া-পাওয়া

মহান আল্লাহ জানেন, কিভাবে আমাদের জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকবে। কিভাবে আমরা সুখ-শান্তি নিয়ে দুনিয়াতে বসবাস করতে পারব। সে জন্যে যুগে যুগে তিনি নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখানো। কোন পথে মানুষের সফলতা, সেটা চিহ্নিত করে দেওয়া। আল্লাহর পাঠানো সেই পথপ্রদর্শকরা কী করেছেন?

বিয়ে-সংসার-সন্তান-সন্ততি নবিদের জীবনেরও অংশ। মহামানবরা চিরকুমার থাকেননি। তাঁরা বিয়ে করেছেন, পরিবার গঠন করেছেন, সন্তান জন্ম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূলদের সম্পর্কে বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

> "তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।"[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি জিনিস নবিদের চিরাচরিত সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত: ১. লজ্জা-শরম, ২ সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩. মিসওয়াক করা এবং ৪. বিয়ে।[৪]

[১] সূরা ক্বফ, ৫০ : ১৬।

[২] সূরা আনআম, ৬ : ১৮।

[৩] সূরা র'দ, ১৩ : ৩৮।

[৪] তিরমিযি, ১০৮০; হাসান গারীব।

নবিদের চেয়েও কয়েক ডিগ্রি বেশি বুঝাতে চেয়েছে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা। আল্লাহর বিধানের ওপর মাতব্বরি ফলিয়েছে। আল্লাহ যা আবশ্যক করেননি, সেটাকে বানিয়েছে দ্বীনদারিতা প্রকাশের মাধ্যম। ফলাফল হিতে বিপরীত। নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর কেউই বাদ যায়নি ওদের লালসার বিষাক্ত ছোবল থেকে। ওরাও পারেনি, নিজেকে যৌন কামনা মুক্ত সিদ্ধপুরুষ বানাতে। ঠিকই সারেন্ডার করেছে প্রাকৃতিক চাহিদার সামনে। চার্চের বাচ্চাকাচ্চাদের দিয়ে মিটিয়েছে নিজেদের যৌন-চাহিদা। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

> "অথচ তারা এটাও (বৈরাগ্যবাদ) যথাযথভাবে পালন করেনি।"[১]

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এখানে যেমন বাড়াবাড়ি নেই, তেমনি নেই ছাড়াছাড়ির কোনো সুযোগ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

> "তোমরা নিজেদের নফসের ওপর ইচ্ছা করে কঠোরতা আরোপ কোরো না।... পূর্বেও একটি জাতি (বনী ইসরাঈল) নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিল। তাই আল্লাহ তাআলাও তাদের ওপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিলেন। গির্জায় ও মঠে যে লোকগুলো রয়েছে, এরা তাদেরই উত্তরসূরি।"[২]
>
> "নিশ্চয়ই এই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি তাতে কঠোরতা অবলম্বন করবে, দ্বীন তার ওপর বিজয়ী হবে। অতএব তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যমপন্থার কাছাকাছি থাকো। শুভ সংবাদ গ্রহণ করো। আর সকাল, বিকাল ও রাতের কিছু অংশে (আমলের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।"[৩]

নারীকে অশুচি মনে করে দূরে থাকার রীতি উদ্ভাবন করেছিল খ্রিষ্টানরা। ওদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থ জানিয়েছে, স্বর্গের প্রথম বিধানটি লঙ্ঘন করেছিল একজন নারী।[৪] পাপের সূচনা হয় নারীর হাত ধরেই।[৫] তাই 'আদিপাপ'-এর সম্পূর্ণ দায় নারীর ওপর। এই পাপের কারণেই ঈশ্বর নারীজাতিকে অভিশাপ দেন। যার ফলে নারীরা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করে। ওই পাপের জন্যেই

---

[১] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৭।

[২] আবু দাউদ, ৪৮২৪; হাসান-লী-গাইরিহী।

[৩] বুখারি, ৩৯; নাসাঈ, ৫০৪৯; সুনান বাইহাকি : ৩/১৯।

[৪] আদিপুস্তক ৩ : ১১-১২।

[৫] আর আদম প্রতারিত হননি, নারীই প্রতারিত হয়ে পাপী প্রতিপন্ন হলেন। [১ তিমথি ২ : ১৪ বাংলা সমকালীন সংস্করণ]

ঈশ্বর নারীদের কামনা-বাসনা সব পুরুষের অধীন করে দেন।[১] বিয়ের পর স্ত্রীর ধন-সম্পদ স্বামীর অধিকারভুক্ত বলে গণ্য হয়। এ বিধানের কারণে স্ত্রী সম্পত্তির অধিকার হারায়। সেবাদাসী হিসেবে বিবেচিত হয় সমাজে। সেন্ট পল বলতেন, "আমি উপদেশ দেবার কিংবা পুরুষের ওপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি স্ত্রীলোককে দেই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হাওয়াকে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর আদম যে ছলনায় ভুলেছিলেন তা নয়, কিন্তু স্ত্রীলোক ছলনায় ভুলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিলেন।"[২]

ঋতুমতী নারীকে ভয়ংকর চোখে দেখত ওরা। বাইবেলের ভাষায়—ঋতুমতী কোনো বিছানায় শয়ন করলে সেটা অশুচি হয়ে যাবে। কেউ যদি ঋতুমতী নারীকে স্পর্শ করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে। কেউ তার শয্যা স্পর্শ করলে, তাকে জামাকাপড় ধুয়ে গোসল করতে হবে। আর ঋতুর রক্ত যদি কোনো পুরুষের গায়ে লাগে, তবে সে সাতদিন পর্যন্ত অশুচি থাকবে।[৩] এইসব ধ্যানধারণা ও সেন্ট পলের প্রচারিত মতবাদের[৪] কারণে খ্রিষ্টানরা বৈরাগ্যবাদের চর্চা করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এর কোনো নির্দেশ ছিল না। আল্লাহর নবিরা এই ধরনের কোনো বিধান দিয়ে যাননি।

ইসলাম নারী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও যৌনতাকে স্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

> "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও।

---

[১] সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, "আমি তোমার সন্তান প্রসবের ব্যথা খুব বাড়িয়ে দেবো; প্রচণ্ড প্রসববেদনা সহ্য করে তুমি সন্তানের জন্ম দেবে। তোমার স্বামীর প্রতি তোমার আকুল বাসনা থাকবে, আর সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।" [আদিপুস্তক ৩ : ১৬, বাংলা সমকালীন সংস্করণ]

[২] ১ তিমথি ২: ১২-১৪ (কিতাবুল মোকাদ্দস সংস্করণ)।

[৩] "যখন কোনো মহিলার নিয়মিত রক্তস্রাব হয়, ঋতুমতীর মাসিক সময়ের অশুদ্ধতা সাত দিন থাকবে এবং যে-কেউ তাকে স্পর্শ করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুদ্ধ বিবেচিত হবে। মাসিক চলাকালীন যে-কিছুর ওপরে সে শোবে এবং বসবে, সবকিছুই অশুচি হবে। তার বিছানা স্পর্শকারী যে-কেউ নিজের কাপড় ধোবে ও স্নান করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুদ্ধ থাকবে। তার বসা আসবাব যে-কেউ স্পর্শ করে, সে তার কাপড় অবশ্যই ধুয়ে নেবে ও নিজে স্নান করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুদ্ধ থাকবে। বিছানা অথবা তার বসা যে-কোনো আসবাবপত্র যদি কেউ স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুদ্ধ থাকবে।" [লেবীয় পুস্তক, ১৫ : ১৯-২৩]

[৪] "আবার তোমরা যেসব কথা লিখেছো, তার বিষয়ে বলছি—স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা পুরুষের ভাল।" [১ করিন্থীয়, ৭ : ১ কিতাবুল মোকাদ্দস সংস্করণ]

> আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।”[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা দাম্পত্য সম্পর্কের হাকিকত বর্ণনা করেছেন। আলিমগণ বলেন, ‘আয়াতটি যৌন আবেগের এক ভিন্নতর দাবির দিকে ইঙ্গিত করে। আর তা হচ্ছে, **যৌন সম্পর্ক স্থাপনে রয়েছে শান্তি-স্বস্তি-পরিতৃপ্তি। তবে এটা নিছক দেহকেন্দ্রিক তৃপ্তি নয়। এটার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এক্ষেত্রে পুরুষ যেমন বিশেষভাবে নারীর মুখাপেক্ষী, ঠিক তেমনি মুখাপেক্ষী নারী।**’[২] নারী-পুরুষের এই চিরন্তন সম্পর্ককে ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা একে অন্যের প্রশান্তির জায়গা। নারী যেমন পুরুষের বাহুডোরে আশ্রয় খুঁজে পায়। ঠিক তেমনি পুরুষও নারীর ভালোবাসায় খুঁজে পায় ঐশ্বরিক প্রেরণা। নারী-পুরুষের ভালোবাসার বন্ধনেই রচিত হয় এক শক্তিশালী পরিবার। পৃথিবীর মহান মানুষ নবি-রাসূলগণও এই চিরসত্যির পথ ধরেই জীবন পরিচালনা করেছেন।

নারী-পুরুষ পরস্পর শান্তিলাভের জন্যে কাছে আসবে। তাদেরকে আসতেই হবে। কেউ যদি অতি পণ্ডিতি দেখিয়ে হালালভাবে না আসে, তবে নির্ঘাত বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাকে তখন ফিতরাতের চাহিদা পূর্ণ করতে হবে অবৈধ পন্থায়। হস্তমৈথুন, সমকামিতা, ব্যভিচার, হারাম রিলেশনে খুঁজতে হবে যৌনসুখ। এই চিরন্তন সত্যিটা আল্লাহ তাআলা জানেন। আর সে জন্যেই তিনি বলছেন, নারী-পুরুষ পরস্পর কাছাকাছি আসলে পরস্পর তৃপ্তি লাভ করে। বিশেষ করে পুরুষদের কথা বলা হয়েছে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একান্ত হওয়ার মাধ্যমে পুরুষ প্রশান্তি খুঁজে পায়। তার হৃদয়রাজ্যে হিমেল হাওয়া বয় নারীর সংস্পর্শেই। আর এটা যেন সে হালালভাবে পূর্ণ করতে পারে, সে জন্যেই আল্লাহ তাআলা বিয়ের বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

> “আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ সম্পাদন করো।”[৩]

বিয়েটা ফিতরাতগত যৌন-চাহিদা পূর্ণ করার একটি হালাল মাধ্যম। ইসলাম এটাকে উৎসাহিত করে। বিয়ে করা এবং উপযুক্ত নারীদের বিয়ে দেওয়া—দুটোই আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। অতি পণ্ডিতি দেখিয়ে কেউ যদি অবিবাহিত থাকাকেই

---

[১] সূরা রুম, ৩০ : ২১।

[২] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ১৬।

[৩] সূরা নূর, ২৪ : ৩২।

বুজুর্গি মনে করে, তবে নির্ঘাত সে জাহিল। তার এই চিন্তার আশু সংশোধন দরকার।

একবার তিনজন লোক এলো নবিজির কাছে। কিন্তু এসে নবিজির দেখা পেল না। তখন তারা নবি ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তাদেরকে জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া হলো। তখন তারা মনে মনে ভাবল, তিনি তো মহান রাসূল। তাঁর পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি তো নিশ্চিত জান্নাতের অধিকারী। আর আমরা হলাম গুনাহগার নগণ্য উম্মত। আমরা যদি তাঁর সমপর্যায়ের ইবাদত করি, তবে কি আর নাজাত পাব! আমাদেরকে এর চেয়েও বেশি ইবাদত করতে হবে। সে জন্যে তাদের একজন বলে উঠল, 'আমি রাতভর নামাজ পড়ব। একটুও ঘুমাব না।' ওর দেখাদেখি দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি সারা জীবন রোজা রাখব, কখনো রোজা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বলল, 'আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব, জীবনে কখনো বিয়েই করব না।' এমন সময় রাসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে ওই লোকদের সম্পর্কে জানানো হলো। তিনি ওদেরকে ডেকে বললেন, 'তোমরা নাকি এই এই কথা বলেছো? শোনো! আল্লাহর কসম করে বলছি! আমি তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়াবান। আল্লাহর ভয় আমি তোমাদের চেয়ে বেশি লালন করি। কিন্তু আমি (নফল) রোজা রাখি এবং মাঝে মাঝে ছেড়েও দিই। (রাতে তাহাজ্জুদ) নামাজ আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদেব বিয়েও করি। কাজেই, **যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।**'[১]

ইমাম ইবনু মাজাহ ﷺ-এর বর্ণনায় বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিতভাবে এসেছে :

> "**বিবাহ করা আমার সুন্নত।** কাজেই, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত মোতাবেক কাজ করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। **তোমরা বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব।** অতএব যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে। কারণ রোজা তার জৈবিক উত্তেজনা প্রশমিত করবে।"[২]

কেউ যদি সার্বিক দিক থেকে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে নামক সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহলে সে রাসূল ﷺ-এর তরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একান্ত ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি নিজেকে গুটিয়ে রাখে, আর এই একাকিত্ব তার ফিতনার কারণ না হয়, তবে সে কথা আলাদা। কিন্তু ঢালাওভাবে অবিবাহিত থাকার দাওয়াত দেওয়া যাবে না। কেননা, এটা সুন্নাহর খেলাফ। সাঈদ ইবনু

---

[১] বুখারি, ৫০৬৩; মুসলিম, ১৪০১।

[২] ইবনু মাজাহ, ১৮৪৬; সিলসিলা সহিহাহ, ২৩৮৩।

যুবাইর ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস ﷺ আমাকে বললেন, 'তুমি কি বিয়ে করেছো?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'বিয়ে করো। কারণ, এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল।'[১] আল্লাহর রাসূল এবং খুলাফায়ে রাশেদার একাধিক স্ত্রী-সন্তান ছিল :

নাম	স্ত্রী (জন)	সন্তান (জন)
রাসূলুল্লাহ ﷺ	১১[২]	৭[৩]
আবু বকর ﷺ[৪]	৪	৬
উমর ﷺ[৫]	৭	৮
উসমান ﷺ[৬]	৯	১৬
আলি ﷺ[৭]	৯	৩১

(এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো—সাহাবিদের কিন্তু একইসঙ্গে চারজনের বেশি স্ত্রী ছিল না। একটা স্লট খালি হলেই সেটা অন্যকে দিয়ে পূর্ণ করতেন তাঁরা। এভাবে তাঁদের জীবদ্দশায় বিয়ের সংখ্যা চারের বেশি ছাড়িয়েছিল। ফলে বর্তমান ও সাবেক স্ত্রী মিলিয়ে মোট সংখ্যাটাও বেড়েছে।)

খুলাফায়ে রাশিদার প্রত্যেকেরই একাধিক বিবি ছিল। একাধিক সন্তান ছিল। কাজেই, আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্যে নারী-বর্জিত থাকা কোনো শর্ত না। শ্রেষ্ঠ সাহাবিগণ বিবি-বাচ্চার সংস্পর্শে থেকেই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্যে তাঁদেরকে সংসারত্যাগী হতে হয়নি। বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করতে হয়নি। কারণ, তাঁদের সামনে ছিল নবিজির সেই অমীয় বাণী :

> "মানুষ যখন বিয়ে করে তখন সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে, বাকি অর্ধেক

---

[১] বুখারি, ৫০৬৯।

[২]https://islamqa.info/en/answers/47072/prophets-peace-be-upon-him-wives-who-are-they

[৩]https://islamqa.info/en/answers/23294/prophet-muhammads-children-how-many

[৪]https://islamqa.org/hanafi/askimam/13221/how-many-wives-and-children-each-of-the-khulfa-e-rashideen-had/

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] প্রাগুক্ত

হাসিল করার জন্যে সে যেন তাকওয়া অর্জন করে।”[১]

উসমান ইবনু মাযউন ﷺ একবার বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[২] তিনি রাসূল ﷺ-কে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে খোজা হয়ে যাবার অনুমতি দিন।' নবি কারীম ﷺ তখন জবাব দেন—'সেই লোক আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে কাউকে খোজা করে অথবা খোজা হয়। বরং আমার উম্মতের খোজা হওয়া মানে রোজা পালন করা।' ইবনু মাযউন ﷺ তখন ভ্রমণ করার অনুমতি চাইলেন। প্রিয়নবি ﷺ উত্তরে বললেন, 'আমার উম্মতের ভ্রমণ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়া।'[৩] এই কথা শুনে ইবনু মাযউন ﷺ বললেন, 'তাহলে আমাকে বৈরাগ্য অবলম্বন করার অনুমতি দিন।' নবি ﷺ জবাব দিলেন, 'আমার উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা।'[৪]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত এসেছে। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে জিহাদে অংশ নিতাম; কিন্তু আমাদের কোনোকিছু ছিল না। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললাম, আমরা কি খাসি হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং একটি কাপড়ের বদলে হলেও কোনো মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। আর আমাদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন: “ওহে ঈমানদারগণ! পবিত্র বস্তুরাজি যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন, সেগুলোকে হারাম করে নিয়ো না, আর সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।”[৫]'[৬]

বৌদ্ধরা নির্বাণ লাভ করতে চায়। খ্রিষ্টানরা চায় বেহেশতি রাজ্য। হিন্দুরা চায় সিদ্ধপুরুষ হতে। এর জন্যে তারা বেছে নেয় বৈরাগ্যবাদ, সংসারবিরাগ। বাউলরাও সিদ্ধিলাভের জন্যে বেছে নেয় একই পন্থা। এগুলো নাকি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায়! এইখানে ইসলামের সাথে বাতিল মতবাদের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। **ইসলামও তার অনুসারীকে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত মাকামে নিতে চায়। তবে সেটার জন্যে ঘর-সংসার ছাড়ার কথা বলে না। এই সমাজ-সংসারে থেকেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার রাস্তা সে দেখিয়ে দেয়।** মুহাম্মাদ আসাদ ﷺ বলেন,

---

[১] মিশকাত, ৩০৯৬; শুআবুল ঈমান, ৫১০০; সিলসিলা সহিহাহ, ৬২৫।

[২] বুখারি, ৫০৭৩; মুসলিম, ১৪০২।

[৩] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত, এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দিন। নবি ﷺ বললেন, “নিশ্চয় আমার উম্মতের জন্য ভ্রমণ হচ্ছে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ।” [আবু দাউদ, ২৪৭৮; সহিহ]

[৪] মিশকাত, ৭২৪।

[৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৮৭।

[৬] বুখারি, ৫০৭৫।

"এই ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রথমত, এই দ্বীন আমাদেরকে শেখায়—সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্য অধরাই থেকে যাবে, যদি আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দিককে জীবন থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। আমাদের চিন্তাচেতনায় এবং কাজেকর্মে অবশ্যই এ-দুটোর সমন্বয় থাকতে হবে। তাওহিদের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস, জীবন-সংগ্রামের পরতে পরতে সেটার সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করতে হবে।... ইসলামে দুনিয়ার জীবনকে নিছক ছেলেখেলা, (কিংবা) আখিরাতের পূর্ববর্তী নিরর্থক বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।... মানুষ যে ইহকালেই (আত্মশুদ্ধির) সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছতে পারবে, ইসলামই আমাদেরকে সেটা দেখিয়ে দেয়। সকল ধর্মীয় বিধানের মধ্যে ইসলাম একাই ঘোষণা করে—'দুনিয়ার জীবনেই ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব।' ইসলাম বলে না, এই উৎকর্ষতার জন্যে শারীরিক চাহিদাকে দমন করতে হবে, যেমনটা খ্রিষ্টধর্ম বলে থাকে। এই কথাও বলে না যে, ধারাবাহিক পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছনো যায়, যেমন কথা রয়েছে হিন্দুধর্মে এবং এটা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে না, ব্যক্তিসত্তার সাথে দুনিয়ার আবেগপ্রবণ সম্পর্ক বিনাশের মাধ্যমেই পূর্ণতা ও নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। না, ইসলাম খুব জোরালোভাবে বলে দেয়—**জন্মগত প্রতিভা এবং দুনিয়াবি সকল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে ইহজগতেই মানুষ ব্যক্তিগত 'পূর্ণতা'য় পৌঁছতে পারে।**"[১]

দুজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন। একজন ঘর-সংসারের ঝামেলা থেকে দূরে গিয়ে উচ্চ মাকামে পৌঁছানোর চেষ্টা করল। আরেকজন ঘর-সংসার-পরিবার-পরিজন সামলে, জীবন-জীবিকার জন্যে খাটাখাটুনি করে, ধূলি-ধূসরিত হয়ে, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ-জিহাদ করে কামালিয়াত অর্জন করল। এদের মধ্যে কার জীবন সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের? অবশ্যই দ্বিতীয়জনের। দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনের মধ্যে আছে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য। আছে বীরত্ব ও কৃতিত্বের বাহারি ক্ষেত্র। আর সে কারণেই **ইসলাম তার অনুসারীদের চ্যালেঞ্জ নিতে শেখায়। সে তার অনুগতদেরকে পুরুষের মতো পুরুষ হিসেবে গড়ে তোলে। দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ানো কখনোই বীরত্বপূর্ণ কাজ নয়। দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে প্রাণপণ লড়াই করার নামই বাহাদুরি।** সাহাবি আবু যর ﵁-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নবি কারীম ﷺ বলেছেন,

> "তোমার জন্য আবশ্যক হলো জিহাদ করা। কেননা জিহাদই হলো এই উম্মতের বৈরাগ্যবাদ।"[২]

---

[১] মুহাম্মাদ আসাদ, ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাত, পৃ. ২৪-২৫।

[২] তাবারানি, আল-কাবীর, ১৬৫১; সহিহ ইবনু হিব্বান, ৮০৭, ১/৫৩৫।

পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হওয়ার মধ্যেই তৃপ্তি। পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? সে জন্যেই তো প্রতিকূল পথ পাড়ি দেওয়ার মতো কাফেলা তৈরি করে ইসলাম। এমন মুজাহিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখায়, যে ঘর-সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও ঘোড়ার লাগাম ধরে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকে।[১] ইসলাম তার অনুসারীদের সেন্ট পলের মতো নারীদের থেকে পালিয়ে বেড়ানোর শিক্ষা দেয় না। সংসারত্যাগী হতে বলে না গৌতম বুদ্ধের মতো। অঘোরি কাপালিকদের মতো ন্যাংটো হয়ে মহাপুরুষ সাজার ধারণাও প্রদান করে না। ইসলাম এই দুনিয়া ও ঘর-সংসারের মধ্যে থেকেই কামালিয়াত অর্জনের পথ দেখিয়ে দেয়। **সেই ব্যক্তির জন্যে শাহাদাতের মর্যাদা ঘোষণা করে, যে আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করে। আবার ওই ব্যক্তির জন্যেও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, যে তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দেয়।** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "যে লোক নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক নিজের দ্বীনকে হেফাজত করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহীদ। যে লোক নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে **লোক** তার **পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ।**"[২]

ইসলাম এমন বীরপুরুষ তৈরি করে, যারা সংসারের বিশাল দায়িত্ব দেখে কখনোই পিছু হটে না। সবকিছু জেনে-বুঝেই দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ, তারা জানে—এই সাংসারিক দায়িত্ব বেহুদা কোনো কর্ম নয়। এর মধ্যেও রয়েছে বিশাল সওয়াব অর্জনের পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "কোনো মুসলিম যখন সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, এ খরচ তার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয়।"[৩]

পরিবার-পরিজনের জন্যে উপার্জন করাটা কোনো বেকার খাটুনি নয়। এর জন্যে রয়েছে অফুরন্ত সওয়াব। ব্যাপারটা হয়তো অবাক-করা মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই বাস্তব। উম্মু সালামা رضي الله عنها একদিন কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপন ছেলেদের জন্য খরচ করলে কি কোনো সওয়াব হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন: 'ওদের জন্যে খরচ করো। **ওদের জন্যে যা খরচ করবে, তার বিনিময়ে সওয়াব পাবে।**'[৪]

একজন বাবা যে পরিবারের জিম্মাদারি পালন করবে, এর বিনিময়ে সে অবশ্যই

---

[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত।" [বুখারি, ২৮৮৬-৮৭]

[২] তিরমিযি, ১৪২১; আবু দাউদ, ৪৭৭২; নাসাঈ, ৪০৯৫; সহিহ আল জামি, ৬৪৪৫।

[৩] বুখারি, ৫৩৫১; মুসলিম, ১০০২; নাসাঈ ২৫৪৫।

[৪] বুখারি, ১৪৬৭; মুসলিম ১০০১।

সওয়াব পাবে। এমনকি সেটা যদি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্যেও হয়। শুধু গরিব-মিসকিনদের দান করার নাম সদাকা নয়। **নিজের অধীনস্থ মানুষের জন্যে খরচ করাটাও সদাকা। মা-বাবা-স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ দেওয়াও সদাকা। তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়াও সদাকা।**[১] এগুলো ছোটখাটো কোনো দায়িত্ব নয়। বরং সংসারের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে খরচ করা অতি উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "কোনো একটি দিনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছো, একটি দিনার তুমি ব্যয় করেছো ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্যে, একটি দিনার সদাকা করেছো মিসকিনের জন্যে এবং একটি দিনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছো। **এর মধ্যে সওয়াবের দিক দিয়ে সর্বোত্তম হলো সেটি, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্যে খরচ করেছো।**"[২]

আরও একটা হাদিস উল্লেখ করছি। হাসিদটি শুধু আমাকে নয়, সাহাবায়ে কেরামকেও অবাক করে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন, 'প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক তাকবির (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক তাহলিল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) হচ্ছে সদাকা, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেওয়া হচ্ছে সদাকা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে সদাকা। **আর তোমাদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সদাকা।**'

এই কথা শুনে সাহাবিরা বিস্ময় নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজের স্ত্রী-সম্ভোগ করলেও সওয়াব হবে!' আল্লাহর নবি ﷺ সরাসরি উত্তর না দিয়ে উপমা সহকারে বললেন, 'আচ্ছা, বলো তো দেখি—যদি কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মেটায় বা যিনা করে, তাহলে কি সে গুনাহের ভাগীদার হবে না? সুতরাং এই কাজ যখন সে বৈধভাবে করবে, এর জন্যে অবশ্যই সওয়াব পাবে।'[৩]

সুবহানাল্লাহ! কত বিস্ময়কর এক হাদিস! কত চমৎকার এক হাদিস! কোনো বান্দা তার **শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্যে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করলেও সওয়াব পাবে। কিয়ামতের দিন এর বিনিময় পাবে।** বিয়ে ছাড়া এই সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে! প্রিয় পাঠক! একটু খেয়াল করুন! অন্যান্য ইবাদত পালন করতে গেলে লৌকিকতা আসার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় অলসতাও চলে আসে

[১] বুখারি, ২৫৯১।

[২] মুসলিম, ৯৯৫; মুসনাদে আহমাদ, ১০১৭৪।

[৩] মুসলিম, ১০০৬।

ইবাদত করতে করতে। কিন্তু স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার সময় কি কেউ অলস থাকে? না। শরীর তখন চাঙা হয়ে যায় পুরোদমে। আর এই ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ, স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয় একেবারে সঙ্গোপনে। তাহলে এই ইবাদত কতই-না সহজ আমাদের জন্যে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কত দয়া দেখুন। আমরা নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানোর বিনিময়েও সওয়াব নিতে পারব তাঁর রহমতের ভাণ্ডার থেকে। কারণ, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে অবৈধ রাস্তায় নিজেদের কামনা পূর্ণ করছি না। আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বিধান মেনে নিয়ে, বিয়ের মাধ্যমে একজন নারীর কাছাকাছি হচ্ছি।

ইসলাম কতই-না সুন্দর! কতই-না সহজ-সরল এক দ্বীন! একদিকে ফিতরাতের চাহিদাকে সে গুরুত্ব দিচ্ছে। অপরদিকে সেটা পূর্ণ করার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করছে। শুধু এটাই না, আরও সুসংবাদ রয়েছে। জীবনে যদি টানাপোড়েন থাকে, অভাব-অনটন থাকে, তবে সেটাও কেটে যেতে পারে বিয়ের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَ اِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۳۲﴾

> "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ সম্পাদন করো। **তারা অভাবগ্রস্ত হলে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।** আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।"[১]

আজকাল অনেকেই দেখি বিয়ে ও পরিবারকে ঝামেলার বিষয় মনে করে। প্রিয় ভাই! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবার কোনো উটকো ঝামেলার নাম নয়। এটা সওয়াব অর্জনের পথ। এগুলো পরীক্ষার বস্তু। আর পরীক্ষায় পাশ করলে বিশাল সওয়াব অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে। বড় বড় সাহাবিদের কেউই একে ঝামেলা মনে করে দূরে থাকেননি। তাঁরা বিয়ে করেছেন, পরিবার গঠন করেছেন, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। নারী সাহাবিরাও কুমারী বা বিধবা অবস্থায় দিন-যাপন করেননি। ইসলামি রাষ্ট্রে তাঁদের জন্যেও ছিল সহজ বিয়ের বন্দোবস্ত। বিয়ের মাধ্যমেই তাঁরা রচনা করেছেন এক পূত-পবিত্র সমাজ। বিয়ে সহজ হওয়ার কারণেই যিনা-ব্যভিচার কঠিন হয়ে পড়েছিল তখনকার দিনে। আজকে বিয়েকে কঠিন করার কারণে, কলুষতায় ছেয়ে গেছে পুরো দুনিয়া। হালাল পথটা অবরুদ্ধ করে দিলে, হারাম এমনিতেই সহজলভ্য হয়ে যায়।

যৌনতা আমাদের ফিতরাতের অংশ। বালেগ হওয়ার পর থেকেই এটা জন্ম

---

[১] সূরা নূর, ২৪ : ৩২।

নেয়। যৌবনে তা তীব্র হতে থাকে। এই সময়টায় মানুষ বিয়ে করতে না পারলে কী করে? গোপন গুনাহ করে। ইতিপূর্বে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এইখানে শুধু একটার কথা ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি।

অবিবাহিতদের কমন একটা গুনাহ হলো হস্তমৈথুন। এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বিশ্বের প্রায় ৭৮% এডাল্ট এই গুনাহের সাথে জড়িত। তবে পুরুষদের মধ্যে এর হার সবচেয়ে বেশি। ব্রিটেনে ৯৬%, জার্মানিতে ৯৩% এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯২% পুরুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। আর মেয়েদের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৭৮%, ৭৬% এবং ৭৬%। গড়ে ১৫ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এই পাপাচার।[১] ৪৪ বছর পর্যন্ত এর ধারা তীব্র থাকে। এরপর আস্তে আস্তে কমে যায়।[২] National Survey of Sexual Health and Behavior থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। ওই সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, হস্তমৈথুনের ক্ষেত্রে অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলারা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। নিচে ছক আকারে তা দেখানো হলো[৩]:

অবস্থা	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
সিঙ্গেল	৭২.৭	৪৩.৬
ডেটিং এ থাকলে	৬৯.৮	৬৯.৭
রিলেশনশীপ চলাকালীন	৭০.০	৫৯.৫

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই গুনাহ আজকাল ডাল-ভাতের মতো হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, প্রতিটি ঘরে ঘরে এটা হচ্ছে। এমনকি অনেক মহিলারাও এতে লিপ্ত। আরও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, পর্নোগ্রাফির মতো ব্যাধিও সহজলভ্য হয়ে গেছে আমাদের সমাজে। আগে তো কম্পিউটারের দোকান থেকে মানুষ ওসব ভরে নিয়ে আসত। এখন হাতে হাতে অ্যানড্রয়েড, ঘরে ঘরে ওয়াই-ফাই! এক ক্লিকেই মানুষ ঢুকে যাচ্ছে নীল জগতে। এমনকি অনেক লেবাসধারী মুসল্লিরাও এতে জড়িত। এইসব গোপন পাপের অন্যতম কারণ হলো হালাল পন্থায় চাহিদা পূরণ করার সুযোগ না থাকা। এই জন্যে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা-ই দিয়ে যৌনক্ষুধা মেটায় তরুণ-তরুণীরা।

একটা হাদিস বলি। আশা করি, এতে টনক নড়বে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন

---

[১]https://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-largest-masturbation-survey-uncovers-how-traditional-views-of-masculinity-prevent-men-from-having-fulfilling-sex-lives

[২] Gerressu, M.; Mercer, C.H.; Graham, C.A.; Wellings, K.; Johnson, A.M. Prevalence of masturbation and associated factors in a british national probability survey. Arch. Sex. Behav. 2007, 37, 266–278.

[৩] Do Single People Masturbate More?, *Five thirty eight*, Jun 6, 2014

সাওবান ﷺ। নবি ﷺ একদিন সাহাবিদের বললেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবেন।' সাওবান ﷺ তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের জানিয়ে দিন। যাতে অজ্ঞাতসারেও আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।' জবাবে নবি ﷺ বললেন, 'তারা তোমাদেরই জ্ঞাতিভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ের লোক। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। **কিন্তু একান্ত গোপন অবস্থায় আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।**'[১]

একান্ত গোপন গুনাহ কী কী হতে পারে, তা আমরা সকলেই জানি। তবে একটা জিনিস খোলাসা করতে চাই এখানে। অনেকেই মনে করে, যিনা-ব্যভিচার বুঝি কেবল লিঙ্গ ব্যবহার করেই সম্পন্ন করা যায়। না, এটা ভুল ধারণা। লিঙ্গের ব্যবহার হলো যিনার সর্বোচ্চ পর্যায়। এর বাইরেও যিনা হতে পারে। চোখ, কান, মুখ, হৃদয়—প্রতিটি অঙ্গের জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা বিধান। নবি ﷺ বলেন,

> "দু-চোখের ব্যভিচার হলো (হারাম দিকে) তাকানো, দু-কানের ব্যভিচার হলো (অশ্লীল জিনিস) শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (অশ্লীল) কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো (হারাম পথে) হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।"[২]

পরনারীর সাথে খোশগল্প করা, চ্যাটিং করা, ডেটিং-এ যাওয়া, আলিঙ্গন করা, কল্পনায় রঙিন স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি সবই যিনা। লজ্জাস্থান তো কেবল বাস্তবায়নের কাজে জড়িত। কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সেটার ট্রিগার চাপার কাজ করে। সেই জন্যে ওইসব অঙ্গেরও আলাদা আলাদা যিনা রয়েছে। আজকাল মানুষ এইসব পাপকে যিনাই মনে করে না। যাস্ট ফ্রেন্ড নাম দিয়ে মাখামাখি করে বিপরীত লিঙ্গের সাথে। সহপাঠীরা একত্রে ট্যুরে যায় বন-জঙ্গলে। রিসোর্টে একসাথে রাত কাটায়। দলবেঁধে ক্যাম্পাসে আড্ডাবাজি করে। অনলাইনে-অফলাইনে মেয়েদের কণ্ঠ, ছবি, ভিডিও, চটির মাধ্যমে যৌন তৃষ্ণা মেটায়। এগুলো সবই যিনা। এইসব থেকেও বাঁচতে হবে আমাদের।

তবে একটা কথা কী, আমাদের সমাজটা যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে ভরা। রাস্তার

---

[১] ইবনু মাজাহ, ৪২৪৫; সিলসিলা সহিহাহ, ৫০৫।

[২] মুসলিম, ২৬৫৭।

বিলবোর্ড, ইউটিউবের অ্যাড, খবরের কাগজ, সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম—সব জায়গায় যৌনতার ছড়াছড়ি। এই সময়ে কিভাবে বাঁচাব নিজেদের? না চাইলেও তো চোখে পড়ে যায় ওসব! ওয়াজ শুনতে গেলেও এড চলে আসে। রাস্তাঘাটে তো চলাই দায়! ভার্সিটিগুলো অশ্লীলতার ফ্যাক্টরি! কর্মস্থলেও নারীর ফিতনা! এখন করবটা কী? বাঁচার রাস্তা কী? উপায় বাতলে দিচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবি ﷺ :

> "কোনো (বেগানা) নারী দেখে মনে কিছু উদয় হলে, **সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়** এবং **তার সাথে মিলিত হয়**। এতে তার মনে যা আছে, তা দূর হয়ে যাবে।"[১]

কাজেই, সমাধান হলো স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়া। মনে কোনো খারাপ ধারণা এলে, একান্তে চলে যান। নিজের হালাল চাহিদা স্ত্রীর সাথে পূর্ণ করুন। আর এ কথা তো সবার জানা, কোনো নারীকে হালালভাবে পেতে চাইলে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। বিয়েটাই হলো যিনা-ব্যভিচার থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। এই জন্যেই নবি ﷺ তাগিদ দিয়ে বলেছেন,

> "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে **তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে** এবং **লজ্জাস্থান হেফাজত করে**।"[২]

এই ফিতনার জামানায় অবিবাহিত যুবকের যিনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই **সামর্থ্য অর্জন হলেই বিয়ে করে নিন। বিয়ের মাধ্যমে ফিতরাতের চাহিদা পূর্ণ করুন। সামর্থ্য থাকলে একাধিক বিয়ে করুন। ইসলাম এর অনুমতি দিয়েছে। আর ক্ষমতা না থাকলে নিয়মিত রোজা রাখুন।**[৩] **কিন্তু হারাম পথ বেছে নেওয়া যাওয়া যাবে না।** বালিশ-বিছানার সাথে ঘষাঘষি করে নিজের চাহিদা মেটানোর কোনো সুযোগ নেই। মনে রাখবেন : 'শিল পাটায় ঘষাঘষি, মরিচের কাম শেষ।' এইসব করলে একদিকে যেমন দুনিয়াবি ক্ষতির শিকার হবেন, অপরদিকে আখিরাতে পাবেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আধুনিক শিক্ষিতদের অনেকেই দেখি বিয়ের ব্যাপারে অনীহা লালন করে। ক্যারিয়ারের পূজা করতে করতে তাদের যৌবন পেরিয়ে যায়। ওদিকে সমানতালে চলতে থাকে গোপন গুনাহের ধারা। তবুও তারা লাগাম টেনে ধরে না। দুহাতে

---

[১] মুসলিম, ১৪০৩।

[২] বুখারি, ৫০৬৬; মুসলিম, ১৪০০; নাসাঈ, ৩২১০; তিরমিযি, ১০৮১।

[৩] নবি ﷺ বলেন, "যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তার যৌনতাকে দমন করবে।" [বুখারি, ৫০৬৬]

টাকা উড়ায়, ডজনখানিক প্রেম করে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মজ-মাস্তি করে... কিন্তু বিয়ের নাম মুখেও আনে না। এটা কি কোনো মুসলিমের চরিত্র হতে পারে?

ইসলাম একদিকে স্ত্রীর সাথে মেলামেশার মাধ্যমে অশেষ সওয়াব অর্জনের সুযোগ দিয়েছে। অপরদিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে গোপন গুনাহের ব্যাপারে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার—আপনি কোনটা বেছে নেবেন! তবে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, "যদি এক রাত পরেই পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়, তবুও আমি পছন্দ করি, ওই একটি মাত্র রাতেও আমার সাথে আমার স্ত্রী থাকুক।"[১]

উপকারের শেষ নেই

যুগটাই এমন। এখন মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চায়। বাস্তব উদাহরণ চায়। অবশ্য এটা দোষের কিছু না। কিন্তু ঈমানদারের প্রথম কাজ হলো নিঃশর্ত আনুগত্য। এটা পূর্ণ করার পর আপনি বাস্তব প্রমাণ তালাশ করতে পারেন। কিন্তু প্রমাণ খুঁজে না পেলেও আল্লাহর বিধান নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শরীয়ত এসেছেই মানুষের উপকারের জন্যে। এর প্রতিটি বিধান মানবজাতির জন্যে কল্যাণকর। চাই সেটা আমাদের বুঝে আসুক, বা না-আসুক। বিয়েটাও ঠিক তেমন। এর মধ্যেই আমাদের কল্যাণ। ইতিমধ্যেই আমরা বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়েছি। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য এইখানে উল্লেখ করতে চাই।

☑ মুসলিম গবেষকগণ বলেন, বীর্যকে হালাল পথে নির্গমনের সুযোগ দেওয়া উচিত। স্বপ্নদোষের মাধ্যমে এটা কিছু পূর্ণ হয় বটে। কিন্তু দীর্ঘদিন এটা জমিয়ে রাখলে, তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ﵀ বলেন, "জেনে রাখো, শুক্রের প্রজনন ক্ষমতা যখন দেহে খুব প্রবল হয়ে যায়, তখন তা বের হতে না পারলে মগজে তার বাষ্প উত্থিত হয়।" একই কথা বলেছেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নফিসি ﵀।[২] বিয়ের মাধ্যমে শুক্রাণু তার যথাস্থানে পৌঁছানোর সুযোগ লাভ করে। এতে করে মস্তিষ্কের ওপর চাপ কমে যায়। ব্রেইন ফ্রেশ থাকে।

☑ সাইয়্যিদ কুতুব ﵀ বলেন, "প্রাণীজগতের জন্ম ও বিকাশে নারী-পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সহজাত ও মজ্জাগত। কেননা আল্লাহ তাআলা এ পদ্ধতিতেই পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার ও মানুষের খিলাফত বাস্তবায়িত করেছেন। নর-

[১] মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা, ৪/১২৮, ৩/২৭০। তবে দশ দিনের ব্যাপারেও একাধিক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। [মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা, ৩/২৭০] - শারঈ সম্পাদক।

[২] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ৮০।

নারীর এই পারস্পরিক টান ও আকর্ষণ একটা স্থায়ী জিনিস। স্বাভাবিকভাবে তা কখনো উত্তেজিত এবং কখনো প্রশমিত হয়ে থাকে। তাকে ক্রমাগতভাবে উত্তেজিত করতে থাকলে তার তেজ ও তীব্রতা বাড়তেই থাকে। তখন তাকে দৈহিক মিলনের মাধ্যমে প্রশান্তি-লাভের দিকে ঠেলে দিতে হয়। কিন্তু সেই মিলন যখন সম্ভব না হয়, তখন উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা একটা সার্বক্ষণিক নির্যাতনে পর্যবসিত হয়।"[১] তার মানে, অবসাদ দূর করার একটা কার্যকরী উপায় হলো স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া।

☑ অবসাদ এবং মানসিক রোগ অবিবাহিতদের মধ্যে খুবই বেশি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাব-মতে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষ মানসিক রোগে ভুগছে। আর প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজন করে মানুষ আত্মহত্যা করছে।[২] আপনারা জানেন, এই সুইসাইডের অন্যতম কারণ হলো ডিপ্রেশন। বিবাহিতদের সাথে তুলনা করলে সিঙ্গেল পুরুষদের ডিপ্রেশনে ভোগার হার ৩০% বেশি।[৩]

☑ জীবনীশক্তির কথা চিন্তা করুন। এইক্ষেত্রেও পিছিয়ে রয়েছে অবিবাহিতরা। বিশেষ করে অবিবাহিত প্রবীণদের মধ্যে এর প্রভাব অনেক বেশি।[৪]

☑ হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল ১ লাখ ২৭ হাজার আমেরিকানদের মধ্যে একটি জরিপ চালায়। তারা দেখতে পায় যে, জরিপে অংশ নেওয়া অবিবাহিত পুরুষরা অপেক্ষাকৃত কম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে এটা পুরোই উলটো।[৫]

☑ The American College of Cardiology প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন লোকের ওপর পরিসংখ্যান চালিয়েছে। এরপর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, অবিবাহিতরা বেশি হৃদরোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। এর তুলনায় বিবাহিতরা রয়েছে নিরাপদ অবস্থানে।[৬]

☑ বিয়ে নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন ড. গওহর মুশতাক। তিনি বেশ কিছু পয়েন্ট তুলে এনেছেন অবিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে। তাঁর সেই ছকটি আমরা

---

[১] সাইয়্যিদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, ১৪/১২৮।

[২] Mental health : lessons learned in 2020 for 2021 and forward, *World Bank*, February 11, 2021

[৩] Dr. Gohar Mushtaq, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce*, p. 14.

[৪] Haomiao Jia, and Erica I. Lubetkin, Life expectancy and active life expectancy by marital status among older U.S. adults, *National Library of Medicine*, 2020 Aug 15

[৫] Marriage and men's health, *Harvard Health*, June 5, 2019

[৬] Marriage Linked to Lower Heart Risks in Study of 3.5+ Million Adults, *American College of Cardiology*, Mar 28, 2014

দেখার চেষ্টা করব[১] :

সমস্যার বিবরণ	বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতদের পরিমাণ
ডিপ্রেশন	৩০% বেশি
ভয়-ভীতি	৩০% বেশি
মানসিক সমস্যা নিয়ে নিরাময়কেন্দ্রে ভর্তি	২২ গুণ বেশি
নার্ভাস ব্রেকডাউন	৩ গুণ বেশি
ঘুমের সমস্যা	৩ গুণ বেশি
দুঃস্বপ্ন দেখা	৩ গুণ বেশি
ভয়ানক অপরাধে জড়ানো	৫ গুণ বেশি
ধর্ষণ	৫ গুণ বেশি
আয়-উপার্জন	৩০% কম

বিয়েটা আমাদের ফিতরাতের অংশ। এর সাথে বিদ্রোহ করে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব হবে না। গির্জার পাদরিরা বহুত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনতা ফুঁসলে উঠে ধর্মের ক্ষমতাকেই নিঃশেষ করে দিয়েছে। শেষমেশ ধর্মের ঠাঁই হয়েছে গির্জার চৌহদ্দির মধ্যে। ওদিকে আবার যাজকরা নিজ হাতে লঙ্ঘন করেছে বৈরাগ্যবাদের বিধান। টিকে থাকতে পারেনি বেশিদিন। শারীরিক কাছে হার মেনেছে তাদের সাধনা। যৌন হরমোনের উদ্দীপনার সামনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না আর। আসলে নারীজাতি আল্লাহর বিশেষ দান। তাদের সাথে হালালভাবে মেলামেশা করা ছাড়া চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ধরে রাখা অনেক কঠিন কাজ। বিশেষ করে এই ফিনতার জামানায় এটা তো পাহাড় টলানোর চেয়েও বড্ড কঠিন। কিন্তু তাদেরকে পরিচ্ছেদ হিসেবে গ্রহণ করলে অনেক গোনাহ থেকে এমনিতেই বিরত থাকা যায়।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

| "তারা তোমাদের জন্য লিবাস (পোশাক) এবং তোমরাও তাদের জন্য

[১] Dr. Gohar Mushtaq, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce*, p. 14.

লিবাস।"[১]

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা 'লিবাস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ পোশাক, আবরণ, পরিচ্ছদ। মানুষের দেহকে যা আবৃত করে রাখে, তাকেই লিবাস বলা হয়। এই পোশাকের কারণেই বাইরের ধুলাবালি ও রৌদ্রের উত্তাপ থেকে শরীর রক্ষা পায়। এইখান থেকে আমরা দাম্পত্য-জীবনের খুব সুন্দর একটা উপমা খুঁজে পাই। **স্বামী-স্ত্রী হলো একে অন্যের পোশাক। তারা একে-অপরকে অশ্লীলতার ধুলোবালি ও যৌবনের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। হালাল সম্পর্কের মাধ্যমে তারা যখন কাছে আসার সুযোগ পায়, তখন পঙ্কিলতা তাদের জীবন থেকে দূরে সরে যায়। তারা হয় পবিত্র জীবনের অধিকারী।**

আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে বলেছেন 'আয়াত' বা 'নিদর্শন'। তিনি এও বলেছেন, তারা হলো আমাদের প্রশান্তির মাধ্যম।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"[২]

নারী-পুরুষ একে অন্যের সহযোগী। কেননা, তাদের মাধ্যমেই টিকে আছে আদম-সন্তানের ধারা।[৩] কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও তাদের। আর বিয়ের মাধ্যমেই কেবল এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। এর বাইরে সমাধান খুঁজতে গেলে দেহ-মন কোনোটাই প্রশান্তি পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ

> "এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। যে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, সে নিজের ওপরেই জুলুম করে।"[৪]

শেষ করছি ড. গওহার মুশতাকের কথা দিয়ে। তিনি বলেন, "ইসলাম খুব

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৭।

[২] সূরা রূম, ৩০ : ২১।

[৩] "তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন।" সূরা শুরা, ৪২ : ১১।

[৪] সূরা তালাক, ৬৫ : ১।

ভালোভাবেই অবগত রয়েছে যে, তরুণ বয়সটি যুবক-যুবতী উভয়ের জন্যেই বেশ সমস্যাদায়ক। বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছালে তাদেব দেহে যৌন হরমোনের তীব্র স্রোত বয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরা দেরিতে বিয়ে করলে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাদের সমস্ত মনোযোগ চলে যায় যৌনবাসনার বিরুদ্ধে লড়াই করার পেছনে। এর উত্তম সমাধান হচ্ছে তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া। কেননা, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল ক্ষমতা সঠিক দিকে প্রবাহিত হবে।"[১]

[১] Dr. Gohar Mushtaq, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce*, p. 21.

আর্লি ম্যারিজ, আর্লি ইনকাম

কবি ইকবাল তখন ব্রিটেনে। তাঁর ছেলে জাভেদ ইকবালের খুব সাধ জেগেছিল একটা ঘড়ি কেনার। তখনকার দিনে হাতঘড়ি খুব ফ্যাশনেবল জিনিস ছিল। সমাজের নির্দিষ্ট কিছু লোকেরাই তা পড়তে পারত। সেই সুবাদে জাভেদের মনেও খায়েশ জেগেছিল হাতঘড়ির। তার পিতা বিশ্বের নামকরা দার্শনিক। পুরো দুনিয়ায় তাঁর আলোচনা তখন তুঙ্গে। অমন পিতার কাছে একটা ঘড়ি তো চাওয়াই যায়।

চিঠি লিখলেন জাভেদ। জানালেন ইচ্ছার কথা। ফিরতি চিঠি যেদিন এলো, সেদিনও জাভেদ আশাবাদী। হয়তো ইচ্ছেটা তার পূর্ণ হয়েই যাবে এই যাত্রায়। কিন্তু চিঠি খুলে দেখা গেল, দশ লাইন কবিতা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই কবিতার প্রথম ও শেষ দুটি লাইন এখানে উল্লেখ করছি :

دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر
نیا زمانہ نئے صبح وشام پیدا کر
مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے
خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

প্রেমময় দুনিয়ায় নিজের অবস্থান তৈরি করে নাও,
নতুন জামানা, নতুন দিবাকরের সূচনা করে দাও।
বড়োলোকির ইতিহাস আমার নেই, আমি তো গরিব,
আত্মসম্মান না বিকিয়ে, গরিবিতেই তোমার সুনাম ফলাও।

ইকবাল তখন বিলেতে ব্যারিস্টারি করছেন। টাকাপয়সা নিশ্চয় ছিল তাঁর হাতে। কিন্তু চাওয়ামাত্রই ছেলের আবদার মিটিয়ে দেননি তিনি। উলটো শিখিয়েছেন—কী করে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হয়। পরের ধনে পোদ্দারি করার অভ্যাস যেন ছেলের ঘাড়ে জেঁকে না বসে, সে জন্যেই এই পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে পিতা হিসেবে তিনি বেশ সচেতন। কষ্ট-মুজাহাদা করে ছেলে তার

নিজের অবস্থান উচ্চকিত করুক। পিতা হিসেবে এটাই তাঁর চাওয়া।

এই পৃথিবী পরনির্ভরশীলদের মনে রাখে না। আগাছা তো কতই জন্মে থাকে রাস্তা-ঘাটে। কে তার যত্ন নেয়। কে তার নাম জানতে চায়। কিন্তু যখন গোলাপ ফুটে থাকে কাননে, সবাই তার দিকে ফিরে তাকায়। তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়। তাকে পেতে চায়। তাই আগাছা না হয়ে গোলাপ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

ফরজ দায়িত্ব

আজকাল আর্লি ম্যারিজের কথা খুব শোনা যায়। এই ব্যাপারে লিখলে পোস্টে বেশি বেশি লাইক পড়ে। শেয়ার হয়। রিচ বাড়ে। বেশ ভালো কথা। যুবকরা দ্রুত বিয়ে করবে, সেটা তো খুশির সংবাদ। কিন্তু আর্লি ম্যারিজের ক্যাম্পেইন পর্যন্তই কি শেষ? এর সাথে আর্লি ইনকামের কথাটা আসবে না? অথচ বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণপোষণ করা স্বামীর জন্যে ফরজ দায়িত্ব। সাধ্যমতো খোরপোশ দেওয়ার শর্তেই তো বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু সেটার ব্যাপারে কোনো আলোচনা হবে না? ফ্যান্টাসির পাল্লায় পড়ে এই ফরজ দায়িত্বের কথা বেমালুম চেপে যাব?

আল্লাহ তাআলা পুরুষকে বানিয়েছেন কর্তা, অভিভাবক, জিম্মাদার। সে স্ত্রী-জাতির ওপব দায়িত্বশীল। অধীনস্থ নারীদের ভরণপোষণের জিম্মাদারি তারই ওপব। এজন্যেই সে পুরুষ। এ জন্যেই তার মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

> **পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল** এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। **আর সেটা এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে।**[১]

কুরআন এখানে 'কাওয়াম' (قَوَّام) শব্দটি পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। এমন এক ব্যক্তিকে 'কাওয়াম' বা 'কাইয়িম' বলা হয়, যে কোনো ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনা, তার হেফাজত ও তত্ত্বাবধান এবং তার প্রয়োজন সরবরাহ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়।[২] তার মানে পুরুষের কাছে থাকবে কর্তৃত্বের ভার। আর এই দায়িত্ব আদায় করতে হবে অধীনস্থদের খোরপোশ দেওয়ার মাধ্যমে।

ইমাম তাবারি ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "**পুরুষ নারীদেরকে বিয়ে**

---

[১] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

[২] তাফহীমুল কুরআন, ২/১২৯।

করে, মোহর প্রদান করে, তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে এবং তার ধন-সম্পদ বিশেষভাবে নারীদের জন্যে খরচ করে। এ কারণেই নারীদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। স্ত্রীর ওপর পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান। সে জন্যেই তারা নারীদের পরিচালক।"[১]

আল্লাহ তাআলা একজনকে অন্যজনের ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এটা ইসলামের বিধান। কিন্তু এর কারণটাও তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন: **"আর সেটা এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে।"** এই আয়াত প্রমাণ করে স্ত্রীর মোহরানা, খোবপোশ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী বহন করা স্বামীর ওপর ফরজ।[২]

পুরুষের এই দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি:

- ☑ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "যখন তুমি খাবে, তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি বস্ত্র পরিধান করলে, তাকেও একই মানের পোশাক পরিধান করাবে। কখনো তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না।"[৩]
- ☑ জাবির ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার আমানতে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো, আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছো। তাদের স্বাভাবিক খোরপোশ তোমাদের ওপর অপরিহার্য।"[৪]
- ☑ আমর ইবনুল আহওয়াস ﷺ বলেন, নবি ﷺ ইরশাদ করেছেন, "সাবধান, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে। আর তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের ওপর কিছু অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার এই যে, স্ত্রীরা কোনোভাবেই তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে পদার্পণের সুযোগ দেবে না, যাকে তোমরা পছন্দ করো না। এবং তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না, যাকে তোমাদের অপছন্দ। **সাবধান, তোমাদের ওপর তাদের অধিকার এই যে, খোরপোশের বিষয়ে তাদের প্রতি সদাচার**

---

[১] তাফসিরে তাবারি, ৭/২২৬।

[২] আবু বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ৩/১৪৯।

[৩] ইবনু মাজাহ, ১৮৫০; নাসাঈ, ৩৭৩; আবু দাউদ, ১৮৩০।

[৪] মুসলিম, ১৪৭; তিরমিযি, ১১৬৩।

করবে।"[১]

☑ বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন, "জেনে রাখো! তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদেরকে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।"[২]

আল্লাহ তাআলা যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন, সে অনুপাতে স্ত্রী-সন্তানের জন্যে খরচ করতে হবে। দ্বীনি হালতের কারণে বা ওজরের কারণে কখনো টানাপোড়েন হলে কিংবা ম্যানেজ করতে না পারলে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু অলসতার কারণে যদি পদক্ষেপই না নেওয়া হয়, তবে আর মাফ পাওয়া যাবে কী দিয়ে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "হে যুব সম্প্রদায়! **তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে।** কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এবং **যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা পালন করে।** কেননা, রোজা তার যৌনতাকে দমন করবে।"[৩]

বিবাহ করার সামর্থ্য বলতে দুইটি বিষয় বোঝানো হয়: ১. বিবাহ করার আর্থিক সামর্থ্য এবং স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতা। ২. যৌন ক্ষমতা। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং যৌনতা মেটানোর ক্ষমতা রাখে, সে-ই বিবাহ করবে।[৪] উলামায়ে কেরাম বলেন, "এখানে সাধারণভাবে সকল যুবক ও বিয়েতে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, **বিয়ের জন্য খরচের সামর্থ্য থাকা ও যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে করে স্বামী** তার **স্ত্রীর ভরণপোষণ ও বাসস্থানের ফরজ দায়িত্ব পালন করতে পারে।... বিয়েটা শুধু নিছক একটি আকদ (চুক্তি) ও বৈধভাবে যৌন চাহিদা পূরণ নয়। বরং বিয়ে একটি দায়িত্ব-কর্তব্য ও নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব।** হাদিসটি এও প্রমাণ বহন করে যে, **যে ব্যক্তি বিয়ে করতে অপারগ, তার জন্য রোজায় মশগুল থাকার বিধান রয়েছে।** কেননা রোজা **যৌন** উত্তেজনাকে দুর্বল করে এবং শয়তানের চলাচলকে সংকুচিত করে। তাই রোজা হচ্ছে চরিত্র ঠিক রাখা ও দৃষ্টিকে অবনত রাখার মাধ্যম।[৫] তবে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে ও বিয়ের খরচাদি বহন করার ক্ষমতা আছে, তার জন্যে অবিলম্বে বিয়ে করাটাই শরীয়তের বিধান। স্থায়ী

---

[১] তিরমিযি, ১১৬৩; ইবনু মাজাহ, ১৮৫১।

[২] তিরমিযি, ১১৬৩; ইবনু মাজাহ, ১৮৫১; হাসান।

[৩] বুখারি, ৫০৬৬; মুসলিম, ১৪০০।

[৪] বুখারির ৫০৬৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যা (তাওহিদ পাবলিকেশন)।

[৫] মাজমু ফাতাওয়া বিন বায, ৩/৩২৯।

ফতোয়া কমিটির আলিমগণ বলেন : বিয়ের খরচাদি বহন ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সক্ষম যুবকের অবিলম্বে বিয়ে করাই রাসূলের সুন্নাহ।"[১]

আমরা যদি অন্যের ঘাড়ে পা দিয়ে বিয়ের কাজটা শেষ করতে চাই, তবে সেটা বাস্তবসম্মত কাজ হবে না। আমি কিছুই করছি না, সামনের কয়েক বছর কিছু করার ইচ্ছেও নেই—এমতাবস্থায় কী করে আরেকজনের জিম্মাদারি নেবো? বালেগ হওয়ার পর থেকে আমার ওপর পিতার কোনো জিম্মাদারি নেই। তবুও তিনি দয়া করে যাচ্ছেন। মাসিক খরচ দিয়ে যাচ্ছেন। এটা তো তার ইহসান। এই ইহসান করতে তিনি বাধ্য নন।[২] তবুও মমতাবোধের কারণে পিতা সেটা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন এই সুযোগে যদি পিতার কাঁধে আমার স্ত্রীর দায়িত্বও চাপিয়ে দিই, সেটা কোনোক্রমেই মানানসই হবে না। **তিনি যেখানে বালেগ পুত্রের দায়িত্ব নিতে বাধ্য নন, সেখানে পুত্রবধুর ভরণপোষণ তো প্রশ্নই আসে না। আর যদি পিতা নিজে রাজিও হন, তবুও তো একটা আত্মসম্মানের ব্যাপার আছে। স্ত্রীর সব চাহিদা যদি পিতার কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে পূরণ করতে হয়, তবে আর গাইরাত থাকল কোথায়? পিতা যদি তার মহানুভবতার কারণে পুত্রবধুকে দিয়েও যান, তবুও আমি বসে বসে নেবো কেন? আমার স্ত্রীর দায়িত্ব আমি কি কাঁধে নিতে পারি না? এতটুকু আত্মসম্মান তো আমার থাকা উচিত।**

হিজরতের পর সাহাবিরা চলে যান মদিনায়। তাঁদের অনেকেই এসেছিলেন একেবারে খালি হাতে। মক্কার মুশরিকরা কিছু আনতে দেয়নি সাথে। তাই মুহাজির সাহাবিদের সাথে আনসারিদের বন্ধুত্ব পাতিয়ে দেওয়া হয়। আপন ভাইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। মুহাজির সাহাবি আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﵁ ছিলেন সাদ ইবনু রবী আনসারি ﵁-এর জিম্মাদারিতে। তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর নবি ﷺ। সাদ ﵁ তাঁর মুহাজির ভাইকে বলেন, 'প্রিয় ভাই! আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী। আপনি আমার অর্ধেক সম্পদ গ্রহণ করুন। আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। দুজনের মধ্যে আপনার যাকে পছন্দ হয়, আমাকে বলুন। আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো। ইদ্দত পালন শেষ হলে আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন।'

আমরা হলে কী করতাম? সামান্য ডিসকাউন্ট পেলেই তো সুপার শপে লাইন ধরি সক্কাল সক্কাল গিয়ে! রাতের ধামাকা ইন্টারনেট অফার পাওয়ার জন্যে মোবাইল নিয়ে একপলকে তাকিয়ে থাকি। সেখানে যদি এত বড় সম্পত্তি নেওয়ার প্রস্তাব আসে, তাও আবার না-চাইতেই—তাহলে তো মাথাই নষ্ট!

---

[১] ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দায়িমা, ৬/১৮; উদ্ধৃত : islamqa.info/bn/answers/181556/

[২] সুস্থ পুত্র-সন্তানের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব বালেগ হওয়া পর্যন্ত, আর কন্যার ক্ষেত্রে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত। এই ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। [রদ্দুল মুহতার, ৩/৬১২; ফাতহুল কাদীর, ৪/২১৭]

বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে, কিন্তু এই অফার হাতছাড়া হবে না! একদিকে মদিনার সবচেয়ে ধনী লোকের অর্ধেক সম্পদ, অপরদিকে আবার তাঁর বিবিকেও হালালভাবে পাওয়ার সুযোগ! এ তো সোনায় সোহাগা! কিন্তু নববি ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট আবদুর রহমান ﷺ তা করলেন না। তাঁর মুসলিম ভাই কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক, এটা তিনি চাননি। যদিও সাদ ইবনু রবী ﷺ স্বেচ্ছায় দিতে রাজি হচ্ছেন, কিন্তু নিজের কর্মক্ষমতা থাকতে এসব তিনি নেবেন কেন! তিনি তো মাজুর নন। কর্মক্ষমতা তাঁর আছে। আগে সেটা কাজে লাগাবেন। এরপর যদি একান্তই অপারগ হন, তখন দেখা যাবে। তাই আবদুর রহমান ﷺ বললেন, 'প্রিয় ভাই! আল্লাহ আপনার ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আপনাদের হাট-বাজার কোথায়? আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন?'

ইবনু আউফ ﷺ ছিলেন মক্কার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কিন্তু হিজরতের কারণে কিছুই আনতে পারেননি সাথে। মক্কার লুটেরা বাহিনী সব কবজা করে নিয়েছিল। তাই বাজার-ঘাটের খোঁজ করছিলেন তিনি। তখন তাঁকে বনু কাইনুকার বাজার দেখিয়ে দেওয়া হয়। তিনি সেখানে ব্যবসা শুরু করেন। আল্লাহর দয়ায় তাঁর ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয়। একসময় তিনি মদিনার মধ্যেও সেরা ধনীদের তালিকায় চলে আসেন।[১]

মুহাজির সাহাবিরা প্রয়োজনের বাইরে কিছুই নিতে রাজি হননি। তখন আনসারগণ তাঁদের খেজুর বাগানগুলো বণ্টন করে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। মুহাজির সাহাবিরা এই প্রস্তাবও মেনে নিতে চাননি। শেষমেশ কাজের বিনিময়ে ফসল ভাগাভাগির শর্তে তাঁরা রাজি হন।[২] এটার নামই গাইরাত। আত্মমর্যাদা এটাকেই বলে। কবি ইকবাল বলেছেন,

گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے
کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا

অভাবের মাঝেও আল্লাহ-ওয়ালারা
ছিলেন মর্যাদাবান
তাদের গরিবির ভয়ে ধনী লোকেরা—
দিত-না অনুদান।

শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের ওপর বোঝা হয়ে থাকার নাম ইসলাম না। এটা অলসতা, কাপুরুষতা, উদাসিনতা। আনসারগণ তাঁদের মুহাজির

---

[১] বুখারি, ৫১৬৭; মুসনাদে আহমাদ, ১৩৮৬৩।

[২] বুখারি, ২৩২৫, ২৭১৯।

ভাইদের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। আর মুহাজিরগণও আত্মসচেতন ছিলেন তাঁদের আনসার ভাইদের প্রতি। আনসারগণের মহানুভবতার অপব্যবহার তাঁরা করেননি। ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনকে সচল করে তোলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করেছিলেন। বিয়ের পূর্বে এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

এখন বলতে পারেন, ভাই কি তবে আর্লি ম্যারিজের বিপক্ষে কথা বলছেন? আমরা কি চরিত্র হেফাজতের জন্যে বিয়ে করব না?

প্রিয় ভাই! ভুল বুঝবেন না। আমি আর্লি ম্যারিজের পক্ষে। তবে আর্লি ইনকামেরও পক্ষে।

তবে কি আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে যাব?

এইখানেই আপনার সাথে আমার বিরোধ। কারণ, ইনকাম বলতে আপনি শুধু চাকরিকেই বোঝেন। সে জন্যেই আপনি বোধ হয় পড়াশোনা ছাড়ার কথা বলছেন। আমি কিন্তু ইনকাম বলতে চাকরি বুঝি না। ইনকাম মানে যে-কোনো হালাল উপার্জন। যে-কোনো হালাল পেশা। আর সেটার জন্যে পড়াশোনা ছাড়ার দরকার নেই। পার্ট টাইম জব, পার্ট টাইম বিজনেস, ফ্রিল্যান্সিং... কত আইডিয়া পড়ে আছে! পড়াশোনার ক্ষতি না করেই এসব করা যায়।

আমার এক বাল্যকালের দোস্ত আছে। স্কুল-জীবন থেকেই ছেলেটা নিজের খরচ নিজে বহন করত। ভার্সিটি লাইফে এসে বাবা-মাকেও খরচ পাঠাত। বোনের পড়াশোনার খরচও সে ছাত্রাবস্থাতেই বহন করেছে। এ-রকম শত শত উদাহরণ আপনি নিজে খুঁজলেও পাবেন। বেশি দূরে যেতে হবে না। আপনার সহপাঠীদের মধ্যে একটা জরিপ চালান। সেখানেই খুঁজে পাবেন অনেককে। আমাদের বাসার পাশেই একটা ছাত্র ফুডকার্ট চালায়। বার্গার, পিৎজা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এইসব বিক্রি করে। ইনকাম বেশ ভালোই। আসর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সময় দেয়। দৈনিক প্রায় ৫০০-৮০০ টাকা প্রফিট হয়। আমরা যে পরিমাণ সময় অনলাইনের পেছনে ব্যয় করি, তা দিয়ে অনায়াসে পার্ট টাইম রোজগার করা যায়। অনেক ছেলেই টিউশনির টাকায় নিজের পড়ালেখার খরচ চালায়। আমার এক বন্ধু টিউশনির টাকায় দোতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে ঘর উঠিয়েছে। এখন সে একটা কোচিং-এর মালিক। প্রযুক্তির কল্যাণে পার্ট টাইম অনেক কিছুই করা যায়। ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, কন্ট্যান্ট রাইটিং... আরও কত সুযোগ আছে। এগুলো তো ঘরে বসেই করা যায়। সময়ও লাগে কম। স্রেফ একটা স্কিল ডেভেলপ করা চাই। এখন অনলাইনে বসেই কোর্স করে নানান বিষয় শেখা যায়। সদিচ্ছা আর কষ্ট করার মানসিকতা থাকলে, এগুলো কোনো ব্যাপার না। বাংলাদেশের যে শিক্ষাব্যবস্থা, সে হিসেবে কোনো সাবজেক্টের জন্যেই সারাদিন

পড়া লাগে না। হয়তো মেডিক্যালের শিক্ষার্থীদের একটু প্যারা বেশি যায়। বাদবাকি বিশ্ববিদ্যালয় তো রিলাক্স মুডে চলে। জাতীয় ভার্সিটিতে ক্লাসই হয় না। ডিগ্রির ছাত্ররা তো ক্লাসের খবরও নেয় না! তাহলে আর অজুহাত কিসের?

আমি ক্লাস এইট-পড়ুয়া এক ছেলের কথা জানি। ডেইলি সে একটা কোম্পানির ফেইসবুক ব্যানার বানিয়ে দেয়। এর বিনিময়ে মাসে প্রায় ৮-১০ হাজার টাকা রোজগার করে। আমাদের অনেকের কাছেই পিসি বা ল্যাপটপ রয়েছে। স্মার্ট ফোন তো এখন হাতে হাতে। কিন্তু সেগুলোকে আয়-রোজগারের মাধ্যম না-বানিয়ে, বিনোদনের উপকরণ বানিয়েছি। আমার কপাল আমিই পুড়ছি। এর দায় কার! অলসতার কারণে টিউশনি করি না, পার্ট টাইম বিজনেস করি না, চাকরি করি না... এটা কি ভালো লক্ষণ?

আমার এক পরিচিত ছোটভাই আছে ডিগ্রি-পড়ুয়া। ছেলেটা সেকেন্ড ইয়ারে উঠে বিয়ে করেছে। সে পড়াশোনার পাশাপাশি জবও করছে। বেতন একটু কম, কিন্তু দিন চলে যায়। দুই রুমের বাসায় স্ত্রী আর মাকে নিয়ে থাকে। বাবাকেও খরচ পাঠায়।

আমরা শুধু মুখে মুখে বলি বড় হওয়ার কথা! কিন্তু নিজেরা বড় হই না। আজকালকার যুবকরা কত বয়সে ম্যাচিউর হয়? পঁচিশ বা তিরিশ ক্রস করলে। অথচ সম্রাট বাবর ফরগানার সিংহাসনে বসেছেন মাত্র ১২ বছর বয়সে। ১৭ বছর বয়সে মুহাম্মাদ বিন কাসিম অভিযান চালিয়েছেন ভারতবর্ষে। সাহাবি আত্তাবের বয়স যখন বিশের কোঠায়, তখন তাঁকে বানানো হয়েছিল মক্কার গভর্নর।[১] স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[২]

আজকে স্বাবলম্বী হওয়ার চিন্তা আমরা করি না। আর করলেও চাকরির বিকল্প কিছু ভাবতে পারি না। ভাই আর বিয়েও করা হয় না। অথচ বিয়ের জন্যে আহামরি ইনকামের দরকার নেই। দুজন চলার মতো মোটামুটি রোজগার হলেই হলো। এর ওপর যদি ফ্যামিলির সাপোর্ট পাওয়া যায়, তবে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এখনো পর্যন্ত হালাল পেশাকে আমরা সম্মানের চোখে দেখতে পারিনি। ইংরেজদের শেখানো চাকরিই আমাদের জাতে উঠার মাধ্যম। অফিসের বস হতে না পারলে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচার সংসারে সহযোগিতার লক্ষ্যে ছাগল চরাতেন।

শুধু তিনিই নন, প্রত্যেক নবিই ছাগল চরিয়েছেন।[৩] মেহনত করে নিজ হাতে

---

[১] ইবনু কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা, ৪/৫৬০।

[২] বালাযুরি, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৩৭; ইদরীস কান্ধলভি, সীরাতুল মুস্তফা, ৩/৪০।

[৩] নবি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবি প্রেরণ করেননি, যিনি বকরি না-চরিয়েছেন।' তখন তাঁর সাহাবিগণ বললেন, 'আপনিও?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ আমিও। কয়েক কীরাত (মুদ্রার) বিনিময়ে আমি

উপার্জন করেছেন। মানবজাতির পিতা আদম ﷺ ছিলেন একজন কৃষক। তিনি জমিতে ফসল ফলাতেন এবং কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন নিজ হাতে। রাজমিস্ত্রী হিসেবেও তাঁর দক্ষতা ছিল।[১] দাউদ ﷺ নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।[২] ইদরীস ﷺ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি সেলাইযুক্ত পোশাক তৈরি করেন। নূহ ﷺ নিজ কওমের ছাগল চরাতেন। তিনি কাঠমিস্ত্রীও ছিলেন। মহা প্লাবনের আগে তিনি কাঠের নৌকা তৈরি করেন।[৩] মূসা ﷺ প্রায় দশ বছর মজদুরি করেন শুআইব ﷺ-এর ঘরে। এরপর তাঁর কন্যাকে ছাগল চরানোর বিনিময়ে বিয়ে করেন।[৪]

আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষরা নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। কৃষি, সেলাই, পশুপালন থেকে নিয়ে মজদুরি পর্যন্ত তাঁরা করেছেন। এতে কোনোরূপ অসম্মান বোধ করেননি। অথচ আমাদের যুবকরা চাকরি না পেলে হতাশ হয়ে যায়। বসের গোলামি করতে না পারলে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করে। চুলে পাক ধরে যায়, জুতার তলা ক্ষয় হয়ে যায়, যৌবন পেরিয়ে যায়, তবুও তারা চাকরি ছাড়া ভিন্ন কিছু চোখে দেখে না। চাকরিতে কি খুব সুখ? মাসশেষে টাকা গুনে স্যালারি পাওয়া যায়, এটা ঠিক। কিন্তু এর পেছনে কী পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা সইতে হয়, তার হিসাব কে রাখে!

ফ্যামিলির দায়িত্ব পালন করার ফুরসত মেলে না বসের অর্ডার ছাড়া। সন্তান প্রসবের সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে পারি না ছুটির অভাবে। অনেকেই তো মায়ের শেষ মুখটা দেখারও সৌভাগ্য হয় না। এমন প্রফেশনের জন্যেই আমাদের এত তোরজোর? এটা কি স্লেভারির একটা মডার্ন ভার্সন নয়? স্বাধীন প্রফেশন বেছে নিতে কেন আমাদের এত অনীহা? বালেগ হয়েছি সেই কবে, কিন্তু পিতার ওপর থেকে এখনো নির্ভরশীলতা কমাতে পারিনি। ট্যুরে যাব, তো পিতার কাছে টাকা চাইতে হয়। পরীক্ষার ফি দেবো, আব্বার কাছে ফোন করতে হয়। রুম ভাড়া দেবো, বাবা টাকা না পাঠালে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। এর নাম পুরুষ? এই পুরুষ আবার আরেকজন নারীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে? যে এখনো নিজের দায়িত্ব নেওয়া শেখেনি, সে কী করে আরেক মহিলার জিম্মাদারি কাঁধে নেবে?

মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।' [বুখারি, ২২৬২]

[১] ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ-শুবহাত ফি তালবির রিযক, পৃ. ৬৪।

[২] বুখারি, ২০৭২।

[৩] সূরা হূদ, ১১ : ৩৮।

[৪] সূরা কাসাস, ২৮ : ২৬; ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ-শুবহাত ফি তালবির রিযক, পৃ. ৬৪। নবিদের পেশার বিবরণ নেওয়া হয়েছে : মাসিক আত-তাহরীক, হালাল জীবিকা, https://at-tahreek.com/article_details/1125

সোনার হরিণ

২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা ২৫ লাখ ৯০ হাজার।[১] তবে বাস্তবে এর সংখ্যা আরও বেশি।[২] পরিসংখ্যান বলছে, শিক্ষিত বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। বেকারদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ হলো শিক্ষিত জনগোষ্ঠী।[৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটধারী বেকারের সংখ্যা ৮ লাখ।[৪] এত বেকার কেন? পড়াশোনা শেষ করেও লাখ লাখ মানুষ কেন হাত গুটিয়ে বসে আছে? চাকরির সোনার হরিণ পাওয়ার জন্যে।

৪৫তম বিসিএস-এ শূন্য পদ ছিল ২৩০৯টি। তখন আবেদন জমা দিয়েছিল প্রায় ৩ লাখ ৪৬ হাজার শিক্ষার্থী।[৫] তার মানে প্রতিটা সিটের বিপরীতে ১৫০ জন প্রার্থী ছিল। ৪০তম বিসিএস-এ প্রতিটা সিটের বিপরীতে লড়াই করেছিল ২১০ জন।[৬] ৪১তম বিসিএস-এ এই সংখ্যাটা ছিল ২২০।[৭]

তো, সবাই যদি খালি চাকরির জন্যেই গোঁ ধরে বসে থাকে, তবে এই হার কমবে কী করে?

(ছবি : প্রথম আলো)

---

[১] দেশে বেকারের সংখ্যা কত, জানাল পরিসংখ্যান ব্যুরো, *ইত্তেফাক*, ০২ মে ২০২৩

[২] বিশ্ববিদ্যালয় পাস বেকার ৮ লাখ: জরিপ, *প্রথম আলো*, ২৬ অক্টোবর ২০২৩,

[৩] ৬৬ শতাংশ শিক্ষিত বেকার, *প্রথম আলো*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৪] বিশ্ববিদ্যালয় পাস বেকার ৮ লাখ: জরিপ, *প্রথম আলো*, ২৬ অক্টোবর ২০২৩,

[৫] ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারিতে অংশ নিলেন ২ লাখ ৬৮ হাজার পরীক্ষার্থী, *প্রথম আলো*, ১৯ মে ২০২৩

[৬] ৪০ তম বিসিএস প্রিলি পরীক্ষা, *শিক্ষক বাতায়ন*, ০৯ ফেব্রুয়ারি , ২০১৯

[৭] বিসিএস : একটি আসনের বিপরীতে ২২০ পরীক্ষার্থী, ঝরে পড়াদের কী হবে, *বিবিসি বাংলা*, ১৯ মার্চ ২০২১

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, উচ্চশিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কারণ, তারা ছোটবেলা থেকেই চাকরির স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছে। এখন ভিন্ন পেশায় গেলে নাকি প্রেস্টিজ কমে যাবে! হায়-রে বোকার দল! পরজীবীর মতো বাপের ঘাড়ে জেঁকে থাকার সময় তোমাদের প্রেস্টিজ কোথায় যায়? যে পরিমাণ গ্র্যাজুয়েট প্রোডাকশন হচ্ছে, সে পরিমাণ চাকরি নেই দেশে। তাহলে এত গোয়ার্তুমি কিসের? যারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেও ইনকামের রাস্তা খুলতে পারেনি, তারা কী করে বাবা-মায়ের জিম্মাদারি নেবে? কী করে আপন স্ত্রীর ভরণপোষণ দেবে? কী করে আর্লি ম্যারিজের যুদ্ধে শামিল হবে?

কোনো পেশাই ছোট নয়। হালাল সব পেশাই সম্মানের। আগেই তো বললাম নবিদের কথা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়েও তাঁরা নিজ হাতে খেটে খেয়েছেন। এতে কি তাঁদের সম্মান কমে গেছে? আসলে ব্রিটিশদের শেখানো চিন্তার বাইরে পা ফেলতে আমাদের ভয় লাগে। এর বাইরে আমরা সম্মান খুঁজে পাই না। অথচ ছোটখাটো ব্যবসায়ীও উচ্চশিক্ষিত চাকরিজীবীর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হতে পারবে। সৎপথে ব্যবসা করলে কিয়ামতের দিন সে থাকবে সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে। নবি ﷺ বলেন,

> "সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবি, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।"[১]

ভাবা যায়! **একজন ঝালমুড়ির ব্যবসায়ীও এই ফজিলত অর্জন করতে পারবে, যদি সে সৎভাবে তার ব্যবসা পরিচালনা করে। একজন সবজি বিক্রেতাও থাকতে পারবে নবিদের সাথে, যদি যে আমানতদার হয়। একজন জুতার দোকানদারও আবু বকর সিদ্দিকের সাথে দাঁড়িয়ে যাবে, যদি সে লোক না ঠকায়। আর আমরা এইসব পেশাকে ছোট চোখে দেখছি?** কোথা থেকে এলো এই বদচিন্তা?

আসলে পশ্চিমের শেখানো ছকের বাইরে আমরা চিন্তা করতে পারি না। আমি হতে চাই অফিসার। বসের একান্ত বাধ্যগত কর্মচারী। একজন খুব সুন্দর করে বলেছেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যে হলো উন্নত প্রজাতির খাদেম তৈরি করা। এই ট্রেন্ড থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উঁচু পদ-পদবির মধ্যে কোনো কামিয়াবি নেই। সফলতা হলো তাকওয়ার মধ্যে। যার তাকওয়া সবচেয়ে বেশি, সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

> "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক

[১] তিরমিযি, ১২০৯; সিলসিলা সহিহাহ, ৩৪৫৩।

তাকওয়াবান।"[১]

যে ব্যক্তি উঁচু পদে চাকরি করে, তার চেয়ে একজন রিকশাওয়ালাও আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় হতে পারে, যদি তার তাকওয়া বেশি হয়। এটাই দ্বীন ইসলামের মাপকাঠি। এই দ্বীন এমন ব্যবস্থা করে দেয় যে, বিলালের মতো হাবশি গোলামও কাবার ছাদে উঠে যায়, আর আবু সুফিয়ানের মতো দাপটশালী নেতা সেটা চেয়ে চেয়ে দেখে। আর এই সাবেক গোলামকে দেখে উমর ﷺ ঘোষণা করতে থাকেন : 'আবু বকর আমাদের সাইয়্যিদ (নেতা), আর তিনি মুক্ত করেছেন আমাদের আরেক সাইয়্যিদ বিলালকে।'[২]

আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অনেক রাস্তা খোলা আছে। চাকরির বাইরে রয়েছে হাজারও বিকল্প পথ। অল্প পুঁজি যা আছে, তা-ই দিয়ে ছোটখাটো দোকান শুরু করুন। আসর থেকে ইশা পর্যন্ত ফুডকার্ট চালান। কারিগরি কাজ শিখে ইলেকট্রিক পণ্য ঠিক করার দোকান দিন। গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডেটা রিকভারি, পিসি মেরামত, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারের কাজ শিখুন। এগুলোর জন্যে সাইন্সের ছাত্র হওয়া লাগে না। মাল্টিপ্ল্যান কিংবা বসুন্ধরায় অসংখ্য মেকানিক রয়েছে, যারা সাইন্সে না-পড়েই আইফোন ঠিক করে ফেলছে। এদের বেশিরভাগই মাধ্যমিকের গণ্ডিটাও ঠিকমতো পার করেনি। আমাদের এলাকাতেই এক পরিচিত দ্বীনি ভাই আছেন। উনি কমার্সের ছাত্র ছিলেন। এখন কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের যাবতীয় কাজ পারেন। মাল্টিপ্ল্যানে এক ভাই আছেন আমার পরিচিত। উনি আর্টসের ছাত্র। উনারা দুই সহোদর ভাই মিলে কম্পিউটার সার্ভিসিং এর দোকান চালান। একদিন তিনি জানালেন, বুয়েট-পড়ুয়া এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল তাদের দোকানে। তার কোটি টাকা সমমানের ডেটা ফরম্যাট হয়ে গিয়েছিল। ওই আর্টস-পড়ুয়া ভাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ডেটা উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। কমার্সের আরেক ভাইকে আমি চিনি, যিনি বেশ সুনামের সাথে এখন গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করে যাচ্ছেন। মাসে তার ইনকাম পঞ্চাশ হাজারের বেশি। অথচ তিনি এখনো অনার্স শেষ করেননি।

আসলে চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলা উপায় খুলে দেন। আমরা তো ওই একটা জিনিসই শিখেছি—চাকরি। বহুতল একটা অফিস, বড় একটা চেয়ার, আর মোটা অঙ্কের স্যালারি... এটা ছাড়া জীবন ব্যর্থ। নিজেকে মনে হয় লুযার! আমরা মনে করি, সরকারি চাকরিতে আছে ফিউচার সেইফটি। এই ধোঁকায় পড়ে স্বাবলম্বী হওয়ার রাস্তা তালাশ করি না। চুলে পাক ধরলেও প্রিলি আর সার্কুলারের ভূত মাথা থেকে নামে না।

[১] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।

[২] বুখারি, ৩৭৫৪।

ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা শয়তানের প্রথম সবক। সে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত এর ভয় দেখায়। এই ভয়েই আমাদের বিয়ের শখ মিটে যায়। আর তলে তলে চলতে থাকে ভয়ানক পাপাচার। আল্লাহ তাআলা খুব সুন্দর করে বলেছেন,

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> "শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ প্রদান করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১]

রিযিক তো আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর খাজানা অসীম। তিনি প্রাচুর্যময়, সর্বশক্তিমান। সেই মহান রব আমাদেরকে অনুগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যাকে ইচ্ছা, বেহিসাব রিযিক প্রদান কবার ঘোষণা দিয়েছেন।[২] কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সেটা নেওয়ার জন্যে আমরা কোনো মাধ্যম তালাশ করছি না। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছিল :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> "নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাকো; যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৩]

আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? মুফাসসিরগণ বলেন, "কুরআন মাজীদের পরিভাষায় **আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান দ্বারা ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা উপার্জনকে** বোঝানো হয়।"[৪] একদিকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনুগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, অপরদিকে সেই অনুগ্রহ দুনিয়া থেকে তালাশ করতে বলছেন। সফলতার রাস্তা এটাই—**"যাতে তোমরা সফলকাম হও।"** কাজেই, বান্দা হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো পরিশ্রম করে যাওয়া। হালাল পথে চেষ্টা-ফিকির করা। আল্লাহর নির্ধারিত অনুগ্রহ (রিযিক) ঠিকই এসে যাবে আমার কাছে। কিন্তু যদি চাকরির দিওয়ানা হয়ে রুটি-রুজির বাকি সব রাস্তা বন্ধ করে রাখি, তবে সেই দায়ভার কার!

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২৬৮।

[২] "আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন অপরিমিত রিযিক দান করেন।" (সূরা নূর, ২৪ : ৩৮)

[৩] সূরা জুমুআ, ৬২ : ১০।

[৪] তাকী উসমানী, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/৫৪৫।

হে বিয়েপ্রত্যাশী যুবক! এই জাহিলি সমাজে আর্লি ম্যারিজ একটা যুদ্ধের মতো। আর যুদ্ধের জন্যে চাই সাধ্যমতো প্রস্তুতি। আপনি কি সেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন? নাকি ব্যাচেলর জীবনের বিরহগাথা লিখে টাইমলাইন ভরিয়ে ফেলছেন? দেখুন, আপনার রব কী বলছেন :

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

> “(যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার ইচ্ছেই যদি তাদের থাকত, তবে তারা সেজন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিত।”[১]

আয়াতটা মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। ওরা শুধু মুখে মুখেই যুদ্ধে যাওয়ার হাইপ তুলত। কিন্তু প্রস্তুতি নিত না। যখন সত্যি সত্যিই যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিত, তখন এরা অজুহাত দেখিয়ে ছিটকে পড়ত। কাজেই, নিজের দাবির ব্যাপারে মুনাফিকি করবেন না। বিয়ের জন্যে প্রস্তুতি না নিয়ে, শীতের রাতে কান্নাকাটি করার কোনো মানে হয় না। বিশ্বাস করুন, আপনি যদি নিষ্ঠার সাথে প্রস্তুতি শুরু করেন, তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করবেন। তিনি একটা-না-একটা উপায় বের করে দেবেন। এটা তাঁর ওয়াদা। আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর জন্যে আবশ্যক হয়ে যায় : ১. যে ক্রীতদাস তার মুক্তিপণ পরিশোধ করে স্বাধীন হতে চায়, ২. **যে ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশে বিয়ের দিকে অগ্রণী হয়**, ৩. আল্লাহর পথে জিহাদরত মুজাহিদ।”[২]

আর্লি ম্যারিজের এই যুদ্ধে যদি শরিক হতে চান, তবে অবশ্যই প্রস্তুতি থাকতে হবে। বালেগ হওয়ার পর থেকেই শুরু করতে হবে ইনকামের ট্রেনিং। সময়ে সময়ে দিতে হবে ফ্যামিলি ম্যানেজম্যান্টের মহড়া। নিতে হবে সংসার নামক ইউনিট পরিচালনার ভার। শয়তানি সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করার পূর্বে সরঞ্জাম অবশ্যই প্রস্তুত রাখতে হবে। তা না করে, ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার সেজে লাভ নেই! ডেইলি দুইবেলা বিয়ের পোস্ট, আর সব দায় গার্ডিয়ানের ওপর চাপিয়ে বসে থাকাটা বিবাহ-যোদ্ধার কাজ না। আর্মিরা প্রায়ই বলে থাকে: “কঠিন প্রশিক্ষণ, সহজ যুদ্ধ।” প্রশিক্ষণ যত ভালো হবে, আল্লাহর ইচ্ছায় যুদ্ধটাও সহজ হয়ে যাবে। বিজয় আসবে দ্রুত। তাই আর্লি ম্যারিজের এই যুদ্ধেও থাকা চাই কঠিন প্রশিক্ষণ। তা না-করে, শুধুশুধু বিয়ে-পাগলা সাজার কোনো মানে হয় না। মানুষ হাসবে।

---

[১] সূরা তাওবা, ৯ : ৪৬।

[২] তিরমিযি, ১৬৫৫; ইবনু মাজাহ, ২৫১৮; নাসাঈ, ৩২১৮।

এতদিন কি ভুল শুনলাম!

আপনারাই না বলেন, নবিজি খুব গরিব সাহাবিকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন; যখন তার কাছে লোহার আংটি দেওয়ারও ক্ষমতা ছিল না! তাহলে আমাদের বাধা দিচ্ছেন কেন!

সবুর ভাইয়া, সবুর! ওই সাহাবি কি তোমার মতন হাত গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র ছিলেন নাকি? **তুমি বালেগ হওয়ার পর থেকে একটা দিনের জন্যেও স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করোনি। বরং তোমার মন-মগজ জুড়ে আছে ক্যারিয়ারের চিন্তা। পড়াশোনা শেষ করার আগে কোনোকিছু করবে বলেও মনে হচ্ছে না। ওদিকে তোমার পিতাও পুত্রবধুর খরচ বহন করতে রাজি না। তাহলে কিভাবে ওই সাহাবির সাথে নিজের অবস্থানকে মেলাচ্ছ? ওই সাহাবিকে কি তাঁর অভিভাবক টাকা-পয়সা জোগাতেন? তিনি কি বাবার হোটেলে সারা বছর মিল চালু রেখে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতেন?**

ওই সাহাবির আজ টাকা নেই, কিন্তু কাল হবে! দরকার হয় তিনি কুলির কাজ করে টাকা জোগাবেন। আর যদি যুদ্ধ বেঁধে যায়, তবে তো গনিমতের মাল নিয়ে ফেরত আসবেন বাড়িতে। তাঁর সাথে তোমার তুলনা? তুমি তো হালাল পেশাকে সম্মান করতেই শেখোনি। ফিরিঙ্গিপনার ভূত এখনো নামেনি মাথা থেকে। চাকরির বাইরে যে হাজারও রাস্তা আছে, তা তো চিন্তাই করতে পারো না। এমনকি তুমি যে বালেগ হয়েছো, এই কথার মর্মও এখনো বুঝতে চেষ্টা করো না। তাহলে কিভাবে নিজেকে সাহাবির অবস্থানে কল্পনা করছো?

সাহাবিরা দায়িত্ববান পুরুষ ছিলেন। নারীদের রক্ষার জন্যে তাঁরা জীবন পর্যন্ত বাজি রাখতেন। এটা ছিল তাঁদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। জাহিলিয়াতের যুগেও এটা তাঁরা বজায় রেখেছেন। আর তখনকার দিনে ম্যাচিউর হওয়ার জন্যে পঁচিশ-তিরিশ বছর অপেক্ষা করা লাগত না। বালেগ হওয়ার পর থেকেই তাঁরা লেগে যেতেন বিভিন্ন কাজে। আল্লাহর নবির জীবনটা একটু খেয়াল করো। নবি ﷺ ছাগল চরিয়ে চাচার অভাবের সংসারে সাহায্য করেছেন সেই বাল্যকাল থেকেই। ছোটবেলায় চাচার সাথে ব্যবসা করতে গিয়েছেন সিরিয়াতে। সাহাবিরাও বালেগ হওয়ার পর থেকেই সন্তানদের দায়িত্ববান হতে উৎসাহ জোগাতেন। যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। বদরের যুদ্ধে আবু জাহলকে ধরাশায়ী করেছিল দুই কিশোর যোদ্ধা।[১] তাঁরা পনেরো-ষোলো বছরেই শত্রুর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শিখে গিয়েছিলেন, তাঁদের সাথে নিজেকে মেলানোটা বোকামি নয় কি?

সাহাবিরা কেউই ক্যারিয়ারের চিন্তার নিজেদের হাত-পা গুটিয়ে বসে

---

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহ্য, ৩/৫০৫; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ২৪৪।

থাকেননি। তাঁদের বালেগ পুরুষরা নিজ হাতে কামাই করে খেতেন। নিজের সংসার নিজেই পরিচালনা করতেন। বাপের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফোটানোর অভ্যাস ছিল না কারোই। আর তুমি তো এখনো বাপের ঘাড়ে বোঝা হয়ে বসে আছো। বালেগ হয়েছো সেই কবে, কিন্তু এক মাসের জন্যেও নিজে নিজের হাত-খরচ জোগাড় করোনি! তাহলে সাহাবিদের সাথে নিজেকে মেলাচ্ছো কিভাবে! আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের সাথে তোমার হাজার মাইলের ব্যবধান।

আমি জানি, দরিদ্রতা বিয়ের জন্যে কোনো বাধা না। চেষ্টা-ফিকির করলে এই অবস্থা যে-কোনো সময় কেটে যাবে ইন-শা-আল্লাহ। জোয়ান-মরদের জন্যে কাজকামের কত রাস্তাই তো খোলা আছে। তাই "**পাত্র যদি দ্বীনদার হয় এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হয় এবং পাত্রীও সে-রকম গুণবতী হয়, তবে তারা বিয়ে করতে পারে।** আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল, চরিত্র পবিত্র রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা থাকলে আশা করা যায়, এমন দম্পতিকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। তাঁর অনুগ্রহ থেকে রিযিক দেবেন।"[১] আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَ اِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۳۲﴾

> "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের রিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।"[২]

অনিচ্ছাকৃত দরিদ্রতা এবং অভাব-অনটন বিয়ের কোনো অন্তরায় না। আলিমগণ বলেন, বিয়ে হলো রিযিক হাসিল ও স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যম।[৩] ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, "তোমরা বিয়ে করার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার রাস্তা তালাশ করো।"[৪] বিবাহে ইচ্ছুক দরিদ্রকে সাহায্য করা সমাজের কর্তব্য। কারণ, তার এই দরিদ্রতা রিযিকের ব্যাপারে গাফিল থাকার জন্যে না। হয়তো ভালো কোনো পেশা এখনো ম্যানেজ করতে পারেনি। আল্লাহর ওপর ভরসা করে কঠোর পরিশ্রম করলে, এই দরিদ্রতা খুব শীঘ্রই কেটে যাবে ইন-শা-আল্লাহ। সে পর্যন্ত সচ্ছলদের কর্তব্য হলো অভাবী লোকটার বিয়ের বন্দোবস্ত করা। ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। চরিত্র রক্ষার জন্যে যেসব

---

[১] https://islamqa.info/bn/answers/181556/

[২] সূরা নূর, ২৪ : ৩২।

[৩] ফাতাওয়া আল-ইসলামিয়্যা, ৩/২১৩।

[৪] তাফসিরে ইবনু কাসির, ৮/১০৬।

যুবক-যুবতী বিয়ে করতে চায়, তাদেরকে সে টাকা-পয়সা দিয়ে সহায়তা করবে। কেননা বিয়ে হচ্ছে সতীত্ব রক্ষা ও সমাজকে অশ্লীলতা-মুক্ত করার বাস্তবসম্মত উপায়। এর মাধ্যমে সমাজ থেকে যিনা-ব্যভিচার দূরীভূত হবে।[১]

বিয়ের জন্যে তাৎক্ষণিক টাকা হাতে থাকা মুখ্য শর্ত না। আজ টাকা নেই, তো কাল হবে। বিবাহযোগ্য ব্যক্তিরা এখন বিয়ে করে নিক, এরপর মনেপ্রাণে রিযিকের তালাশে লেগে যাক। আল্লাহ তাআলা বরকত ঢেলে দেবেন। চেষ্টা-ফিকির করলে একটা-না-একটা রাস্তা হয়েই যাবে।[২] দুজনের পেট চালানো, এ আর তেমন কী! যুহুদের অভ্যাস থাকলে তো খুব অল্প টাকাতেই সংসার চলে যাবে। আর যদি কুরবানির অভ্যাস থাকে, তবে তো টানাপোড়েনের মধ্যেও সম্পর্ক থাকবে অটুট, মজবুত। স্ত্রীর অল্পেতুষ্টির অভ্যাস থাকলে, স্বামীর দেওয়া যৎসামান্য অর্থেই সে মানিয়ে নিতে পারবে। তবে, এইসব আলোচনা হলো দরিদ্র ও অভাবী লোকদের ক্ষেত্রে। কিন্তু যে ছেলেটা রুটিরুজির জন্যে কোনো পদক্ষেপই নিতে চায় না, জীবন-জীবিকার জন্যে কখনো চেষ্টা-মুজাহাদা করে না, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার আগে কাজকাম করার ইচ্ছাও যার নেই, এমনকি আগামী চার-পাঁচ বছর সে কিছু করবে বলেও মনস্থির করেনি, এমন অথর্বের জন্যে এই বিধান না।

প্রতিটা বালেগকে নিজের জিম্মাদারি নিতে শেখায় আল্লাহর দ্বীন। সাইয়্যিদ কুতুব ﷺ বলেন, "ইসলাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার মৌলিক সমাধান দিয়ে থাকে। **তাই সকল সুস্থ ও সবল মানুষকে সে নিজের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ ও জীবিকা উপার্জনে সক্ষম করে তোলে এবং সরকারি কোষাগারের মুখাপেক্ষী হতে দেয় না।... ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলকথা হলো, প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ উপার্জনে সক্ষম হবে এবং কেউ কারও মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবে না।**"[৩]

কাজেই, সাবালেগ পুরুষদের কারও মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। **দরিদ্রতা এক জিনিস, আর উপার্জন-বিমুখতা আরেক জিনিস।** আমরা এখানে গরিবদের বিয়ের ব্যাপারে কোনো বাগড়া দিচ্ছি না। কারণ, গরিবি-অসহায় হালত যে-কোনো সময় কেটে যাবে। যথাযথ পদক্ষেপ নিলে, আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলে দেবেন। বিয়ের পরে চেষ্টা করলে তো উপার্জনের রাস্তা আরও সহজ হয়ে যাবে ইন-শা-আল্লাহ। **তাই আমাদের অভিযোগ দরিদ্র-**

---

[১] সাইয়্যিদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, ১৪/১৩৩।

[২] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "তোমরা বিয়ে করার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ পালন করো, তিনি ধনী করে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন।" [তাফসিরে ইবনু কাসির, ৮/১০৬]

[৩] সাইয়্যিদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, ১৪/১৩৩।

অভাবী যুবকের ওপর নয়। আমরা কথা বলছি সেইসব নালায়েকদের নিয়ে, যারা গ্র্যাজুয়েশনের আগে উপার্জন করবে না বলে পণ করেছে। আবার পরিবারকেও অনবরত বিয়ের জন্যে প্রেশার দিচ্ছে। যে বেগাইরাত ছেলে তার স্ত্রীর দায়িত্বও বাবার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে, সে আবার কোন মুখে সারাদিন বিয়ে-বিয়ে করে?

সামান্য একটা জীবনের দায়িত্ব নিতে যে প্রস্তুত না, সে কী করে পরিবারকে বিয়ে করানোর জন্যে চাপ দেয়? আর্লি ম্যারিজের ক্যাম্পেইন করে? বিয়ে মানে জিম্মাদারি, এটা কি সে ভুলে গেছে? **যেসব ছেলেরা অনার্স-মাস্টার্স শেষ করা পর্যন্ত বাবার হোটেলে অগ্রিম বুকিং দিয়ে রেখেছে, এইসব নিকম্মা বাবুরা অপেক্ষা করুক। তাদের জন্যে খোলা রয়েছে সংযমের রাস্তা।** আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

> **"যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে,** যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।"[১]

মুফতি তাকী উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, "যাদের বর্তমান অবস্থাও সচ্ছল নয় এবং বিবাহ করার মতো অর্থ-সম্পদও হাতে নেই, তারা কী করবে?... **আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য দান না করবেন, ততক্ষণ তারা সংযম অবলম্বন করবে এবং নিজ চরিত্র রক্ষায় যত্নবান থাকবে।**"[২]

---

[১] সূরা নূর, ২৪ : ৩৩।

[২] তাকী উসমানী, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/৪৩২।

মেয়ের বাবারা হুঁশিয়ার!

মেয়ের বাবাদের জন্যে কিছু কথা বলতে মনটা নিশপিশ করছে। আপনারা আমার সম্মানিত মুরুব্বি। তাই ছেলে হিসেবে কিছু কথা বলা দায়িত্ব মনে করছি। কন্যার বিয়েকে আপনারা খুব কঠিন বানিয়ে ফেলেছেন। বেচারি মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না, সহ্যও করতে পারে না। আপনি তো মনে করছেন, মেয়ে আপনার ছোট। কিন্তু ওর ভেতরের যৌন-বাসনা সে কতদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখবে? দুই-তিন-চার মাস নাহয় গেল। কিন্তু বছরের পর বছর সে কিভাবে পার করবে? প্রতি মাসেই তার যৌন-কামনা তীব্র হয়। ওটাকে সে দমন করবে কী দিয়ে?

যুক্তরাষ্ট্রের National Institutes of Health জানাচ্ছে: ওভুলেশনের সময়ে মেয়েদের যৌনবাসনা বেড়ে যায়। সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অধিক মাত্রায় আকর্ষণ ফিল করে।[১] প্রতিটি হায়েজের সময়েই মেয়েদের ওভুলেশন হয়। তার মানে প্রতি মাসে একটা মেয়ের যৌনবাসনা (libido) উচ্চ মাত্রায় চলে যায়। সেটা হালালভাবে পূর্ণ করার সুযোগ না দেওয়াটা কি অন্যায় না? পিতার কাজ হলো ছেলে-মেয়ের অধিকার আদায় করা। যৌনতাও তাদের একটি মৌলিক অধিকার। সে যদি মুখ ফুটে কিছু বলতে নাও পারে, তবুও আপনাকে সেটা বুঝে নিতে হবে। ওই সময়টাতে আপনার কেমন ফিল হয়েছে, সেটা একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

সত্য বলাতে লজ্জা নেই

আচ্ছা, এইটুকু শুনেই কি আপনি আমাকে বেয়াদব মনে করে কথা রেখে চলে যাবেন? প্লিজ, যাবেন না। সত্য কথা বলতে কোনো লজ্জা নেই। লজ্জা তো তখন, যখন অন্যায় হতে দেখেও আমরা মুখ লুকিয়ে থাকি। আর সত্য কথা বলতে আমাদের রব আল্লাহ তাআলাও লজ্জা করেন না। তাহলে আমরা কেন

---

[১] Female social and sexual interest across the menstrual cycle: the roles of pain, sleep and hormones, *National Library of Medicine,* 2010 May 27

কথিত লজ্জার ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রাখব?

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

> "আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।"[১]

আমি জানি, বর্তমান প্রচারণার ফাঁদে আপনিও পা দিয়েছেন। আপনি মনে করেন, মেয়েটা এখনো পিচ্চি। কিছুই বোঝে না। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না। যেদিন থেকে আপনার মেয়েটা বালেগ হয়েছে, ওইদিন থেকেই সে অনেক কিছু অনুভব করতে শিখে গিয়েছে। বিশেষ করে যৌনতার দিক থেকে সে এখন আর নাবালেগ নয়। না দৈহিক দিক থেকে, আর না মানসিক দিক থেকে। উভয় দিক থেকেই এখন সে সাবালিকা নারী। মা হওয়ার জন্যে প্রকৃতির বিধান মোতাবেক সে এখন প্রস্তুত। না, এটা আমার কথা না। যৌনবাসনার ওপরে দুনিয়া-কাঁপানো বিশেষজ্ঞ হ্যাভলক এলিস একই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

> "শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই একটা মেয়ের যৌন-পরিপক্কতা চলে আসে খুব শীঘ্রই। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা নির্ণয় করা যায় একটা নিয়মিত জৈবিক ঘটনা (ঋতুস্রাব) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। **ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার মধ্য দিয়েই বয়ঃসন্ধিকালের সমাপ্তি ঘটে**। স্বাভাবিক রীতিনীতির অধীনে বেড়ে ওঠা গোটা দুনিয়ার মানুষ জানে—একজন বালিকা বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে যৌনতার দিক থেকে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ফেলে। এই সন্ধিক্ষণেই সে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের দিকে পা বাড়ায়। সে হয়ে যায় একজন রমণী এবং মা সমতুল্য নারী।"[২]

"ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার মধ্য দিয়েই বয়ঃসন্ধিকালের সমাপ্তি ঘটে"। হ্যাভলক এলিসের বক্তব্যে এটা সুস্পষ্ট হয়। অথচ এখন আমাদেরকে শেখানো হয়—টিন এইজের (১৩-১৮) শেষ পর্যন্ত নাকি বয়ঃসন্ধিকাল চলে! এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এর ভেতরে শয়তানি কুমতলব লুকিয়ে রয়েছে। **বয়ঃসন্ধি মানে সাবালেগ ও নাবালেগ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়। আর হায়েজ শুরুর মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। হায়েজের পর থেকে একটা মেয়ে সাবালিকা**। সে আর ছোট্ট বাবুটি নয়। এখন থেকে তার ওপর ইসলামের যাবতীয় বিধান আরোপ হবে। কাজেই, পশ্চিমাদের প্রচার-প্রচারণার কারণে ভুল ধারণা পুষে রাখবেন না। এতে করে বিপদটা আপনারই হবে।

রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে নারীদের সম্মতি (consent) দেবার বয়স হিসেবে

[১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩।

[২] Havelock Ellis, *Psychology of Sex,* Vol. 6, p.528-529.

নির্ধারণ করা হয়েছিল ষোলোকে। তখন এর ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছিলেন হ্যাভলক এলিস। আইনপ্রণেতাদের মতামতের ভিত্তিতে ষোলো বয়স নির্ধারণ করার ব্যাপারটিকে তিনি বলেছিলেন—আবেগ-নির্ভর (arbitrary), কৃত্রিম (artificial) এবং ফিতরাত-বিরোধী (unnatural)। এরপর তিনি বলেন,

> তারা বায়োলজিক্যাল জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আওয়াজ তুলেনি। সমাজের কমন সেন্স থেকেও তাদের ব্যাপারটিকে জোরদার করা যাচ্ছে না। আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আইনপ্রণেতারা আনুমানিক যে বয়সটিকে নির্ধারণ করেছেন, তাদের এই মতের সাথে মানুষের স্বাভাবিক (যৌন)তাড়নার কোনো যোগসূত্র নেই।... মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক সমস্ত দিক যদি আমরা বিবেচনার বাইরেও রাখি, **তবুও এটা ভাষার বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।** আরও জঘন্য বিষয় হলো, **এর মাধ্যমে আইনের অপব্যবহার করা হয়েছে।**[১]

খেয়াল করুন, এই মনোবিজ্ঞানী কিন্তু স্বীকার করেছেন, মানুষের স্বাভাবিক যৌন-তাড়না ষোলো-র নীতিকে সমর্থন করে না। কারণ, অনেক মেয়েই এর আগে সাবালিকা হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যৌন-তাড়না বা লিবিডো জাগ্রত হয়। তাই যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে মানব-নির্ধারিত বয়স কোনো ধর্তব্য বিষয় না। এই ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মই মুখ্য। আরেকটু ভেঙে বললে হায়েজের পর থেকেই সে যৌন-সম্পর্কের জন্যে প্রস্তুত। হ্যাভলকের ভাষায়—**সে তখন একজন রমণী এবং মা সমতুল্য নারী। কাজেই মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর মেয়ের হায়েজ চলতে থাকলেও আপনি যদি তাকে বাচ্চা মনে করেন, তবে এই ভুল আমি কী দিয়ে ভাঙাব!**

দেখুন, যৌনতা মানুষের এক স্বাভাবিক চাহিদা। এই জন্মগত ফিতরাতকে আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের মিলনের মাঝে রেখেছেন আত্মিক প্রশান্তি। তিনিই এই ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আপনি যদি সমঝদার আদমি হন, তবে এটা বোঝা উচিত। অন্তত নিজের জীবন থেকেও আপনি তা অনুধাবন করতে পারেন। যেহেতু অনেক দিন ধরে আপনি সংসার করছেন। আপনার অভিজ্ঞতা এই লাইনে ঢের বেশি। তবুও একটি আয়াত আপনার সামনে পেশ করছি :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

> "তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং

---

[১] Havelock Ellis, *Psychology of Sex,* Vol. 6, p. 528-529.

> তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে।"[১]

পিতাসুলভ ভঙ্গিতে হয়তো আমার প্রতি চোখ রাঙাতে পারেন, সে অধিকার আপনার আছে। আপনি আমাকে ছেলে মনে করে বকা দিন। চাইলে শাসন করুন। কিন্তু মেয়ের ফিতরাতের চাওয়াটাও একটু আমলে নিন।

কত যুবতী যে হাহুতাশ করছে, সেটা আপনাকে বোঝাতে পারব না। তারা হাহাকার করছে জীবনসঙ্গীর আশায়। অনেক যুবতী হারাম পথ বেছে নিচ্ছে লিবিডো পূর্ণ করার জন্যে। এর দায় কি শুধু তাদের? সমাজের মুরুব্বি হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে আপনার কি কিছু করার নেই? আপনি হলেন পরিবারের কর্তা। বিয়ের আগ পর্যন্ত একটা মেয়ে আপনার অধীনস্থ। তার অধিকার আদায় করাটা কি আপনার জন্যে ফরজ নয়? নিজের ইগো বা সোশাল স্ট্যাটাসের কথা চিন্তা করে একটা মেয়েকে আপনি গুনাহের সাগরে ঠেলে দেবেন?

না, বুজুর্গির প্রশ্ন তুইলেন না। বুজুর্গদেরও ক্ষুধা পায়। আর যৌনতা ক্ষুধার মতোই স্বাভাবিক এক বিষয়। আলিমগণ যৌনতাকেও মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পশ্চিম আমাদেরকে শিখিয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাই কেবল মৌলিক জিনিস। কিন্তু এর সাথে যৌনতার কথাটা তারা ইচ্ছা করে বলেনি। ওরা চায় এই মৌলিক অধিকারকে নিয়ে সুপ্তভাবে অনেক বড় বিজনেস সচল রাখতে। কিন্তু **আমাদের আলিমগণ** যৌনতাকে **মৌলিক চাহিদার ভেতরেই স্থান দিয়েছেন।**[২] তাঁরা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন এই আয়াতকে :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

> "মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনা-রুপার স্তূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে।"[৩]

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেন,

---

[১] সূরা আরাফ, ৭ : ১৮৯।

[২] মুহাম্মাদ কুতুব, বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত, পৃ. ৭০।

[৩] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪।

> "মানবজাতি এবং পশুপ্রাণীর 'যৌন-চাহিদা'র অস্তিত্বের বিষয়টি জীববিজ্ঞান ব্যক্ত করে থাকে 'যৌন-তাড়না' শব্দের মাধ্যমে। **পুষ্টিলাভের তাড়নার সাথে মিল থাকায় একে 'ক্ষুধা'ও বলা যায়।** প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষায় এই (যৌন) ক্ষুধা শব্দটির কোনো পরিপূরক নেই। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে 'লিবিডো' ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়।"[১]

এই বিশেষ ক্ষুধার কথা আপনি নিজেও জানেন। আমি আপনার সামনে বেয়াদবি করতে চাই না। তবে বাস্তবতা না বলেও পারছি না। মেয়েটা আপনার অধীনস্থ। হয়তো লজ্জা-শরমের কারণে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু সচেতন অভিভাবক হিসেবে তার চাওয়াটা তো আপনার বোঝা উচিত। আপনি সন্তানের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাষা বুঝতে পারেন, কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও মেয়ের চাহিদা বুঝতে পারেন না—এটা আমি কিভাবে মেনে নেবো! রাসূল ﷺ-এর বাণীর দিকে আপনি তাকান। তিনি হুঁশিয়ার করে বলছেন,

> "**সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।** ইমাম জনগণের দায়িত্বশীল। তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। **পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।** নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল। সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল। সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখো, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[২]

এর জন্যে আপনিও দায়ী

মেয়েকে যদি বিয়ের মাধ্যমে হালাল রাস্তা দেখিয়ে না দেন, সে খারাপ পথে পা বাড়াবে। আপনি হয়তো মনে করছেন মেয়ে ছোট, কিন্তু এই ছোট মেয়েটাই তলে তলে অনেক বড় কাণ্ড করে ফেলবে যা আপনি ভাবতেও পারবেন না। এখন তো হাইস্কুল-পড়ুয়া মেয়েদের গোপন ভিডিও ভাইরাল হয়। যিনার কারণে অনেকেই হয়ে যায় গর্ভবতী। সামাজিক লজ্জা ঢাকতে গিয়ে তখন গর্ভপাত করায়। বরিশালে শুনলাম[৩]—গর্ভপাত করাতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ১৬

---

[১] Sigmund Freud, *Three Essays on the Theory of Sexuality,* p. 13

[২] বুখারি, ৭১৩৮; তিরমিযি, ১৭১১; আবু দাউদ, ২৬০০।

[৩] গর্ভপাত করাতে গিয়ে প্রেমিকার মৃত্যু, *বরগুনার আলো,* ১০ অক্টোবর ২০২৩

বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। অনেক কিশোরী আবার প্রেমিকের সাথে ডেটিং এ গিয়ে গণধর্ষণেরও স্বীকার হচ্ছে।[১] সেক্স ট্রাফিকিং এর মাধ্যমে ভারতে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে অনেক নারীকে। এদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে পতিতালয়-সহ নানান অবৈধ কাজে। বন্দি যৌনকর্মী হিসেবে বছরের-পর-বছর ধরে এইসব প্রতারিত হতভাগ্য নারীদের ভোগ করতে হয় এক বীভৎস নারকীয় জীবন।[২]

ও-লেভেল পড়ুয়া আনুশকার কথা মনে আছে আপনার? সতেরো বছর বয়সি এই কিশোরীর মৃত্যু নাড়া দিয়েছিল গোটা বাংলাদেশকে। ক্লাসমেট দিহানের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তার। একদিন গোপনে বেড়াতে যায় প্রেমিকের বাসায়। এরপর ফিরে আসতে হয় লাশ হয়ে। বয়ফ্রেন্ড দিহান তার জবানবন্দিতে জানিয়েছে, 'পারস্পরিক সম্মতিতেই' শারীরিক সম্পর্ক হয়।[৩] পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয় আনুশকার। কিভাবে হলো? তার রেক্টাম ও যৌনাঙ্গে পাওয়া যায় 'ফরেন বডি'।[৪] ঢাকা মেডিক্যালের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডা. সোহেল মাহমুদ জানান, যৌন ও পায়ুপথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়েছে।[৫] ভিক্টিমের দেহে 'ফরেন বডি' পুশ করানোর ফলে যৌনাঙ্গ ও রেক্টাম ফেটে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয় এবং সে মারা যায়। কিশোর-কিশোরীরা এখন বড্ড এডভান্সড! সেটা যেমন প্রযুক্তির লাইনে, ঠিক তেমনি অশ্লীলতার লাইনেও। ভেঙে বললাম না, আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওদের মধ্যে কী হয়েছিল আসলে!

স্কুল-কলেজে পড়ে বলেই মেয়েকে ছোট মনে করবেন না। টিন-এইজারদের কীর্তিকলাপ আপনি হয়তো জানেন না, আমরা জানি। আমাদের চোখের সামনে এগুলো হরহামেশাই পড়ে। মাঝেমধ্যেই দেখি ঝোপঝাড় থেকে ইউনিফর্ম পড়ুয়া জুটি বেরিয়ে আসছে। রমনা পার্কে গিয়ে খুঁজ নিন। দেখবেন, আপনার মেয়ের বয়সি শত শত নারী সেখানে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বসে আছে। সেইদিন তো দেখলাম মালীবাগ ব্রিজের ওপরে একটা মেয়ে স্কুল ড্রেস পরে ছেলের সাথে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন ক্লাস সিক্সের মেয়েকে প্রেম করতে দেখেছি জয়নুল আবেদীন পার্কে। আপনার মেয়েও যে সেদিকে পা

---

[১] প্রেমিকের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার, প্রথম আলো, ১১ জুলাই ২০২২

[২] ভারতে যৌনকর্মী হিসেবে বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশি নারীরা, *The Daily Star*

[৩] বিকৃত যৌনাচারে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আনুশকার মৃত্যু : চিকিৎসক, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৮ জানুয়ারি, ২০২১

[৪] আনুশকার শরীরে 'অস্বাভাবিক বড় কিছু' ঢোকানোয় মৃত্যু, *সোনালী নিউজ*, জানুয়ারি ১১, ২০২১

[৫] বিকৃত যৌনাচারে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আনুশকার মৃত্যু : চিকিৎসক, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৮ জানুয়ারি, ২০২১

বাড়াবে না, তার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন কী করে?

আপনি প্রথমত এই কারণে অপরাধী হবেন যে, শিক্ষার নামে একটা জাহিলি পরিবেশে নিজের মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন। নারী ছিল আওরাতের বস্তু। তার কাজ ছিল ঘরের দুর্গে সুরক্ষিত থাকা। কিন্তু আপনি তাকে কারণে-অকারণে বাইরে বের করেছেন। এখন সে উচ্চশিক্ষার নামে ছেলেদের সাথে গ্রুপস্টাডি করছে, পিকনিকে যাচ্ছে, র‍্যাগ-ডে পালন করছে... এর দায় কার! রাসূল ﷺ বলেছেন,

> "নারী হলো আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। যখন সে বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি দেয়।"[১]

এই-যে সে বাইরে বেরিয়েছে, এখন তার ওপর শকুনের নজর পড়বেই। আপনি ঠেকাতে পারবেন না। এটা আপনার প্রথম অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধ হলো, ওই সেক্যুলার পরিবেশেও তার হালাল চাহিদা পূরণের কোনো বন্দোবস্ত আপনি করে দেননি। আপনি তার একাডেমিক খরচ দিয়েছেন, টিউশন ফি দিয়েছেন, পোশাক কিনে দিয়েছেন, কিন্তু যৌনতার বেলায় বুঝেও না-বোঝার ভান করেছেন। খাবারের ক্ষুধা মেটানোর জন্যে আপনার দৌঁড়ঝাঁপের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু যৌনক্ষুধার বেলায় আপনি ছিলেন একেবারে বেখেয়াল। এখন সে বিপথে গেলে দায় কি শুধু একার?

মেয়ে ছোট, এই কথা আর বলিয়েন না। যেদিন থেকে তার হায়েজ শুরু হয়েছে, ওইদিন থেকে সে আর ছোট নয়। সাবালিকা। মডার্ন সেক্যুলার আদর্শ অনুসারে সে হয়তো ছোট হতে পারে, কিন্তু ইসলামের হিসেবে সে বালেগা। তার মধ্যে যৌনতা গ্রো করেছে। এখন সে বুঝে অনেক কিছু। আপনি যদি পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন, তবে আমার কিছু করার নেই!

আপনি কি জানেন, আম্মাজান আয়িশা ﵂-এর বিয়ে কত বছর বয়সে হয়েছিল? ছয় বছর বয়সে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ছয় বছরে বিয়ে হয়, আর নয় বছর বয়সে আল্লাহর নবি মদিনায় তাঁকে ঘরে তুলে নেন।[২] তখন তিনি সাবালিকা ছিলেন। আর আপনার মেয়েকে ২০ বছরের পরেও ঘরে বসিয়ে রেখেছেন? আইবুড়ো বানাবেন নাকি? আপনার সন্তান যদি আপনার ইগোর কারণে হারাম পথে পা বাড়ায়, তবে এর দায়ভার সম্পূর্ণ আপনার! নবি ﷺ বলেছেন,

---

[১] তিরমিযি, ১১৭৩; মিশকাত, ৩১০৯।

[২] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, নবি ﷺ যখন তাঁকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬ বছর এবং নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে বাসর ঘর করেন এবং তিনি তাঁর সান্নিধ্যে নয় বছরকাল ছিলেন। [বুখারি, ৪৭৫৭, ৫১৩৩]

> "তোমাদের মাঝে যার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়। **যখন সে সাবালক/ সাবালিকা হয়, তখন যেন তার বিয়ে দেয়। কেননা বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ের ব্যবস্থা না করা হয়, আর এ কারণে সে যদি কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে উক্ত পাপের দায়ভার পিতার ওপর বর্তাবে।**"[১]

এই হাদিস সামনে রেখে মাওলানা আবদুর রহীম ﷺ বলেছেন, "সন্তান বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সেইসঙ্গে বয়স্ক ছেলেমেয়েরও কর্তব্য হচ্ছে এজন্য নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা।"[২]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

> "আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অবিবাহিত নারী-পুরুষদের বিবাহ দাও।"[৩]

বিয়ে না হওয়ার কারণে কত নারী যে খারাপ পথে তার লিবিডো পূর্ণ করছে, তার খবর কি আপনি রাখেন?

আকাশ সংস্কৃতির যুগে আমরা বাস করছি। এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব দ্রুত ইন্টারনেট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। খোঁজ নিলে দেখবেন, অনেকেই এখন বিটিএস-এর ফ্যান। ফেইসবুকে বিভিন্ন গ্রুপও আছে বিটিএস আর্মি নামে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এখানেও বেশিরভাগ সদস্য নারী। এরা খুব দ্রুতই প্রভাবিত হয়ে পড়ছে পশ্চিমা কালচারের মাধ্যমে। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া বেশিরভাগ মেয়েরা এখনকার ইয়াং স্টারদের ফ্যান। এই বাচ্চাগুলো দুই-একজন সাহাবির নামও ঠিকমতো বলতে পারে না। অথচ তাদের প্রিয় স্টারের কয়টা এক্স গার্লফ্রেন্ড আছে, তাদের পছন্দ কী, কোন ব্র্যান্ডের কাপড় তারা পরে, সব মুখস্থ করে রেখেছে। এইসব সেলিব্রেটিদের দ্বারাও হয়তো আপনার সন্তান প্রভাবিত। আর তাদের কাজই সারাক্ষণ যৌন চুলকানি দেওয়া। তাদের গান, মুভি, নাটক, শর্ট ফিল্ম সব জায়গায় যৌনতাকে প্রচার করা হয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। সেগুলো দেখে দেখে এখন সন্তানরা অভ্যস্ত। অনেক পরিবারে তো ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে বাবা-মা'রা অন্তরঙ্গ ক্লিপ দেখেন। আশির দশকেও এগুলো ছিল খারাপ লোকদের কাজ। কিন্তু এখন আইটেম সং দেখছে বাবা-মেয়ে একসাথে বসে! ছিহ! কী নির্লজ্জতা! আমি মেনে নিলাম, আপনি এই কাজে জড়িত নন। কিন্তু

---

[১] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৮৪১৩; মিশকাত, ৩১৩৮; সনদে দুর্বলতা আছে।

[২] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ১২১।

[৩] সূরা নূর, ২৪ : ৩২।

আপনার মেয়ের বান্ধবীরা সবাই কি রাবেয়া বসরি? তাদের দ্বারা, ক্লাসমেটের দ্বারা, এমনকি শিক্ষকের দ্বারাও কি নেগেটিভভাবে প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ নেই? এই শঙ্কা কি আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন? দেখুন আংকেল, আপনি পরিবারের কর্তা। আপনি আপনার মেয়ের ওপর দায়িত্বশীল। আপনার জন্যে এটা বিরাট পরীক্ষা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তোমাদেরকে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। তিনি লক্ষ করছেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করো। তোমরা দুনিয়া ও নারীজাতি থেকে সতর্ক থেকো। কেননা বনী ইসরাঈলদের মাঝে প্রথম ফিতনা ছিল নারী-ঘটিত।"[১]

সাইক্লোন আসার আগেই প্রস্তুতি নিতে হয়। এসে গেলে আর লাভ নেই। আপনার মেয়ের জীবনে সাইক্লোন আসার আগেই সাবধান হয়ে যান। নয়তো নিজেই বিপদে পড়বেন। নবি ﷺ বলেছেন,

> "আমার (ইন্তেকালের) পরে পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কিছু রেখে যাইনি।"[২]

এই ফিতনাকে জাতীয় ফিতনায় পরিণত করবেন না। সন্তান বিয়ের উপযোগী হলে বিয়ে করিয়ে দিন। আমি বলছি না, বালেগ হওয়ার সাথে সাথেই তাকে বিদায় করে দিতে হবে। তবে তার মধ্যে চাহিদা জন্মানোর পরেই সে যেন হালালভাবে তা পূর্ণ করতে পারে, সেই সুযোগটা অন্তত করে দিন। পিতা হিসেবে এটা আপনার দায়িত্ব। তবে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বেশি প্রো-একটিভ হয়ে যাবেন না। ইদানীং তো ইস্তিখারা করলেই চাকরিজীবী ছাড়া কোনো পাত্র খুঁজে পান না। যদি বলা হয়—ছেলে মজদুরি করে; তবে কতজন অভিভাবক মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হবেন? অথচ আল্লাহর নবি মূসা ﷺ এই মজদুরির শর্তেই বিয়ে করেছিলেন আরেক নবির মেয়েকে। আমরা হালাল পেশাকে তুচ্ছ মনে করছি, তাই হারামের সাথে আপস করে চলতে হচ্ছে। চাকরির ভাইভার পেছনে যৌবনকে কয়লা করছে লাখো যুবক। আর ওদিকে গোপন গুনাহ আসন গেড়ে বসছে তাদের মন-মগজে। কত যুবক-যে বিয়ে করতে না পেরে হারাম পন্থায় নিজের চাহিদা মেটাচ্ছে, সে খবর কে রাখে! কত যুবতী যে বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে লিটনের ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছে, তা কে জানে! মুনিয়ার কথা আপনার মনে নেই? শত শত মুনিয়া তার যৌনতা মেটাতে প্রেমিকের সাথে অন্তরঙ্গ অবস্থায় মিলিত হচ্ছে। অনেক প্রেমিক আবার নিজে ভোগ করেই তৃপ্ত হচ্ছে না, ডেকে

---

[১] মুসলিম, ২৭৪২; তিরমিযি, ২১৯১; ইবনু মাজাহ, ৪০০০।

[২] বুখারি, ৫০৯৬; মুসলিম, ২৭৪০; তিরমিযি, ২৭৮০; ইবনু মাজাহ, ৩৯৯৮।

আনছে বন্ধুদেরকেও।

মেয়েরা হালালভাবে যৌনতা মেটানোর সুযোগ না পেলে বয়ফ্রেন্ড খুঁজে। অনেকেই নিজ ইচ্ছায় প্রেমিকের সাথে রাত কাটায়। এগুলো ওপেন সিক্রেট। আশির দশক এখন আর নেই। এখনকার যুগে প্রেম মানেই শারীরিক সম্পর্ক। বেশিরভাগ কাপলই এটাকে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করে। এই মোহেই নারীরা ছুটে যায় গোপন অভিসারে। বিলিয়ে দেয় নিজের সম্ভ্রম। কেউ কেউ সম্ভ্রম বিলাতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়। তাই করজোরে বলব, যুবক-যুবতীদের জন্যে বিয়েকে সহজ করে দিন। যেন তারা হালালভাবে নিজেদের চাহিদা পূর্ণ করতে পারে। আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন,

> "যে-ছেলের দ্বীনদারি ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি প্রস্তাব দেয়—তাহলে তার কাছে বিয়ে দাও। যদি **তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।**"[১]

বাড়ি থেকে শত মাইল দূরে ইউনিভার্সিটি। মেয়েটা ওখানে কার সাথে মেশে, কোথায় যায়, কী করে—এর অনুপুঙ্খ তথ্য কি গার্ডিয়ানরা রাখার সুযোগ পায়? সে-যে এখনো হারাম রিলেশনে জড়ায়নি, এর নিশ্চয়তা কে দেবে? বোরখা পরে বলেই সে কি রাবেয়া বসরি হয়ে গেছে? অনেক বোরখাওয়ালীকে আমি পার্কের কোনা থেকে ছেলের হাত ধরে উঠে আসতে দেখেছি। অনেক স্কুল-পড়ুয়া কিশোরীকে দেখেছি ঝোপঝাড়ের চিপায় বসে থাকতে। ইউনিফর্ম গায়ে দিয়েই অনেককে দেখেছি ডেটিং করতে।

ভার্সিটিতে আমাদের ক্লাসে একটা হাত-মোজা পা-মোজা পরা তরুণী ছিল। আপাদমস্তক বোরখায় ঢেকে রাখত নিজেকে। আবার ইকো পার্কেও যাতায়াত করত প্রেমিকের হাত ধরে। ফিশারিজ ফ্যাকাল্টিতে আরেকটা মেয়ে ছিল আমাদের এলাকার। তার বাবা মেয়েকে পর্দা-পুশিদার অভ্যাস করিয়েছিলেন হাই স্কুল থেকেই। কিন্তু ভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ার না পেরোতেই একটা ছেলের সাথে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। সবার সামনেই দুজন ক্যাম্পাসে ঘুরাঘুরি করত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেই ছেলেটাকেও আমি চিনতাম। ও আর আমি পড়াশোনা করেছি একই কলেজে। এই ছেলে আর আমি একবার রাতের বাসে ময়মনসিংহ থেকে সিলেট যাচ্ছিলাম। ওকে পেয়ে ভালোই লাগছিল। ভাবলাম, রাস্তায় একজন পরিচিত সঙ্গী পাওয়া গেল। ওই বোরখাওয়ালী মেয়েটাও একই বাসের যাত্রী ছিল। তার বাবা তাকে উঠিয়ে দিতে এসেছিল। আমি তখনো টুইস্ট বুঝে উঠতে পারিনি। ভাবলাম, হয়তো কাকতালীয়ভাবে ওদের যাত্রা মিলে গিছে।

---

[১] তিরমিযি, ১০৮৪; সহিহাহ, ১০২২; মিশকাত, ২৫৭৯।

ওমা! বাস ছাড়তেই দেখি দৃশ্যপট পালটে গেল। ওই মেয়েটা এতক্ষণ বসে ছিল তার বান্ধবীর পাশে। কিন্তু এখন তার বান্ধবীটা পেছনের সিটে এসে বসল তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে। আর ওই ফাঁকাস্থান পূর্ণ করল আমার সাবেক ক্লাসমেট! সারা রাস্তা দুজন পাশাপাশি বসে সফর করল!

এটা তো মাত্র দুজনের কাহিনি বললাম। এ ছাড়া লাখ লাখ তরুণীর দৃষ্টান্ত মজুদ আছে। ক্যাম্পাসে যিনা-ব্যভিচার ওপেনলি চলে। বিশেষ করে ভ্যালেন্টাইন্স ডে কিংবা পহেলা ফাল্গুনে তো কপোত-কপোতীর মেলা বসে। শুধু শারীরিক সম্পর্কই নয়, লিভ টুগেদারও শুরু হয়ে গেছে বাংলা মুলুকে। লুকিয়ে লুকিয়ে চলছে জঘন্য এই কালচার।[১] এসব হলো বিয়েকে সহজ না করার ফল—**"যদি তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"** আরও কিছু ঘটনা শোনাচ্ছি আপনাকে :

☑ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে পরিচালিত একটি গবেষণা বলছে, দৌলতদিয়া হলো পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পতিতালয়। পুরো এলাকাকে ডাকা হয় 'বেশ্যাপল্লী' নামে। এখানে প্রতিদিন তিন হাজারের বেশি খদ্দের যাতায়াত করে।[২] এইসব নিষিদ্ধ পল্লীতে মানুষ কেন যায়? উত্তরটা আপনারও জানা।

☑ ২০১৭ সালে পরিচালিত এক গবেষণার কথা বলছি। ঢাকার স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে তারা একটি জরিপ চালায়। সেখানে উঠে আসে আশঙ্কাজনক হারে পর্ন আসক্তির তথ্য। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের প্রায় ৭৭% কোনো-না-কোনোভাবে পর্নোগ্রাফি দেখছে। তাদের মধ্যে আবার ৬৭% এই কাজে যুক্ত হয়েছে হাইস্কুল থেকেই।[৩] এ বিষয়ে ভয়েস অব আমেরিকার সাথে আলাপকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তার বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে—শিশু, কিশোর-কিশোরীদের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে সময় দেওয়ার ব্যাপারে বাবা-মা-সহ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের আগ্রহের ঘাটতির সুযোগে বাচ্চারা ঝুঁকে পড়ছে পর্নোগ্রাফির দিকে। তিনি এটাকে একটি উদ্বেগের বিষয় বলে মন্তব্য

---

[১] লিভ টুগেদার : বিয়ে না করেও একসাথে থাকছেন বাংলাদেশের যে নারী-পুরুষেরা, *বিবিসি*, ৩০ নভেম্বর ২০২১

[২] Nazra Amin, Daulatdia: A Look Into One of the World's Largest Brothels, *New Security Beat*, September 5, 2019

[৩] Md. Razwan Hasan Khan Chowdhury Et. al, Masturbation Experience: A Case Study of Undergraduate Students in Bangladesh, *Journal of Population and Social Studies*, Volume 27 Number 4, October 2019: 359 - 372

করেছেন।[১]

☑ যে হারে হারাম রিলেশনের প্রবণতা বাড়ছে, তা সত্যিই টনক নড়িয়ে দেবার মতো। ICDDRB এবং BRAC একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছে, ৫০% বাংলাদেশের যুবক-যুবতী বিয়ে-বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত। আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৯০% শহুরে এবং ৪৪% গ্রামীণ তরুণ-তরুণী হারাম যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলছে। যাদের মধ্যে নারীদের অবস্থান যথাক্রমে ৪৭% এবং ৫%।[২] পুরুষদের চেয়েও শহুরে নারীরা হারাম যৌনতায় বেশি লিপ্ত হচ্ছে। ব্যাপারটা কি এলার্মিং না? গার্ডিয়ান হিসেবে আপনি কি চিন্তিত না?

☑ বাংলা মুলুকের ৪৩% মানুষ প্রেম করার উদ্দেশ্যেই মুঠোফোন ব্যবহার করে। আর ৮২% মোবাইল ব্যবহারকারী সুযোগ পেলেই পর্ন দেখে।[৩] গুগল সার্চ ইঞ্জিনে ৮ লক্ষ বারের বেশি 'porn' শব্দ লিখে সার্চ দেওয়া হয়েছে এই দেশ থেকে। ২.২ লক্ষ বার 'sex' এবং ৪ লক্ষ বার 'sex video' লিখে সার্চ করেছে বাঙালিরা।[৪]

☑ ঢাকার ৯টি আবাসিক হোটেলে আইসিডিডিআরবি পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮০ শতাংশ তরুণ পরোক্ষভাবে প্ররোচিত হয়ে যৌনকর্মে লিপ্ত হচ্ছেন। এদের এক-তৃতীয়াংশ আবার লিপ্ত হচ্ছেন গ্রুপ সেক্সে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের যৌনসঙ্গী হচ্ছেন পেশাদার যৌনকর্মী। গবেষণায় দেখা যায়, এসব তরুণের প্রায় ২০ শতাংশের মধ্যে যৌনবাহিত ইনফেকশনের লক্ষণ দেখা যায়। তবে এদের মাত্র ১৫ শতাংশ চিকিৎসকের কাছে যান। প্রায় ৮০ শতাংশ তরুণ পরোক্ষভাবে প্ররোচিত হয়ে যৌনকর্মে লিপ্ত হন। আবার অনেকে পর্ন সিডি দেখে যৌন কর্মে উৎসাহিত হন। এদের অনেকের বয়স ১১ থেকে ১৪ বছর।[৫]

☑ পর্নোগ্রাফিতে শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও আসক্ত হচ্ছে। আপনি জানেন না, ভার্সিটিগুলোতে নারীরা এখন প্রকাশ্যে পর্ন নিয়ে চর্চা করে। ছেলে বন্ধুদের

---

[১] বাংলাদেশে স্কুল শিক্ষার্থীদের পর্ন ছবির আসক্তি সংক্রান্ত এক জরিপ বিষয়ে অধ্যাপক সালমা আক্তারের মূল্যায়ন, ভয়েস অব বাংলা, জানুয়ারি ১০, ২০১৭

[২] The Price of Passion, *Daily Star,* Volume 4 62, September 9, 2005

[৩] An investigative tv report by Farabi Hafiz (https://m.youtube.com/watch?v=jUxXQB8PW7s)

[৪] Chowdhury, M.R.H.K., Chowdhury, M.R.K., Kabir, R., Perera, N.K.P., & Kader, M. (2018). Does the addiction in online pornography affect the behavioral pattern of undergrad private university students in Bangladesh? *International Journal of Health Sciences,* 12(3), 67-74.

[৫] ১৮ না পেরুতেই যৌন অভিজ্ঞতা ৫০ শতাংশ শহুরে তরুণের, *বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম*

সাথে প্রকাশ্যে এগুলো আদান-প্রদান করে। বিশ্বাস করুন আংকেল, আমি সত্যি কথা বলছি। আমি এগুলো জানি। চোখের সামনেই এমন বেহায়াপনা ঘটতে দেখেছি। এগুলো এখন ওপেন সিক্রেট। প্রায় জায়গাতেই হয়। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমি জানি। আপনি যদি সেটার বোটানিক্যাল গার্ডেনে যান, তবে লজ্জায় মাথা নিচু করে চলে আসবেন।

হ্যাঁ, পরিস্থিতি এতটাই নাজুক। এরই মধ্যে আপনি-আমি বসবাস করছি। এমন পরিস্থিতিতে আপনার মেয়েটা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। কিন্তু ওর হালাল প্রয়োজন পূরণের রাস্তা আপনি করে দিচ্ছেন না। সেও যদি ওইসব পথভ্রষ্টদের তালিকায় চলে যায়, তবে আপনার মান-সম্মান কিভাবে রক্ষা পাবে? মেয়েটা আপনার সাথে থাকে কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু বেশিরভাগ সময় চলে যায় ক্লাসমেটদের সাথে। ওদের মধ্যে কতজন যে পর্ন দেখে, প্রেম করে, ব্যভিচার করে, তা তো আপনি জানেন না। ধরে নিলাম আপনার মেয়ে ভালো। কিন্তু ওদের সঙ্গী তো নাও ভালো হতে পারে। সে যদি ওদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে যায়?

রাসূল ﷺ তাঁর জামাতা আলিকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'হে আলি! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করবে না : নামাজের যখন ওয়াক্ত হয়ে যায়, জানাযা যখন উপস্থিত হয়, **স্বামীহীনা মেয়ের বিয়ের সমমানের সম্বন্ধ যখন** পাওয়া যায়।'[১]

আমি তো আপনাকে উপদেশ দিতে পারি না, তাই অনুরোধ করছি। মেয়েকে মানত না রেখে, বিয়ে দিয়ে দিন। উপযুক্ত পাত্র পেলে গড়িমসি করে সময় নষ্ট করবেন না প্লিজ।

স্যালারির আগে দ্বীন

প্রতি বছরই যিনা-ব্যভিচার-ধর্ষণ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। পুরো সমাজটাই হয়ে যাচ্ছে যৌনতাড়িত এক ডিপো। এরপরেও যদি মেয়ের ক্যারিয়ারের দোহাই দিয়ে ওর বিয়ের ব্যবস্থা না করেন, তবে আমাদের কী করার আছে। সিলেটের এক আলিম দুঃখ করে বলেছিলেন, সিলেটিরা নাকি কন্যাদেরকে লন্ডনি পাত্রদের জন্যে মান্নত রাখে। আমি জানি না, আপনি কার জন্যে মেয়েকে মান্নত রেখেছেন।

গাইরাতমান্দ পাত্র পেলে আর দেরি করবেন না। ছেলে কর্মঠ, দ্বীনদার, হালাল ইনকাম আছে, মেয়েকে পর্দায় রাখতে পারবে, তাদের সামাজিক অবস্থানও আপনার কাছাকাছি... ব্যস যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "যে-ছেলের দ্বীনদারি ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি প্রস্তাব

[১] তিরমিযি, ১০৭৫; মিশকাত, ১৪৮৬।

| দেয়—তাহলে তার কাছে বিয়ে দাও।"[১]

শাইখ আল-উসাইমিন ﷺ বলেন, "মেয়ের অভিভাবকের ওপর ফরজ হচ্ছে প্রস্তাব দেওয়া ছেলের দ্বীনদারি ও চারিত্রিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া। যদি ভালো তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে বিয়ে দেবে। আর যদি বিরূপ তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। যদি আল্লাহর সামনে এটা পেশ করা হয় যে, এই অভিভাবক শুধু দ্বীনদারি ও চারিত্রিক কারণেই এই ছেলের কাছে বিয়ে দেয়নি, তাহলে তিনি অচিরেই তার মেয়ের জন্য দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলের ব্যবস্থা করে দেবেন।"[২]

অভিভাবকের কর্তব্য হচ্ছে, তার অধীনস্থ নারীকে তাকওয়াবান ও দ্বীনদার পুরুষের কাছে বিয়ে দেওয়া।[৩] ছেলে যদি আপনার মেয়েকে ঠিকমতো ভরণপোষণ দিতে পারে, আর তার দ্বীনি হালত আপনার কাছে সন্তুষ্টজনক হয়, তবে আপনি নিশ্চিন্তে আগাতে পারেন। চাইলে এই ক্ষেত্রে নিজের সামাজিক অবস্থার (কুফু) সাথে মানানসই পাত্র তালাশ করতে পারেন। কিন্তু সেটা যেন ঘুরেফিরে বিসিএস ক্যাডার কিংবা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত এসে ঠেকে না যায়। আর বেদ্বীন কারও হাতে নিজের মেয়ে সঁপে দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। শাইখ সালিহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, **"বিয়ের ক্ষেত্রে সৎ ও দ্বীনদার পাত্র নির্বাচন করা কর্তব্য। যে পাত্র বিয়ের পবিত্রতা রক্ষা করবে ও সুন্দর দাম্পত্য-জীবন যাপন করবে। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ ছাড় দেওয়া জায়েজ নয়।** বর্তমানে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যাপক অবহেলা দেখা যাচ্ছে। এখন লোকেরা এমন ছেলেদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয় অথবা তাদের আত্মীয়দের বিয়ে দেয়, যে ছেলেরা আল্লাহকে ভয় করে না, আখিরাতের পরোয়া করে না। নারীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের স্বামীর ব্যাপারে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নারীরা এ ধরনের স্বামীদের নিয়ে সাংঘাতিক পেরেশানিতে পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিয়ের আগে তারা যদি সৎপাত্র তালাশ করত, আল্লাহ তাদের জন্য সহজ করে দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে, অথবা সৎপাত্রের ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এমনটি ঘটছে। তাই পাত্র নির্বাচনে অবহেলা করা জায়েজ নয়। কারণ, খারাপ লোক তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করবে। এমনকি স্ত্রীকে দ্বীনবিমুখ করে ফেলতে পারে।"[৪]

---

[১] তিরমিযি, ১০৮৪; সহিহাহ, ১০২২; মিশকাত, ২৫৭৯।

[২] নুরুন আলাদ দারব ফতোয়া সংকলন, বিবাহ/পাত্র নির্বাচন, প্রশ্ন নং-১৬; https://islamqa.info/bn/answers/104054

[৩] আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা, ২৪/৬২।

[৪] আল-মুনতাকা, ৪/১৯৮।

অর্থের মোহে আপনার মনে হতে পারে, ছলেবলে বড়লোকের কাছে বিয়ে দিতে পারলেই মেয়েটা সুখে গড়াগড়ি খাবে। কিন্তু আদতে ওই মেয়েটা মরার আগেই শতবার মরে যাবে। স্বামী ভালো না হলে যে কী কষ্ট, সেটা আপনি বুঝবেন না।

সিস্টার্স অনলি

এক ভাই পাত্রী দেখতে গেছেন। ফিরে এসে জানালেন অদ্ভুত কথা। পাত্রীকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী কী রান্না করতে পারেন?' পাত্রীর উত্তর ছিল—'চা রান্না করতে পারি।' আমি তো হাসতে হাসতে শেষ। চা-ও যে রান্না করা যায়, সেই কথা আমার জানা ছিল না। ওই ভাই যে-পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন, তার বয়স পঁচিশের কোঠায়। কিন্তু এখনো তিনি রান্নাবান্না জানেন না। কারণ, তার পরিবার তাকে চুলার কাছে যেতে দেয়নি। আমার ভার্সিটির এক ছোটভাই জানাল, তার বিবাহিত জীবনের দুই বছর পার হতে চলছে। কিন্তু তার স্ত্রী বাচ্চাকাচ্চা ম্যানেজ করতে পারে না। বাধ্য হয়েই সে থাকে শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি। প্রায়ই শাশুড়ি এসে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে যায়। আরেক ভাই জানালেন, বছর পেরিয়ে গেলেও স্বামীসুলভ মর্যাদা তিনি বিবির কাছ থেকে পাননি। বেচারা খুবই আপসেট তার বেখেয়ালি স্ত্রীকে নিয়ে।

আজকালকার অনেক মেয়েই জানে না কিভাবে রান্নাবাড়া ও ফ্যামিলি ম্যানেজম্যান্ট করতে হয়। তাকে শেখানো হয়নি প্রসবকালীন সময়ের করণীয় দিকগুলো কী কী। বাচ্চা লালন-পালনের পদ্ধতি, স্বামীকে সন্তুষ্ট করার উপায়, পুরুষের মনস্তত্ত্ব—কিছুই সে জানে না। অথচ সেই মেয়েই হয়তো গণিত কিংবা আরবিতে খুব পারদর্শী। বাবা-মা তাকে থিয়োরিটিক্যাল জ্ঞান অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। না পড়লে শাসন করেছেন। কিন্তু সেই পিতামাতাই তাকে শেখাননি ফ্যামিলি ম্যানেজম্যান্ট কিভাবে করতে হয়। হ্যাভলক এলিস তাই দুঃখ করে বলেছেন,

> "নারীদেরকে প্রায় প্রতিটি পেশা সম্পর্কেই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু মাতৃত্ব (motherhood) ও স্ত্রীত্বের (wifehood) মতো সর্বোচ্চ পেশা সম্পর্কে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না কখনোই।"[১]

মেয়েদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশা হলো মা ও স্ত্রীর ভূমিকা। এলিস

[১] Havelock Ellis, *Psychology of Sex*, Vol. 6, p. 520.

যাকে বলেছেন 'supreme avocation'। এই মহান দায়িত্ব সম্পর্কে একজন কুমারীর অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে। তবে একটা সমস্যা হলো কী, **বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এটাকে কখনোই নারীর দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে না। যার ফলে প্রি-ম্যারেজ প্রিপারেশন নিতে উৎসাহ বোধ করে না অনেকেই।** বর্তমান সিস্টেম নারীদেরকে শেখায়, পুরুষের সাথে ইঁদুর-দৌড়ে কিভাবে এগিয়ে যেতে হয়। অনেক উচ্চশিক্ষিত নারীই এখন চাকরি পাওয়ার আগে বিয়ে করতে চায় না। বয়স হয়ে যায় তিরিশ ছুঁই ছুঁই, কিন্তু স্বাবলম্বিতার ভূত তার মাথা থেকে নামে না। এতদিন এইগুলো ছিল পশ্চিমা-বিশ্বের সমস্যা, কিন্তু এখন মুসলিম দেশেও এটা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। নারীরা ভুলেই যাচ্ছে তাদের স্বভাবজাত দায়িত্বের কথা। তাকে বানানো হচ্ছে পুরুষের প্রতিপক্ষ বা প্রতিযোগী। অথচ সে ছিল সহধর্মী ও সহযোগী।

নারীত্ব: মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্ব (এবং সতীত্ব)

আল্লাহ তাআলা মা'র কথা আলোচনা করেছেন কুরআনের বিভিন্ন জায়গায়। উল্লেখ করেছেন তাঁর অধিকারের বিষয়টি। সূরা লুকমানে তিনি বলেন,

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۴﴾

> "আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। **তার মা কষ্টের-পর-কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে।** সুতরাং আমার এবং তোমার পিতামাতার শোকরিয়া আদায় করো। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।"[১]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ

> "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। **তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে।** তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস।"[২]

মায়ের অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কোন কোন অবদানের

[১] সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪।

[২] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৫।

কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন?

☑ অতি কষ্টে গর্ভধারণ

☑ প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে সন্তান জন্মদান,

☑ দুই বছর ধরে বুকের দুধ পান করানো। অর্থাৎ, সন্তানকে দেখভাল করে বড় করে তোলা।

এই তিনটা বৈশিষ্ট্যই মাতৃত্বের সাথে জড়িত। এসব কারণেই মায়ের সম্মান ও মর্যাদা এত বেশি। পুরুষের পক্ষে এই কাজগুলো কখনোই পালন করা সম্ভব না। আল্লাহ তাআলা সে ক্ষমতা দেননি তাদেরকে। এর জন্যে একমাত্র পার্ফেক্ট সৃষ্টি হলো নারীজাতি। কাজগুলো যে প্রচণ্ড কষ্টের, সেটাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। তার মানে, **নারীদের মর্যাদার কারণ সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে মাতৃত্বের দায়িত্ব আদায় করার কারণে।** তাকে ঘরের বাইরে কাজ করতে হবে, পুরুষের সাথে টেক্কা দিয়ে ইনকাম বাড়াতে হবে, জয়েন করতে হবে বড় কোনো কোম্পানিতে—এসব কথা আল্লাহ তাআলা বলেননি। বরং নারীসুলভ মাতৃত্বের কাজই তাকে এনে দেবে অফুরন্ত সওয়াব।

রাসূল ﷺ একবার নারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে, তারা তার জন্যে জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।' তখন এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'যদি দুটি পাঠায়?' তিনি বললেন, 'দুটি পাঠালেও।'[১] তার মানে, দুটি সন্তানও যদি মারা যায়, আর মা যদি তাতে সবর করে—তবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

নবি ﷺ জানিয়েছেন—গর্ভাবস্থায় মৃত মহিলা শহীদের মর্যাদা পাবে।[২] এ ছাড়া সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় বা প্রসবের সময়, এমনকি নিফাস চলাকালীন কোনো মুমিন নারী যদি মারা যায়, তিনিও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন ইন-শা-আল্লাহ।[৩] এখানেই শেষ না। নারীর সন্তানও তার জন্যে বিশাল সওয়াবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। **জীবিত সন্তান যেমন সদাকায়ে জারিয়া**[৪], তেমনি **মৃত সন্তান হলো জান্নাতে যাওয়ার ওসিলা।** নবি ﷺ বলেন,

> "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! গর্ভপাত হওয়া সন্তানের মাতা

[১] বুখারি, ১০১, ১২৪৯,৭৩১০; মুসলিম, ৪৭।

[২] আবু দাউদ, ৩১১১; নাসাঈ, ১৮৪৬; আহমাদ, ২৩৭৫৩।

[৩] "নিফাসী নারী, যার সন্তান নাড়ি-সহ তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যায়।" [আহমাদ, ১৬০৪১, সহিহ লিগাইরিহী]।

[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার তিনটি আমল ছাড়া সমস্ত আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমল তিনটি হচ্ছে সদাকায়ে জারিয়া, এমন ইলম—যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান—যে তার জন্য দুআ করে।" [মুসলিম, ৪৩১০]

> তাতে সওয়াব লাভের আশা করলে, ওই সন্তান তার নাভিরজ্জু দ্বারা তাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"[১]

সুবহানাল্লাহ! দুর্ঘটনাবশত গর্ভপাত হয়ে গেলেও, সেই সন্তান তার মাকে টেনে নিয়ে যাবে জান্নাতে! তার মানে, **মাতৃত্বই তার জিহাদ, মাতৃত্বই তার শাহাদাত। পুরুষরা এটা তালাশ করবে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে। আর নারীরা এটা পেয়ে যাবে ঘরে বসেই।**

এর বাইরে রইল স্ত্রীত্বের কথা। কয়েকটি হাদিস আপনার সামনে পেশ করছি:

☑ মুআয ইবনু জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি কারীম ﷺ ইরশাদ করেন—"আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! **স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর হক আদায় করতে সক্ষম হবে না।**"[২]

☑ হুসাইন ইবনু মুহসিন থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ তাঁর ফুফুকে বলেছিলেন, "স্বামীর সাথে তোমার আচরণ কেমন, তা ভেবে দেখো। কারণ, **স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।**"[৩] অর্থাৎ, স্বামী সন্তুষ্ট থাকলে জান্নাত মিলবে, আর নয়তো জাহান্নাম।

☑ আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কোনো স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা রাখবে না।"[৪]

☑ আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত অপর হাদিসে নবি কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর সে আসতে অস্বীকার করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ওই মহিলার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।"[৫]

☑ যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভালো আচরণ করে না এবং স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, তার সম্পর্কে হাদিসে এসেছে: **"তার কোনো নামাজ কবুল হয় না, কোনো নেক আমল ওপরে ওঠানো হয় না—যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হচ্ছে।"**[৬]

---

[১] ইবনু মাজাহ, ১৬০৯; আহমাদ, ২১৫৮৫; মিশকাত, ১৭৫৪।

[২] তিরমিযি, ১১৫৯; ইবনু মাজাহ, ১৮৫৩; সহিহ আল জামি, ৫২৯৫।

[৩] আবু বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ১/৫৬৭; আহমাদ, ১৯০২৫; সিলসিলা সহিহাহ, ২৬১২।

[৪] বুখারি, ২০৬৬, ৫১৯২; মুসলিম, ১০২৬; আহমাদ, ৮১৯৫।

[৫] বুখারি, ৫১৯৩।

[৬] সহিহ ইবনু হিব্বান, ৫৩৫৫; সিলসিলা সহিহাহ, ২৮৮।

ওপরের হাদিসগুলি থেকে বোঝা গেল, জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা হলো স্বামীর সন্তুষ্টি। শরীয়তের সীমার মধ্যে স্বামী যা যা আদেশ করবে, তা পালন করা স্ত্রীর জন্যে ফরজ। স্বামীই তার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। এই স্ত্রী-সুলভ (স্ত্রীত্ব) **দায়িত্বের সাথে আরেকটি জিনিস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেটা হলো সতীত্ব।** স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে লজ্জাস্থান ব্যবহার করতে না দেওয়া। কোনো পরপুরুষের সাথে গোপনে মিলিত না হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

> "আর মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"[১]

লজ্জাস্থানের একমাত্র হকদার হলো স্বামী। কুমারীত্ব কেবল তার সামনেই অর্পণ করা যাবে।[২] অন্য সকল পুরুষ থেকে তার ইজ্জত হেফাজত করতে হবে। যেসব নারীরা তাদের ইজ্জত হেফাজত করে, তারা হলো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো, নেককার স্ত্রী। **স্বামী তার স্ত্রীর দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দ দেয় এবং স্ত্রীকে কোনো নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয়। আর সে (স্বামী) যখন অনুপস্থিত থাকে, তখন সে (স্ত্রী) তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাজত করে।**"[৩]

সতীত্ব হেফাজত করা নারীদের ওপর ফরজ। নিজের ভার্জিনিটি কোনো অবৈধ পথে নষ্ট করা যাবে না। মুমিন নারী হিসেবে এটা তার অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। এর বিনিময়ে নারীরা পাবে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ। আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোনো মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে, **গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে, স্বামীর আনুগত্য করে**—তার জন্য জান্নাতের যে-কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ থাকবে।"[৪]

আল্লাহর হক আদায় করার পর বিবাহিতাদের মৌলিক দায়িত্ব তিনটি—**মাতৃত্বের হক আদায় ও স্ত্রীত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং সতীত্বের হেফাজত।** এগুলোর মাধ্যমেই সে হতে পারবে জান্নাতের অধিবাসী। জান্নাতের

---

[১] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।

[২] আমর ইবনু শুআইব রহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "স্বামী তার (নারীর) সতীত্বের মালিক।" [আবু দাউদ, ৩৫০৮; ইবনু মাজাহ, ২৩৮৮]।

[৩] আবু দাউদ, ১৬৬৪। ইমাম হাকিম বলেন, সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৪] মিশকাত, ৩২৫৪। তাখরিজুল মিশকাত গ্রন্থে (৩২৫৪) শাইখ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

যে-কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

দুজনা দুজনার

আল্লাহ তাআলা পুরুষকে বানিয়েছেন পরিবারের কর্তা। সে তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে আয়-রোজগার করবে। তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা-ফিকির করবে। অপরদিকে নারীকে বানানো হয়েছে পরিবারের হেফাজতকারী, দেখভালকারী, লালন-পালনকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

> "পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর সেটা এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে।"[১]

ঠিক একই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারীদের সম্পর্কে বলছেন,

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

> "কাজেই **সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়** এবং তাদের অবর্তমানে আল্লাহর অনুগ্রহে তার **যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে**।"[২]

অধীনস্থদের ভরণপোষণের জিম্মাদারি পুরুষের ওপর। আর পুরুষের অধীনস্থদের দেখভাল করবে নারীজাতি। রাসূল ﷺ-এর একটি হাদিস খেয়াল করুন :

> "সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল।... পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। **নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল**। সে এসব **সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে**।"[৩]

এখানে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ দুজনেই দায়িত্বশীল। দুজনেই দুজনার সহযোগী। তবে তাদের দায়-দায়িত্বের মধ্যে তফাত রয়েছে। পুরুষের জিম্মাদারি খাটা-খাটনি করা, বাইরের ঝড়-ঝাপটা সামলানো, যুদ্ধ-জিহাদ করা। আর নারীর জিম্মাদারি ঘরের ভেতর। উইল ড্যুরান্টের ভাষায় :

---

[১] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

[২] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

[৩] বুখারি, ৭১৩৮; তিরমিযি, ১৭১১; আবু দাউদ, ২৬০০।

"মহিলারা আগ্রহী হয় ঘরোয়া কাজে এবং তাদের সাধারণ আবাসস্থল হলো ঘর।"[১] আল্লাহর হক আদায়ের পর, নিজের লজ্জাস্থান, স্বামীর বাসস্থান, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার সে হেফাজত করবে। ঘরোয়া কাজের জিম্মাদারি পালন করবে। এতেই তার জন্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

> "আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে।"[২]

আল্লামা আলুসী ﷺ বলেন, "মেয়েদেরকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এর মাধ্যমেই তাদের মর্যাদা ও সাধারণ মেয়েদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়। এর সঠিক অর্থ হলো, তারা বেশিরভাগ সময় ও সাধারণত নিজের ঘরেই অবস্থান করবে। তারা খুব বেশি বাইরে গমনকারী, খুব বেশি লোকের ভিড়ে প্রবেশকারী এবং পথে-ঘাটে, বাজার-হাটে, শপিং সেন্টারে ও লোকদের ঘরে যাতায়াতকারী হবে না।"[৩]

মুফতি তাকী উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, "এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, **নারীর আসল জায়গা হলো তার ঘর**। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েজ নয়। মহানবি ﷺ-এর হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রয়োজনে তারা পর্দার সাথে বাইরে যেতে পারবে। **কিন্তু এ আয়াত মূলনীতি বলে দিয়েছে যে, নারীর আসল কাজ তার গৃহে। পরিবার গঠনই তার মূল দায়িত্ব**। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায়, তা নারী-জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থি এবং তা দ্বারা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়।"[৪]

শাইখ সালাহুদ্দীন ইউসুফ ﷺ বলেন, "এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, রাজনীতি, দুনিয়া পরিচালনা ও পরিশ্রম-উপার্জন নারীদের কর্ম নয়। **বরং তাদের প্রধান কাজ হলো, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে সুরক্ষিত থেকে গৃহকর্ম দেখাশোনা করা।**"[৫]

---

[১] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, p. 120

[২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩।

[৩] মাহমুদ আলুসী, রুহুল মাআনী, ২২/৯।

[৪] তাকী উসমানী, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/৭৯।

[৫] সালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাফসিরে আহসানুল বায়ান, পৃ. ৭৩৫।

সাইয়্যিদ কুতুব ﷺ বলেন, "আসলে এ কথা দ্বারা যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা হলো, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা গুরুত্ব সহকারে জানাচ্ছেন যে, **তাদের জীবনের জন্যে ঘরকেই মূল স্থান বলে জানতে হবে। এটাই তাদের অবস্থানক্ষেত্র। এর বাইরে যাওয়াটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র।** অর্থাৎ বাইরে বেরোনোটা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। জরুরি কোনো প্রয়োজনেই তারা বাইরে যাবে। সেখানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ থাকবে না এবং সেখানে থাকার ব্যাপারে নিজের তরফ থেকে কোনো আকর্ষণ বোধ করবে না এবং বাইরে থাকতে নিশ্চিন্তও বোধ করবে না।... **ঘরই হচ্ছে মেয়েদের পরিবেষ্টনী,** যেখানে তার প্রাণ প্রশান্তি পেতে পারে এবং **সেই প্রধান দায়িত্ব পালন করতে পারে, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেছেন।... যেহেতু ইসলাম তাদেরকে ঘরমুখী থাকতে বলেছে এবং তাদেরই পরিচর্যায় বাচ্চাকাচ্চাদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছে, এই জন্যে ইসলাম ভরণপোষণের দায়িত্ব দিয়েছে পুরুষদের ওপর।** আয়-রোজগার করে পরিবারের ভরণপোষণ করা পুরুষদের জন্যে বাধ্যতামূলক। যাতে মায়েদের লালন-পালনের দায়িত্ব পালনের সাথে আয়-রোজগারের জন্যে কষ্ট করতে না হয়। কষ্টের সময়ে তারা যেন সাহায্য পায়। মন-দিল যেন তাদের সুস্থির থাকে এবং কচি বাচ্চাদের লালন-পালনের ব্যাপারে তারা যেন নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে। ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল রাখতে পারে। ঘরের মধ্যে যেন এক শান্তির সুবাস ও হাসিখুশির পরিবেশ বিরাজ করে।"[১]

সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদুদী ﷺ বলেন, "আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, **নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। এ বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে তাকে নিশ্চিন্তে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে যেতে হবে।** কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে। আয়াতের শব্দাবলি থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবি ﷺ-এর হাদিস একে আরও বেশি সুস্পষ্ট করে দেয়।... কুরআন মাজীদের এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হুকুমের উপস্থিতিতে মুসলিম নারীদের জন্য অবকাশ কোথায় কাউন্সিল ও পার্লামেন্টে সদস্য হবার, ঘরের বাইরে সামাজিক কাজকর্মে দৌড়াদৌড়ি করার, সরকারি অফিসে পুরুষদের সাথে কাজ করার, কলেজে ছেলেদের সাথে শিক্ষালাভ করার, পুরুষদের হাসপাতালে নার্সিংয়ের দায়িত্ব সম্পাদন করার, বিমানে ও রেলগাড়িতে যাত্রীদের সেবা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হবার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তাদেরকে আমেরিকায় ও ইংল্যান্ড পাঠাবার? নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার বৈধতার সপক্ষে সবচেয়ে বেশি যে যুক্তি পেশ করা হয়—সেটি হচ্ছে এই যে, হজরত আয়িশা ﷺ উষ্ট্রযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ যুক্তি যারা পেশ করেন, তারা সম্ভবত

[১] সাইয়্যিদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, ১৬/১৫৬-১৫৭।

এ ব্যাপারে স্বয়ং হজরত আয়িশার কী চিন্তা ছিল তা জানেন না। আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল *যাওয়ায়িদুয যাহদ* এবং ইবনুল মুনযির, ইবনু আবি শাইবা ও ইবনু সাদ তাঁদের কিতাবে মাসরূক থেকে হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, হজরত আয়িশা ﵂ যখন কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে পৌঁছতেন (وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ), তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেঁদে ফেলতেন, এমনকি তাঁর উড়না ভিজে যেত। কারণ এ প্রসঙ্গে উষ্ট্রযুদ্ধে গিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন—সে কথা তাঁর মনে পড়ে যেত।"[১]

ফকিহগণ বলেছেন, "নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো তার ঘর-সংসার পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ রাখা, তার সন্তানদের প্রতিপালন-পরিচর্যা করে শিক্ষাদীক্ষা-সহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং তার স্বামীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা।"[২]

এই-যে দায়িত্বের পার্থক্যরেখা, বাইয়াত নেওয়ার সময়ে নবিজি তা পষ্ট করে দিতেন। বাইয়াতে আকাবার ঘটনা আপনার জানা আছে বোধ হয়। সাহাবিরা ওই সময়ে অনুষ্ঠিত একটি বাইয়াতের নাম দিয়েছিলেন 'বাইয়াতুন নিসা', মানে 'মহিলাদের বাইয়াত'। কারণ, সেখানে জিহাদের কথা ছিল না।[৩] উবাদা ইবনু সামিত ﵁ বলেন, "আকাবার প্রথম শপথে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, আমিও ছিলাম তাঁদের একজন। আমরা ছিলাম মোট বারো জন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে তখন মহিলাদের মতো শপথ পড়ালেন—'তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারও ব্যাপারে অপবাদ রটাবে না। আর নেক কাজে আল্লাহর রাসূলের অবাধ্য হবে না।'"[৪]

সাহাবিরা এই বাইয়াতকে বলেছিলেন মহিলাদের বাইয়াত। কারণ, তাতে জিহাদের শর্ত ছিল না। কিন্তু যখন পুরুষরা আলাদাভাবে বাইয়াত দিয়েছেন, তখন বলা হয়েছিল জিহাদের কথা। স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর জন্যে জিহাদ আবশ্যক নয়। খলিফা যদি স্পেসিফিকভাবে কাউকে নির্দেশ দেন, তবে সেটা ভিন্ন কথা। একবার উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ জিহাদের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, **'তোমাদের জিহাদ হলো হজ।'**[৫] হাদিসটি সহিহুল বুখারিতে

---

[১] সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, ১২/৪৫-৪৬।

[২] আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ, ৭/৮২।

[৩] সাহাবিরা এই বাইয়াতকে বাইয়াতুন নিসা নাম দিয়েছিলেন। কারণ, এখানে যুদ্ধের কোনো কথা ছিল না। [সীরাহ, ১/১৮২]

[৪] বুখারি, ৩৮৯৩; মুসলিম, ১৭০৯।

[৫] বুখারি, ২৮৭৫।

বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম বুখারি ﷺ এ অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন—নারীদের জিহাদ (جهاد النساء)। অর্থাৎ, নারীদের জিহাদ হলো হজ। কারণ বিভিন্ন হাদিস থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদের ওপর জিহাদ ফরজ নয়। আবার হাদিসে এ কথাও এসেছে যে, জিহাদ সর্বোত্তম আমল। তাহলে জিহাদের মতো সর্বোচ্চ আমলের ফজিলত নারীরা কিভাবে অর্জন করবে? সহজ সমাধান। হজ আদায়ের মাধ্যমেই তারা পেয়ে যাবে জিহাদের ফজিলত। এ জন্যে ময়দানের লড়াকু সৈনিক হওয়ার দরকার নেই। 'তোমাদের জিহাদ হলো হজ'—এ কথা বলে নবি ﷺ এ-কথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[১]

আয়িশা ﷺ অপর এক বর্ণনায় বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখছি জিহাদ সর্বোত্তম আমল। আমরাও জিহাদে যেতে চাই।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, '(তোমাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরুর।'[২] আরেকবার আয়িশা ﷺ জানতে চেয়েছিলেন, নারীদের ওপরে জিহাদ আছে কি না। জবাবে নবি কারীম ﷺ বলেছেন, 'হ্যাঁ, এমন জিহাদ যা-তে কোনো লড়াই নেই—হজ ও উমরা।'[৩]

জিহাদের ফজিলত লাভ করার আগ্রহকে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাগত জানিয়েছেন। সাথে সাথে এও বলে দিয়েছেন—কোন আমল করলে নারীরা জিহাদের সমান ফজিলত লাভ করতে পারবে। জিহাদের মধ্যে যেমন অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়, তেমনি হজের মধ্যেও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। এই কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যের সাথে নারীরা যদি হজ আদায় করে, তাহলে তারাও জিহাদের ফজিলত লাভ কববে।[৪]

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, সব নারীর পক্ষে তো হজ করা সম্ভব না? তাহলে কী হবে? তারা কিভাবে জিহাদের ফজিলত লাভ করবে?

তাদের জন্যে রয়েছে সহজ সমাধান। **নারীসুলভ দায়িত্ব আদায় করেই তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দি হতে পারবে।** একবার কিছু মহিলা নবিজির কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষগণ তো জিহাদের মর্যাদা লাভ করল, আমরা এমন কী

---

[১] হাদীস শরীফে নারী, আল-কাউসার, মুহাররম-১৪৩৪ (ডিসেম্বর-২০১২), https://www.alkawsar.com/bn/article/788/

[২] বুখারি, ১৫২০।

[৩] ইবনু মাজাহ, ২৯০১।

[৪] এ হাদিসে সামর্থ্যবান নারীর বেশি বেশি হজ করার ফজিলতের প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আরেক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়িশা রা. বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে বের হব না? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (না, তোমাদের জন্য) উত্তম ও সুন্দর জিহাদ হজ, মাবরূর হজ। আয়িশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী শোনার পর থেকে আমি হজ ছাড়িনি। সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৬১।

আমল করতে পারি, যার দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হব?' আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন,

> **"তোমাদের মধ্য থেকে যে নারী ঘরে অবস্থান করে পর্দায় থাকবে এবং সতীত্ব রক্ষা করবে, সে জিহাদের মর্যাদা লাভ করবে।"**[১]

গৃহস্থালির কাজগুলো করলে নারীরা জিহাদের সওয়াব পাবে বলে 'হাসান' পর্যায়ের আরও একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[২] বাচ্চা লালন-পালন, স্বামীর সেবা, নিজের সতীত্ব রক্ষা, পরিবার দেখভাল, ঘরোয়া কাজ ইত্যাদিই তাদের প্রিয় বান্দি হওয়ার মাধ্যম। নবি কারীম ﷺ কুরাইশ মহিলাদের সুনাম করেছেন দুই কারণে: ১. তারা সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল এবং ২. স্বামীর মর্যাদার উত্তম হেফাজতকারী।[৩]

সমস্যা হলো, নারীদের এই মহান পেশাগুলোকে নারীবাদীরা খুব ছোট নজরে দেখে। এগুলোকে তারা কোনো ভ্যালু দিতে চায় না। একজন নারী নিজের ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিলে তাদের কাছে সে হয়ে যায় পশ্চাদপদ! আর অফিসে টয়লেট পরিষ্কারের কাজ করলেও তাকে বলা হয় অপরাজিতা! মুফতি তাকী উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ) খুব সুন্দর করে বলেছেন, 'আশ্চর্য তামাশার বিষয় এই যে, নারী যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার রান্না করে, ঘরদোর সাজায়, তখন সেটা হয় পশ্চাদপদতা ও মৌলবাদিতা; পক্ষান্তরে এই নারী যখন বিমানবালা হয়ে চারশো পুরুষের জন্য ট্রে সাজিয়ে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লালসা-দৃষ্টির শিকার হয়, তখন সেটা হয় সম্মান ও মর্যাদা!'[৪]

লাভ হরমোন

পুরুষ যতই দুনিয়া জয় করে ফেলুক, গর্ভধারণের যোগ্যতা তার নেই। নিজের বুকের এক ফোঁটা দুধ দিয়ে সে নবজাতকের কান্না থামাতে পারবে না। সন্তান প্রতিপালনের জন্যে অবিরত যে মায়া-মমতা দরকার, সেটাও মায়ের সমপরিমাণে তার নেই। কারণ, **তার টেস্টোস্টেরন হরমোন বাই-ডিফল্ট তাকে শক্তপোক্ত করে গড়ে তোলে। অপরদিকে নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। তার মধ্যে রয়েছে অক্সিটোসিন হরমোনের বিশাল জোয়ার।** এই হরমোন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলে মায়া-মমতা-ভালোবাসা। আপনা-আপনিই সে হয়ে ওঠে সন্তানের প্রতি

---

[১] ইবনু কাসির, তাফসিরে ইবনু কাসির, ৯/৮১-৮২।

[২] ইবনু আবিদ দুনিয়া, আন-নাফাকাতু আলাল ইয়াল, ৫২৮; আমালী ইবনু বুশরান, ১১; সনদ হাসান।

[৩] বুখারি, ৫০৮২।

[৪] ইসলাহী মাওয়াইয, পৃ. ১৫৪।

অধিক স্নেহশীল। ভুলে যায় দুঃখ-কষ্টের সকল সমীকরণ। এর পেছনে রয়েছে অক্সিটোসিনের বিরাট অবদান। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে :

☑ অক্সিটোসিন নিঃসরণের ফলে প্রসবের সময় জরায়ু প্রসারিত হয়ে যায়। ফলে সন্তান জন্ম দেওয়া সহজ হয় নারীর জন্যে।

☑ সন্তান জন্মের পর নারীর স্তনে দুধ আসে এই হরমোনের কার্যকারিতার জন্যেই।

☑ পজিটিভ ফিলিংস, ইমোশন ও মুড তৈরিতে সাহায্য করে অক্সিটোসিন। ফলে মা ভুলে যায় গর্ভধারণ ও প্রসব যন্ত্রণার কথা। সন্তানের মুখের হাসি তার সকল কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে সন্তানের সাথে মায়ের সম্পর্ক মজবুত হয়।

☑ অধিক কষ্টেও এই হরমোন এনে দেয় মানসিক প্রশান্তি। তৈরি করে বিশ্বস্ততা। জন্ম দেয় মমত্ববোধ। ফলে সন্তান প্রতিপালনের মতো ঝক্কিঝামেলার কাজও নারীর জন্যে হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক। সে নিজেকে মা হিসেবে কল্পনা করে, আর তার মধ্যে বয়ে যার আনন্দের জোয়ার।

☑ অক্সিটোসিনকে বলা হয় The love hormone, এর প্রভাবেই মায়া-মমতা-ভালোবাসা সঞ্চার হয় জীবনে। আর নারীর দেহেই এটা বেশি নিঃসৃত হয়।[১]

একটা বিষয় খেয়াল করুন। অন্যান্য প্রাণীদের ছানাপোনারা জন্মের পরপরই শক্তপোক্ত হয়ে যায়। কমপক্ষে হাঁটাচলার শক্তি তো অর্জন করেই ফেলে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানবশিশু জন্মের পর থেকে বেশ কয়েক মাস হাঁটাচলা করতে পারে না। এমনকি কথাও বলতে পারে না মুখ ফুটে। নিজের প্রয়োজন বোঝানোর মতো যোগ্যতা অর্জন করতে তার কয়েক বছর লেগে যায়। একটা লম্বা সময় ধরে শিশুটি চরম অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করে থাকে। তখন তাকে চোখে চোখে রাখতে হয়। খুব যত্নের সাথে দেখভাল করতে হয়। কান্নার আওয়াজ শুনেই বুঝে নিতে হয়, এটা ক্ষুধার সিগন্যাল নাকি কষ্টের বার্তা। এই-যে চোখে চোখে রাখা, যত্ন নেওয়া, অধিক সতর্ক থাকা, কান্নার ভাষা বোঝা—এটা মায়ের পক্ষেই বেশি সহজ। ব্যাপারটা আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক।

☑ পুরুষের শরীরে রয়েছে টেস্টোস্টেরন হরমোনের বিশাল প্রভাব। এটার নামই পুরুষালি হরমোন। এর ফলে তার মধ্যে সহনশীলতা নারীদের তুলনায় কিছুটা কম দেখা যায়।[২] সে কিছুটা এগ্রেসিভ মনোভাব ধারণ করে। স্ট্রেস, হতাশা

---

[১] Oxytocin : The love hormone, *Harvard Health*, June 13, 2023

[২] Correlation Between Personality Traits and Testosterone Concentrations in Healthy Population, *National Library of Medicine*, 2015 Jul-Sep; 37(3): 317–321.

ও নেগেটিভ উদ্দীপনার সময় পুরুষ হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক।[১] অপরদিকে অক্সিটোসিনের প্রভাবে নারী তার কষ্ট ভুলে যায় খুব দ্রুত। সন্তানকে বড় করে তোলার জন্যে দীর্ঘমেয়াদি যে মুজাহাদার দরকার পড়ে, সেটা কেবল নারীর পক্ষেই সম্ভব।

☑ বাবার অক্সিটোসিন হরমোন মায়ের তুলনায় খুবই কম। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে অক্সিটোসিনের মাত্রা ১.৫৩ (pg/ml), আর প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ৪.৫৩ (pg/ml)।[২] তার মানে, প্রকৃতিগত কারণেই পুরুষ নারীর চেয়ে কম প্রেমময় হবে। তার মধ্যে মায়া-মমতা অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যাবে। অক্সিটোসিনের প্রভাবে মা যতটা সহজে সন্তান পালনের কষ্ট ভুলে যেতে পারবে, বাবা তা পারবে না। এই ক্ষেত্রে সে কখনোই মায়ের বিকল্প নয়।

☑ University College London এর গবেষকরা দেখিয়েছে, টেস্টোস্টেরন হরমোনের প্রভাবে পুরুষরা বেড়াগিরি একটু বেশিই দেখিয়ে থাকে।[৩] অল্পতেই তার ইগোতে আঘাত লেগে যায়। অপরদিকে নারীর মন অতিশয় কোমল। বিশেষ করে সন্তানের বেলায় সে তুলোর মতো আচরণ করে। এর মাধ্যমে একজন শিশু পায় বছরের-পর-বছর ধরে যথাযথ পরিচর্যার সুযোগ।

☑ নারীরা মাল্টিটাস্কিং কাজে পারদর্শী। এই ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে তারা বেশি গোছালো। **মাল্টিপল কাজে তাদের মেজাজ বিগড়ায় কম।** শান্ত রাখতে পারে নিজেকে।[৪] যার কারণে **একইসাথে বাচ্চাকাচ্চা পালন, রান্নাবাড়া ও স্বামীর যত্নআত্তিতে প্রাকৃতিকভাবেই তারা পারদর্শী। তাদের ফিজিওলজি এই কাজের জন্যে ফিট।** কিন্তু পুরুষের মেজাজ এই ক্ষেত্রে খিটখিটে হতে বাধ্য। ওই-যে বললুম—টেস্টোস্টেরনের কথা। এই হরমোন তাকে বিগড়িয়ে দেয় তাড়াতাড়ি।[৫]

☑ নারীরা কেয়ারিং স্বভাবের বেশি হয়। নিউরো-সাইন্টিস্টরা বলেছেন,

---

[১] Chen P, Coccaro EF, Jacobson KC. Hostile attributional bias, negative emotional responding, and aggression in adults: moderating effects of gender and impulsivity. Aggressive Behav. 2012; 38(1) : 47–63.

[২] Etsuro Ito, Rei Shima, Tohru Yoshioka, A novel role of oxytocin: Oxytocin-induced well-being in humans, *National Library of Medicine,* 2019; 15: 58–63.

[৩] Too Much Testosterone Linked to Inflated Ego: Study, *Health Day,* Feb 01, 2012

[৪] Andrew Carr, Leamington Spa, Are women really better at multitasking?, *Science focus*

[৫] Dr. Bibi Alia et al., Psychological behavior of Male and Female and its dynamics in Islam, *The Islamic Culture,* Volume: 47, Issue: 1

জন্মগতভাবেই মেয়েরা এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।[১] এই গুণটিও পারিবারিক জীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের প্রতি কেয়ারিং মনোভাব না থাকলে, সে পরিবার কখনোই আদর্শ সন্তানের কেন্দ্রস্থল হতে পারবে না। আর এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে নারীকেই। পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে মা যতটা যত্নআত্তি করবে, বাবার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

নারীরা মাতৃত্বের দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে প্রাকৃতিকভাবেই ফিট। এর জন্যে তাকে ফিতরাতের সাথে যুদ্ধ করার দরকার নেই। আল্লাহ তাকে এইসব মেয়েলি গুণ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এই জন্যেই সে নারী। দার্শনিক উইল ড্যুরান্ট বলেন,

> "নারীর বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে প্রজাতিকে (টিকিয়ে রাখার জন্যে) সেবা দেওয়া। আর পুরুষের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে নারী ও শিশুর দেখভাল করা। তাদের অবশ্য আরও কাজ থাকতে পারে। **কিন্তু প্রজ্ঞা তাদেরকে এসব দায়িত্বেরই অধীন করে দিয়েছে। এইসব মৌলিক ও অবচেতন উদ্দেশ্যের মধ্যেই প্রকৃতি আমাদের জন্যে রেখেছে গভীর তাৎপর্য এবং প্রশান্তি।**"[২]

মায়ের যা ভূমিকা, সেটা বাবার দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। **মায়ের বিকল্প কেবল মা-ই। নারীর বিকল্প কেবল নারীই।** কিন্তু একজন নারী যখন উটকো ঝামেলা কাঁধে নিয়ে তার নারীসুলভ মহান পেশা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন লাভটা কী হচ্ছে? ড. আলিয়া এই ব্যাপারে কিছু সওয়াল উঠিয়েছেন :

- ☑ নারীর ওপর যদি ঘরের কাজ বাদ দিয়ে রাজ্যের কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাকে বহুমাত্রিক ঝামেলার সাথে জড়িয়ে যেতে হবে। এগুলো তার প্রকৃত দায়িত্বের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। এর ফলে তার মাতৃত্বের দায়িত্বে নানা ধরনের ক্রাইসিস তৈরি হবে। একইসাথে সে ঘর এবং বাহিরের কাজে কি সমানতালে মনোযোগী হতে পারবে?
- ☑ মা শুধু রান্না করেন না, তিনি খেয়াল রাখেন কী কী রান্না করতে হবে। বাচ্চার জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ওপর ভিত্তি করেই তিনি রান্নার তালিকা প্রস্তুত করে থাকেন। পরিবারের সদস্য এবং বাচ্চাকাচ্চারা সরাসরি নারীদের অধীনে প্রতিপালিত হয়। ফলে মায়ের অনুপস্থিতিতে একটি শিশু এবং গোটা পরিবার পড়ে যায় স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। মায়ের ভূমিকা ছাড়া একটি পরিবারে কখনোই অভ্যন্তরীণ শান্তি আসতে পারে না।
- ☑ মানুষের সাইকোলজি সরাসরি তার আশপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

---

[১] Neuroscientists have shown that females are biologically more caring than males- *The Social Science Journal,* Volume 51, Issue 3, September 2014, pp. 350-360.

[২] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy;* p. 119

স্নায়বিক পীড়া (Neuroticism) শব্দটি আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন। এটি তৈরি হয়—ডিপ্রেশন, রাগ-ক্ষোভ, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি নেগেটিভ আবেগ এবং চিন্তাভাবনা থেকে। অপ্রিয় অবস্থার মধ্যে পড়লে এই রোগ বাড়তে থাকে। অপরদিকে সহানুভূতি, মায়া-মমতা, সহযোগিতা এবং সামাজিক মেলবন্ধন বাচ্চার মধ্যে স্থিরতা এনে দেয়। তার সুস্থ বিকাশ হয়।[১]

বলুন তো, ছোট্ট শিশু কি মায়ের দেখা না পেলে অনিশ্চয়তায় ভোগে না? মাতৃত্বের ছোঁয়া না পেলে তার মেজাজ কি খিটখিটে হয়ে যায় না? **কাজের বুয়া কি ভালোবাসার ক্ষেত্রে ততটা আন্তরিক হতে পারবে, যা একজন গর্ভধারিণী মা তার সন্তানকে দিয়ে থাকে?** কক্ষনো না। যে মহিলা প্রচণ্ড কষ্ট করে সন্তানকে জন্ম দিয়েছে—তার ফিলিংস, আর ভাড়াটে শ্রমিকের ফিলিংস কখনোই সমান হবে না। ফলে বাচ্চার মধ্যে ভালোবাসা, মায়া-মমতা, সহানুভূতি ও যত্নআত্তির ঘাটতি দেখে দেবে। মায়ের বিকল্প হিসেবে যাকেই আনা হোক না কেন, সে মায়ের মতো মমতা দিয়ে সন্তানকে দেখভাল করতে পারবে না। একটা দায়সারা কাজ করে বেতন নিয়ে চলে যাবে। ফলে সন্তানের মধ্যে দেখা দেবে স্নায়ুবিক পীড়া। তার সুস্থ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। সাইকোলজিক্যাল নানান সমস্যা নিয়ে সে বেড়ে উঠবে।

☑ প্রফেসর উইলসন জানাচ্ছেন, যারা সিঙ্গেল প্যারেন্টের কাছে লালিত-পালিত হয়, তাদের মধ্যে হতাশা, উগ্রতা, রুক্ষতা, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।[২] তাহলে যারা মা-বাবার সংস্পর্শ ঠিকমতো পায়-ই না, তাদের অবস্থা কেমন হবে?

☑ রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির চিফ প্রটেকশন অফিসার Christian Cardon বলেছেন, যেসব বাচ্চারা বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সংস্পর্শ পায় না, তাদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়। পাশাপাশি তারা বঞ্চিত হয় নিবিড় যত্ন এবং সঠিক শিক্ষা থেকে।[৩]

☑ ইউনিসেফ জানাচ্ছে, যেসব শিশুদেরকে লম্বা সময় ধরে পিতামাতাহীন আবাসিক পরিচর্যার অধীনে রাখা হয়, তাদের শ্রবণশক্তি, সামাজিক আচরণ ও ইমোশনাল স্বভাবের ক্ষেত্রে বিকৃতি দেখা দেয়। বিশেষ করে তিন বছরের কম বয়সি বাচ্চাদেরকে পিতামাতা থেকে দূরে রাখলে এই সমস্যাটা বেশি

---

[১] Dr. Bibi Alia et al., Psychological behavior of Male and Female and its dynamics in Islam, *The Islamic Culture,* Volume: 47, Issue: 1

[২] Percentage of Births to Unmarried Women, *Center for Equal Opportunity,* 26, 2020

[৩] Addressing challenges of children without parental care in conflict settings, *OCHA,* 7 Dec 2021

হয়।[১]

☑ *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, পিতামাতার সান্নিধ্য ছাড়া যারা বেড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ, ঘনঘন মুড সুইং, সিজোফ্রেনিয়া, হতাশা, চারিত্রিক অধঃপতন ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।[২]

☑ একটা প্রতিষ্ঠান যখন একই নিয়মে অনেকগুলো বাচ্চা লালন-পালন করে, তখন শিশুদের স্বাভাবিক ফিতরাত বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। একটি সিস্টেমের অধীনে থাকার কারণে, বিকৃত সামষ্টিক চরিত্র নিয়ে সন্তান বেড়ে ওঠে। জন্মগতভাবে তার মধ্যে যে বিশেষত্ব ছিল, সেটা বিলীন হয়ে যায় ধীরে ধীরে। একটা ফিক্সড রুটিন থাকার কারণে, বাচ্চারা নিজেদের চয়েজ মোতাবেক যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারে না।[৩]

☑ শিশুর সাথে মায়ের প্রাথমিক বন্ধন স্থাপিত হওয়ার পর যখন তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন তার মধ্যে Reactive attachment disorder (RAD) দেখা দেয়। এর আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন : সহানুভূতিশীল পিতামাতার সংস্পর্শ না পাওয়া, ভিন্ন ভিন্ন জনের দ্বারা লালিত-পালিত হওয়া, এমন কারও অধীনে থাকা—যিনি আবেগ দ্বারা শিশুর সাথে মমতার বন্ডিং তৈরি করতে পারেন না ইত্যাদি। এতিমখানা, চাইল্ড কেয়ার কিংবা ভাড়াটে মায়ের অধীনে বেড়ে ওঠা শিশুদের ক্ষেত্রে এটি ব্যাপক হারে লক্ষ করা যায়। এই সমস্যার কারণে শিশুদের মধ্যে বদমেজাজ, অবসাদ, ক্ষুধামন্দা, অমনোযোগিতা, হতাশা, মানসিক সমস্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।[৪]

কাজের বুয়া, চাউল্ড কেয়ার কিংবা আত্মীয়ের কাছে বেড়ে ওঠা বদমেজাজি, রুক্ষ, উগ্র ও স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত সন্তানরাই ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দিনকে দিন পশ্চিমে বাড়ছে খুন-খারাবি, সন্ত্রাস ও ধর্ষণের মতো অপরাধ। সাইয়্যিদ কুতুব ﷺ বলেন, “মাকে যদি আয়-রোজগারের জন্যে কঠোর পরিশ্রম ও নানা ধরনের কঠিন কাজ করতে হয়, তবে সে তার কোমলতা হারিয়ে ফেলবে। নমনীয়তা ও মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।... তার পক্ষে

---

[১] Children lacking parental care, *UNICEF,* https://www.unicef.org/greece/en/children-lacking-parental-care

[২] Parental mental health problems, *National Society for the Prevention of Cruelty to Children,* 26 Jul 2021

[৩] Children in alternative care, *UNICEF,* https://www.unicef.org/protection/children-in-alternative-care

[৪] Reactive Attachment Disorder (RAD), Cleveland Clinic, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17904-reactive-attachment-disorder

ঘরের পরিবেশকে মনোরম, সুবাসিত ও হাস্যমুখর রাখা সম্ভব হবে না। বাচ্চার হক আদায় করা এবং নিপুণভাবে বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে না।... এটা সত্য যে, ঘরের শান্তি-সম্প্রীতি নারীরাই গড়ে তোলে। স্ত্রীর হাস্যমুখরিত চেহারাই ঘরের বাতাসে সুরভি ছড়ায়। স্নেহ-মায়া-মমতার পরশ বুলিয়ে দেয়। ঘরের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হচ্ছে স্নেহময়ী মা। করুণাময়ী মা তার সকল শ্রমশক্তি ঘরের অঙ্গনকে সুন্দর ও সুষমাময় করার জন্যে বিলিয়ে দেয়। তার আত্মার সকল আবেগ ঢেলে দিয়ে বাড়ির গোটা পরিমণ্ডলকে সাজাতে থাকে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিস পূর্ণাঙ্গ হবে না, যতক্ষণ তার সকল সাধনা এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হবে।... অপরদিকে **এইসব দায়িত্ব বাদ দিয়ে নারী যখন বাইরের জীবনকে প্রাধান্য দেয়... তখনই এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নেমে আসে এক অবশ্যম্ভাবী অকল্যাণ ও দুঃখ-বেদনা।** তাই তো আমরা আধুনিক সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তাদের গোটা পারিবারিক জীবন বিগড়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে অশান্তি, অধঃপতন ও সর্বদিক থেকে অকল্যাণ নেমে আসছে।"[১]

উপার্জন তো পুরুষও করতে পারে। প্লেন চালানোর জন্যে নারী পাইলট আবশ্যক নয়। অফিস-আদালত-ব্যবসা-বাণিজ্য-বাজার-ঘাট ছেলেরা দিব্যি চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু একজন মায়ের ভূমিকা সে পালন করতে পারবে না কখনোই। একটা গাড়ির ইঞ্জিন নারী ড্রাইভারের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু একটা পরিবারের ইঞ্জিন নারীর সংস্পর্শ ছাড়া অচল হতে বাধ্য। স্ত্রীর ভূমিকা, মায়ের ভূমিকা, সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয়ে তার কোনো অল্টারনেটিভ নেই। নারী যখন এইসব বিকল্পহীন কর্মক্ষেত্রগুলো ফাঁকা রেখে অন্যত্র মনোযোগী হবে, তখন এই আসনগুলো কে পূর্ণ করবে? নারী যদি তার মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে না চায়, বাচ্চা লালন-পালনে অনাগ্রহী থাকে, ফ্যামিলি ম্যানেজম্যান্টে সময় না দেয়—তবে এইসব মহান পেশার হাল কে ধরবে?

আধুনিকতার গোলকধাঁধায় পড়ে মাতৃত্বকে আমরা সম্মান দিতে শিখিনি। অথচ এটাই সবচেয়ে মহান ও সম্মানজনক পেশা। ড. আবদুর রউফের ভাষায়: 'মমতাময়ী মা এবং সফল স্ত্রী হওয়ার চেয়ে একজন (নারীর জন্যে) মহৎ এবং সম্মানজনক আর কিছুই নেই।'[২] সম্মানিত বোন আমাতুল্লাহ তাসনীম লিখেছেন, "মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা—আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব বহন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর যে দায়িত্ব তা হলো

[১] ফী যিলালিল কুরআন, ১৬/১৫৭।

[২] Muhammad Abdul-Rauf, Ph.D, *The Islamic View of Women and The Family*, p. 59

সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রসব। কে পালন করবে এ মহা দায়িত্ব? আমাদের আল্লাহ এজন্য পুরুষের পরিবর্তে নারীকে নির্বাচন করেছেন এবং নারীর দেহসত্তা ও মানসসত্তাকে সেভাবেই তৈরি করেছেন। তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক প্রতিপালন, তার শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। দুনিয়ার মানুষ গর্ব করে বলে, আজকের শিশু আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক। আমরা বলি, আজকের শিশু হলো আগামী দিনের আদর্শ মা, আদর্শ বাবা এবং আলিমে দ্বীন, দাঈ ইলাল্লাহ ও মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ। তো কে পালন করবে শিশুকে গড়ে তোলার এ মহা দায়িত্ব? এখানেও নারীর ভূমিকাই বড়। এজন্যই ইসলাম নারীকে জীবিকার দৌড়ঝাঁপ থেকে এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেন সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব স্বস্তির সঙ্গে, নিরাপত্তার সঙ্গে এবং মর্যাদার সঙ্গে পালন করে যেতে পারে। পুরুষের কর্তব্য নারীর এই ত্যাগ ও কুরবানিকে কৃতজ্ঞচিত্তে মূল্যায়ন করা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কৃতার্থতার সঙ্গে পালন করে যাওয়া।"[১]

মাতৃত্বের দায়িত্ব নারীর জন্যে জিহাদ সমতুল্য। যে পুরুষটা আগামী দিনের মুজাহিদ হবে, তাকেও জন্ম দেবে কোনো-না-কোনো নারী। তাকে প্রস্তুত করবে কোনো-না-কোনো নারী। কালকের সালাহউদ্দীন আইয়ূবী বাইতুল মাকদিস জয় করে যা অর্জন করবে, তার মা সেই সওয়াবের ভাগীদার হবে ঘরে বসেই।

এখন অনেকেই নারীবাদীদের মতো বলতে পারে, আপনি কি অর্ধেক জনসংখ্যাকে নিষ্কর্মা রেখে দিতে চান?

কেন, নারীদেরকে তো আমরা ঘরে বসিয়ে রাখিনি। তারা ঘরের ভেতরে চরম কষ্ট-মুজাহাদা করে সংসার সামলাচ্ছে, বাচ্চা লালন-পালন করছে, পরিবারের সদস্যদের সেবা দিচ্ছে—এগুলো কি কাজ নয়? এগুলোর কি কোনো ইকোনোমিক ভ্যালু নেই? কয়েকটি উদাহরণ দিই আপনাকে। তাহলে ব্যাপারটা ধরতে পারবেন।

☑ মাকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার কারণে, সন্তান দেখভালের জায়গাটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই শূন্যতা পূরণে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের সংস্থা এবং স্কুল-কলেজও এ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এইসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল চাইল্ড কেয়ার মার্কেট। ২০১৮ সালে এই মার্কেটের ভ্যালু ছিল ৩৩৯ বিলিয়ন মার্কিন

[১] ইসলাম ও নারী-২, মাসিক আল কাউসার, জুন ২০১১

ডলার। ২০২২ সালে তা ৫২০ বিলিয়ন হয়েছে।[১] এই মার্কেটের সবচেয়ে বড় জায়গায় হলো উত্তর আমেরিকা, আর সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু মার্কেট হলো এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল।[২]

☑ একটা বাচ্চাকে সেবা না-হয় চাইল্ড কেয়ার কিংবা কাজের বুয়ার মাধ্যমে দেওয়া হলো, কিন্তু তার খেলাধুলার উপকরণও তো দরকার! বড় পরিবার থাকলে বাবা-মা-দাদা-দাদি-ফুপু-চাচা ইত্যাদি মানুষের কোলে চড়ার সুযোগ পেত। কিন্তু এখন তো যৌথ পরিবারের দিন শেষ, একক পরিবারের বাংলাদেশ। এইক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণ করবে কে? এইখানে চলে এসেছে নানান ব্যবসায়িক পণ্য। গেমিং সামগ্রী নিয়ে গড়ে উঠেছে আরেকটি বিশাল ইন্ডাস্ট্রি। বছরে ওরা হাতিয়ে নিচ্ছে ১২২.৯০ বিলিয়ন ডলার।[৩] এর বাইরে গ্লোবাল কিডস মার্কেট ভ্যালু ৬৫.৮ বিলিয়ন ডলার। ২০৩১ সালে এটা ৮৯.৫ বিলিয়ন ক্রস করবে।[৪]

এটা শুধু বাচ্চাদের খেলাধুলা ও বিনোদন-কেন্দ্রিক ব্যবসা। বুঝতে পারছেন, মাতৃত্বের জায়গায় কী পরিমাণ আর্টিফিশিয়াল জিনিস এসে টাকা হাতিয়ে যাচ্ছে? আমরা ভাবছি, টাকা ইনকাম করলেই বুঝি সংসারের রোজগার বাড়ে। অথচ সন্তান প্রতিপালনের জন্যে যে জলের মতো টাকা চলে যায়, সে হিসেব কে রাখে? স্কুলের বাইরে এক্সট্রা কেয়ার, কাজের বুয়া কিংবা চাইল্ড কেয়ার হোম, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদির পেছনে গচ্চা যায় বিশাল টাকা।

☑ যুক্তরাজ্যের একটি দম্পতি তাদের ইনকামের প্রায় ৩৩.৮% ব্যয় করে চাইল্ড কেয়ারের পেছনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর পরিমাণ ২৫.৬%। তবে সিঙ্গেল গার্ডিয়ান হলে তার ইনকামের ৫২.৭% চলে যায় চাইল্ড কেয়ারের পেছনে। ফুলটাইম কেয়ারে রাখলে প্রতি বছর সেখানে খরচ হয় ৯,৫৮৯ ডলার। শুনলে অবাক হবেন, এটা স্টেট কলেজের টিউশন ফি'র (৯,৪১০$) চেয়েও বেশি।[৫] ২০২২ সালে গ্লোবালি এই খরচের ভ্যালু ছিল ২০২.৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে তা ২১৪.২ বিলিয়নে ঠেকেছে। ২০৩২ সালে তা হবে

---

[১] Global Child Care Opportunities and Strategies Market, *The Business Research Company,*

[২] Child Care Market Size & Share Analysis: Growth Trends & Forecasts (2024-2029), *Mordor Intelligence,* July 2019.

[৩] Toys & Games-Worldwide, https://www.statista.com/outlook/cmo/toys-hobby/toys-games/worldwide

[৪] Allied Market Research, Kids Toys Market Research, https://www.alliedmarketresearch.com/kids-toys-market-A06531

[৫] The costs of child care around the world, CNN

৩৩১.৩ বিলিয়ন ডলার।[১]

একজন মা বিনামূল্যে তার পরিবারকে এই সেবা দিয়ে যান। সেটাও আবার অকৃত্রিমভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে। পুঁজিবাদ কখনো এই নিঃস্বার্থ সেবাকে গোনায় ধরে না। ফলে একজন ফুলটাইম মাকে সে মনে করে বেকার। অথচ মাতৃত্বের সেবার ভ্যালু অনেক অনেক বেশি। সেটা যেমন টাকার অঙ্কের হিসাবে, ঠিক তেমনি অকৃত্রিম সেবার দিক থেকেও। এত বড় অর্থনৈতিক অবদান রাখার পরেও ঘরের নারীকে যদি নিষ্কর্মা মনে করেন, তবে আপনার রুকইয়া করা একান্ত জরুরি। আজই ঝাড়ফুঁক করে নারীবাদের ভূত মাথা থেকে নামান।

কী লাভ হচ্ছে মাকে বাইরে পাঠিয়ে? মা-বাবা যা উপার্জন করে আনছে, সেটার সিংহভাগই চলে যাচ্ছে বাচ্চাকাচ্চা লালন-পালনের পেছনে। মা যদি বিনামূল্যে এই দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দিত, তবে তো সেই একই রকম আর্থিক হালত বজায় থাকত পরিবারে। কী লাভ হলো সন্তানগুলোকে মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে? কী লাভ হলো, পুরো একটি জেনারেশনকে কাজের বুয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে?

শ্রেষ্ঠ পাঁচ

নবি ﷺ একবার চারটি দাগ টেনে বললেন, 'তোমরা কি জানো, এটা কী?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তখন নবিজি বললেন, 'জান্নাতের সবচেয়ে সম্মানিত নারী হলেন (চারজন)—খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ, মারইয়াম বিনতু ইমরান এবং ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতু মুযাহিম।'[২]

সিরিয়ালে প্রথমেই আছেন আম্মাজান খাদিজা ﵂। রাসূল ﷺ-এর জীবনে এই মহীয়সীর প্রভাব ছিল অনেক বেশি। তিনিই সর্বপ্রথম নবিজির ওপর ঈমান এনেছেন। তাঁকে সত্যায়ন করেছেন।[৩] মক্কার সবাই যখন নবিজিকে দুরদূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন তিনিই তাঁকে আগলে রেখেছিলেন পরম ভালোবাসায়। রাসূল ﷺ নিজে এই কথার সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন: 'আল্লাহর কসম! যখন মানবজাতি আমার (নবুওয়তের) প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিল, সে সময় আমার ওপর ঈমান এনেছিল খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ। কাফিররা যখন আমাকে বিতাড়িত করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল, সে সময় খাদিজাই আমাকে আশ্রয়

[১] Global Child Care market Overview, https://www.marketresearchfuture.com/reports/child-care-market-12008

[২] আহমাদ, ১২৩৯১; তাবারানি, আল-কাবীর, ১৮৪৩৭; সহিহ আল জামি, ৩৩২৮।

[৩] তাবারানি, ১০৯৬।

দিয়েছিল।'[১]

আজকের ফেমিনিস্টরা তাঁর কাছ থেকে শুধু ব্যবসার প্রেরণা নেয়। অথচ স্বামীর খেদমতের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, তার ধারেকাছেও আসতে চায় না। চাওয়ামাত্রই খাদিজা ﵂ তাঁর ধন-সম্পদ উজাড় করে দিয়েছেন। কখনো প্রশ্ন করেননি। কৈফিয়ত চাননি স্বামীর কাছে। বরং সর্বাত্মক খেদমত করে গেছেন জীবনভর।[২] আম্মাজান খাদিজা ﵂ ব্যবসা পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কিভাবে করেছেন? দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে? নিজে নিজে প্রোডাক্ট সেল করে? নিজের কণ্ঠ কিংবা শরীর দেখিয়ে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে? (নাউযুবিল্লাহ)

এগুলোর কোনোটিই তিনি করেননি। লোক রেখেছেন, ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছেন, ঘরে থেকে পরিচালনা করেছেন ব্যবসার কারবার। দেশে দেশে সফর করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু আমাদের ফেমিপুরা[৩] কি এই পদ্ধতি ফলো করে? তারা তো নিজেই প্রোডাক্ট হয়ে যায় খদ্দেরের সামনে! যারা নিজেদের বেহায়াপনাকে জায়েজ করার জন্যে আম্মাজানকে সামনে আনে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে! আম্মাজান ব্যবসা পরিচালনা করেছেন ঈমান কবুলের আগে। ঈমান আনার পর তিনি হয়েছেন পুরোদস্তুর একজন ঘরনি। এরপর তাঁর সমুদয় সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়েছেন দ্বীনের জন্যে। এই দিকটা আশা করি ফেমিপুরা খেয়াল রাখবেন। ঈমান কবুলের পর নিজেদের অর্জিত সম্পদ দান করে, নিজেকে বিবি খাদিজার অনুসারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

এরপর যে নারীর কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ। প্রচণ্ড টানাপোড়েন ছিল এই মহীয়সী নারীর সংসারে। তাই প্রচুর খাটাখাটনি করতে হতো। কাজে সহায়তার জন্যে তাঁর স্বামী আলি ﵁ কোনো বুয়া বা দাসীর বন্দোবস্ত করে দিতে পারেননি।[৪] ফাতিমা ﵂ একাই ঘরের কাজ সামলেছেন, পানির মশক বহন করেছেন, সন্তান লালন-পালন করেছেন। যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। কষ্ট লাঘব করার জন্যে গোলাম চাইতে গিয়েছিলেন পিতার কাছে। কিন্তু ফাতিমার চেয়ে গোলাম পাওয়ার হকদার বদরী সাহাবিরা বেশি ছিল। তাই নবিজি তাঁকে গোলাম না-দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যিকিরের আমল।[৫] এতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন ফাতিমা-তুয-যাহরা ﵂।

---

[১] বুখারি, ৩৮২১; মুসলিম, ২৪৩৭।

[২] সালেহ আহমাদ শামী, বিশ্বনবি মুহাম্মাদ, পৃ. ১২৭।

[৩] ফেমিনিস্ট আপুর সংক্ষিপ্ত রূপ। ফেমিনিস্ট আপু = ফেমিপু।

[৪] আবুল হাসান আলি নদভি, হজরত আলি : জীবন ও খিলাফত, পৃ. ৪৫।

[৫] নবি ﷺ তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন, "তোমরা যা চেয়েছিলে, আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দেবো না? তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার', তেত্রিশ বার

একজন স্ত্রী ও মা হিসেবে তাঁর যে দায়িত্ব ছিল, সেটাই তিনি পালন করে গেছেন। সংসারে আয়-রোজগার বাড়ানোর জন্যে চাকরি করার প্রয়োজন বোধ করেননি। আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব হিসেবে ঘরে থেকেই সন্তান পালনে মনোযোগী হয়েছেন। তাঁর আঁচলের ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন জান্নাতী যুবকদের দুই সর্দার—হাসান এবং হুসাইন ﷺ।[১]

এর পরের সিরিয়ালে আছেন মারইয়াম বিনতু ইমরান ﷺ। তিনি ঈসা ﷺ-এর মা। তাঁর পরে রয়েছেন ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া। তিনি চরম পাপিষ্ঠ স্বামীর ঘরেও জ্বালিয়ে রেখেছিলেন ঈমানের বহ্নিশিখা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাঁর উদাহরণ পেশ করে বলেন,

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾

> "আল্লাহ মুমিনদের জন্য উপমা পেশ করছেন ফিরাউনের স্ত্রীর। তিনি বলেন—হে আল্লাহ, আমার জন্য জান্নাতে আপনার কাছে একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যাবলি থেকে রক্ষা করুন এবং জালিম জনগোষ্ঠী থেকে রক্ষা করুন।"[২]

এর পরের আয়াতেই বলা হয়েছে মারইয়াম ﷺ-এর কথা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণটাও জানা যাবে এখান থেকেই :

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

> "(আল্লাহ আরও উদাহরণ পেশ করেন) ইমরান-কন্যা মারইয়ামের, **যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল,** ফলে আমি তাকে আমার রুহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তার রবের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা

'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ে নেবে। এটা খাদেম অপেক্ষা অনেক উত্তম।" [বুখারি, ৩৭০৫]

[১] নবি ﷺ বলেন, 'একজন ফেরেশতা, যিনি আজকের এ রাতের আগে কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমার জন্য এ সুখবর বয়ে আনার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনুমতি চেয়েছেন যে, ফাতিমা জান্নাতী নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা।' [তিরমিযি, ৩৭৬৮; সিলসিলা সহিহাহ, ৭৯৬]

[২] সূরা তাহরিম, ৬৬ : ১১।

স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"'[১]

সতীত্ব বজায় রাখার কারণে, আল্লাহ তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন।[২] তাঁর পেট থেকেই জন্ম নিয়েছিল ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ।

এই চার মহীয়সী নারীর সাথে আরেকজনের কথা বলতেই হয়। তিনি হলেন আয়িশা বিনতু আবু বকর ﷺ। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে নবি কারীম ﷺ বলেন, 'আয়িশার মর্যাদা অন্যান্য নারীদের ওপর এমন, যেমন সারিদ-এর মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ওপর।'[৩]

আয়িশা ﷺ-এর বিয়ে হয়েছিল ছয় বছর বয়সে। নয় বছর বয়সে আল্লাহর রাসূল তাঁকে ঘরে উঠিয়ে নেন।[৪] এরপর থেকে তিনি ঘরনি হয়েই থেকেছেন। বর্তমান জামানায় নারীরা যাকে ক্যারিয়ার বলে, এর সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না তাঁর। এইসব চিন্তা থেকে মা আয়িশা ﷺ ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি ছিলেন স্বামীর খেদমতগার, একান্ত অনুগত একজন নারী।

আয়িশা ﷺ-সহ মোট পাঁচজন মহীয়সীর কথা আমরা বললাম। তাঁরা সবাই নারীত্বের দায়িত্ব পালন করে বিখ্যাত হয়েছেন। আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার জন্যে ব্রাইট ক্যারিয়ার কিংবা অফিসের বড় পোস্ট কোনো শর্ত না। শর্ত হলো নারীসুলভ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। এখানেই নারীদের কামিয়াবি। ঘরোয়া কাজেই তাদের প্রকৃত সফলতা।

আমরা যা বলি

এবার মূলকথায় আসি। বিয়ের আগেই মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের বিষয়ে ধারণা অর্জন করে ফেলতে হবে। বিভিন্ন বইপত্র বাজারে আছে। বই পড়তে না চাইলে, যেতে হবে অভিজ্ঞদের কাছে। তবে সেই অভিজ্ঞজনকে অবশ্যই দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। দ্বীনদার না হলে নানান উলটাপালটা বুদ্ধি মাথায় ঢুকিয়ে দেবে। বিশেষ করে স্টার-জলসা-মার্কা নারী বুদ্ধিজীবী হলে তো কথাই নেই! জীবন ত্যানাত্যানা হয়ে যাবে ওসব চিন্তকদের কথা শুনলে। যা-ই হোক, আমি

---

[১] সূরা তাহরিম, ৬৬ : ১২।

[২] 'স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতারা বলেছিল, "হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন, বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।"' (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪২)

[৩] বুখারি, ৩৭৬৯।

[৪] হিশাম এর পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবি ﷺ-এর মদিনার দিকে বের হওয়ার তিন বছর আগে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়। তারপর দু বছর অথবা এর কাছাকাছি সময় অতিবাহিত করে তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। তখন তিনি ছিলেন ছয় বছরের বালিকা। তারপর নয় বছর বয়সে নবিজি বাসর উদ্‌যাপন করেন।" [বুখারি, ৩৮৯৬]

কিছু প্রিপারেশনের কথা বলে দিই :

☑ ফেমিনিজমের ভূত মাথায় ঢুকে গেলে সেটাকে আগে নামাতে হবে। নারীর মর্যাদা নারীত্বের মধ্যে। পুরুষের প্রতিপক্ষ হতে গেলে সব খতম।

☑ ক্যারিয়ারের চিন্তা কখনোই মাথায় ঢোকাবেন না। বেগম রোকেয়া আপনার আদর্শ না। আপনার আদর্শ হলেন আম্মাজান খাদিজা, আয়িশা কিংবা ফাতিমাতুয যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না। রোকেয়াবাদ মাথায় ঢুকালে আমও যাবে, ছালাও যাবে।

☑ বিয়ে অনেকটা যৌগ-গঠন প্রক্রিয়ার মতো। একজন দান করে পজিটিভ আয়ন হবে, অপরজন গ্রহণ করে হবে নেগেটিভ। এভাবে গঠিত হবে শক্তিশালী যৌগ (পরিবার)। তাই লেনদেনের মানসিকতা থাকতে হবে। কখনো আপনি ছাড় দেবেন, আর কখনো সে। এটার চর্চা বাপের ঘরে থাকতেই করে যেতে হবে। কথা শুনতে ভালো লাগে না, আমি তো এমনই, এত বিধিনিষেধ কেন, একা ঘুরতে অসুবিধা কোথায়—এইসব ডায়লগ দিয়ে কোনো লাভ নেই। বাস্তবতায় আসতে হবে। আর বাস্তবতা হলো, ছাড় দেওয়া ছাড়া কখনো সংসার টেকে না।

☑ কিছু হলেই তুলকালাম বাঁধিয়ে দেয়, এমন মেজাজের নারীও আছে। আমার বিশ্বাস, আপনি সে-রকম নন। এই ধরনের বদমেজাজি নারীরা সারা জীবন অশান্তি জিইয়ে রাখে। নিজের বাবা-মার দিকে খেয়াল করবেন। তারা যদি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করতে থাকে, তবে আপনার কেমন লাগবে? ব্যাপারটা আপনার সন্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই সাবধান। যে পরিবারে পিতামাতার মধ্যে বন্ডিং দুর্বল থাকে, সে পরিবারের ছেলেমেয়েরা বখে যায় তাড়াতাড়ি।

☑ বাচ্চা কোলে নেওয়া, বাসায় কোনো বাবু থাকলে তাকে ফিডার খাওয়ানো, দেখভাল করা—ইত্যাদি কাজ উৎসাহ নিয়ে করবেন। নিজের বিছানাপত্র-কাপড়চোপড়-বইপত্র-রুম ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করা চাই। পড়াশোনার তাগাদা দিয়ে এইসব দায়িত্ব মায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। আপনার বিছানার চাদর, কাপড়চোপড়, খাবার প্লেট—এগুলো নিজ দায়িত্বে ধোয়া শিখে নেবেন। অহ, মশারি টাঙানোর কথা বলতে ভুলে গেছি। অনেকের কাছে শুনেছি, এইটা নিয়ে নাকি গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। তাই মশারি টাঙানো শিখে রাখলে যুদ্ধ বাঁধার আগেই শান্তিচুক্তি করে ফেলতে পারবেন ইন-শা-আল্লাহ।

☑ উইকেন্ডে ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপকরণ বানানো, পিঠাপুলি তৈরি, কাঁথা বা

জামা-কাপড় সেলাইয়ের ট্রায়াল দিতে পারেন। বাবাকে নিজ হাতে সেলাই করা টুপি দিয়ে সারপ্রাইজ দিতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে স্বামীর ক্ষেত্রেও এটা কাজে দেবে।

☑ আমি তো বাচ্চা!—এইসব ঢং সাবালিকা হওয়ার পর করা যাবে না। হায়েজ শুরুর পর থেকে আপনি আর বাচ্চা নন। ছিলেন একসময়। এখন হিসাবের খাতা খোলা হয়ে গেছে। কাঁধের ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রাখছে সব আমলনামা। কাজেই, বাচ্চামোর দোহাই দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। এমনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন, যেন আপনার দ্বীনদারি দেখে স্বামী বেচারা আমল করার স্পৃহা খুঁজে পায়।

☑ 'এটা চাই, ওটা চাই, না দিলে আমি নাই'—এইসব জিগির ভালো না। স্বামী যে সব আবদার মেটাতে পারবে, এটার নিশ্চয়তা নেই। তাই সবরের অভ্যাস করতে হবে। আপনার সবর দেখে সন্তানরা শিখবে—কী করে বিপদ সামলে নিতে হয়।

☑ সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যে প্রস্তুতি থাকা চাই। বাচ্চারা যেন আপনার কাছে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রাথমিক সবক পায়। নয়তো সত্যিকার শিক্ষিকার সংস্পর্শ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এখন নিজেই যদি কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে না পারেন, তবে তো বিপদ! এইখানে কোনো ছাড় নেই। দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞান, পারলে এডভান্স জ্ঞান শিখে ফেলতে হবে। এখন অনলাইনে অনেক কোর্স পাওয়া যায়। ঘরে বসেই শিখে নিতে পারবেন অনেক কিছু। বিয়ের পর দায়িত্ব বেড়ে যাবে, তখন যদি প্রাইমারি লেভেলের জ্ঞান শিখতে লেগে যান, তবে অনেক পিছিয়ে পড়বেন।

☑ দুনিয়াবি বিভিন্ন জ্ঞানও শিখে রাখা চাই। যেটুকু আপনার সন্তান প্রতিপালন ও সংসার পরিচালনার জন্যে জরুরি, ততটুকু অবশ্যই শিখবেন। তবে অনিরাপদ পরিবেশ যেন আপনার জ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র না হয়।

☑ অভিভাবকের আনুগত্য করার প্র্যাকটিস করতে হবে। বিয়ের আগে বাবা আপনার অভিভাভক। বাবা বেঁচে না থাকলে বড় চাচা বা বড় ভাই...। তাদের কথাকে প্রতিপক্ষের উপদেশ ভেবে উড়িয়ে দেবেন না। অভিভাবকের আনুগত্য না করে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের সীমার ভেতর আছে, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য চলবে। শরীয়তের বাইরে আমরা কাউকে মানতে বাধ্য নই। কিন্তু যদি নারীবাদীদের মতো দাজ্জালিপনা নিয়ে বড় হন, তবে সংসার ভেঙে যাবে বছর ঘুরতেই।

☑ নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব আলাদা। এই বিষয়ে বইতে লিখেছি। এ দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। কিছু হলেই 'বাপের বাড়ি চলে যাব'—এমন আল্টিমেটাম দেবেন না। স্বামী যদি ঘরে না নেওয়ার আল্টিমেটাম দেয়, তখন কিন্তু কেঁদেও কূল পাবেন না।

☑ নারীসুলভ কাজ শিখতে হবে ছোটবেলা থেকেই। মা কী রান্না করছেন, কিভাবে মশলা দিয়ে ব্যালেন্স আনছেন, সেলাই করতে গিয়ে কী কী টেকনিক অবলম্বন করছেন—সেগুলো রপ্ত করে নিতে হবে। সপ্তাহে অন্তত এক বার নিজে নিজে ট্রায়াল দেবেন। নতুন একটা রেসিপি তৈরি করে বাবা-মাকে খাওয়াবেন। ঘরে ছোট ভাই-বোন থাকলে তাদেরকেও টেস্ট করতে দিতে পারেন। রিভিউ চাইবেন তাদের কাছে। সাংসারিক জীবনে স্বামীকে যদি সারপ্রাইজ দিতে চান, তবে তার পছন্দের রেসিপি রান্না করে চমকে দিতে পারবেন। সে জন্যে রান্নার প্রতি মহব্বত থাকা লাগবে। নয়তো অত কষ্ট করার সাধ জাগবে না। উলটো বাইরে থেকে খাবার আনার জন্যে বারবার মেসেজ দিতে থাকবেন।

☑ 'রান্নাবান্না তো আমার দায়িত্ব না'—এমন কথা শোনানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন? স্বামী যদি বলে—'দ্বিতীয় বিয়ে করতেও তোমার অনুমতি নেওয়া জরুরি না', তখন বুঝি ভালো হবে? ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়। মনে রাখবেন, সংসার জীবন হিসাব কষে চলে না। এখানে চলে ইহসান। প্রাপ্যর চেয়েও দুজনকেই বেশি করে যেতে হয়।

☑ দুআ, দুআ এবং দুআ। জীবনসঙ্গী ভালো পেতে চাইলে দুআর কোনো বিকল্প নেই। বিয়ে মানে মনের মিলন। তাই মনের মানুষ পেতে চাইলে, মানুষের স্রষ্টার দ্বারস্থ হতে হবে। তার কাছে সব ধরনের স্যাম্পল আছে। যেমনটা চান, চেয়ে নিন। কান্নাকাটি করুন, রোজা রাখুন, গোপনে সদাকা করুন। আল্লাহ যেন মনের মানুষ মিলিয়ে দেন।

শেষ একটা কথা বলি। টাকা দেখে বিয়ে করবেন না। সেক্যুলার মেয়েদের অনেকেই প্রেম করার সময় হ্যান্ডসাম ছেলে খোঁজে, কিন্তু বিয়ের সময় দেখে টাকাওয়ালা জামাই। এই ধারণা আপনার মধ্যে নেই, আমি জানি। বিয়ের সময় এটা ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে বর আপনার কাছাকাছি কি না, এই বিষয়টা আমলে নিতে পারেন।[১] তবে টাকাওয়ালা বা মোটা অঙ্কের স্যালারিওয়ালা পাত্র খুঁজবেন না। খুঁজবেন দ্বীনদার, আমলদার, পরহেজগার। এমন স্বামী দিয়ে কী করবেন, যে কাড়িকাড়ি টাকার পাশাপাশি

[১] এটাকে বলে কুফু। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আছে।

বোনাস হিসেবে অশ্লীল গালিও দেয়! আমাদের দেশের এক বিত্তবান যুবরাজের ব্যাপারে বলা হয়, সে নাকি একটা গাড়ি আর একটা নারী দ্বিতীয়বার ইউজ করে না। এই লোকটা কিন্তু বিবাহিত। ঘরে স্ত্রী আছে। কিন্তু রক্ষিতা রাখা বাদ দেয়নি। সম্প্রতি তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে এক রক্ষিতা আত্মহত্যা করেছে! এমন টাকাওয়ালা মানুষ দিয়ে কী করবেন! আপনারা তো একাধিক বিয়েই মেনে নিতে পারেন না, সেখানে একাধিক পরকীয়া বা রক্ষিতা কিভাবে মেনে নেবেন!

সাহল ইবনু সাদ সায়িদি ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেল। তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী?' সে বলল, 'এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারও জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অপর-এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। নবি ﷺ উপস্থিত লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ লোকটির ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?' সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ তো হতদরিদ্র মুসলিম। সে এমন ব্যক্তি, যে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারও জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না। সে কোনো কথা বললে, তার কথা কেউ শুনবেও না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **'এইরূপ (দ্বীনদার) ব্যক্তি দুনিয়া-ভর্তি ওইরূপ (ধনবান) লোকদের চাইতে বহু উত্তম।'**[1]

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, **'লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক।** (তাদের পায়ে) কাঁটাবিদ্ধ হলে কেউ তা তুলে না দিক। তবে ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ—যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে, আর (সৈন্যদলের) পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারও সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।'[2]

টাকার পাগল লোককে লাঞ্ছনার বার্তা দিয়েছেন আল্লাহর নবি ﷺ। আর সুসংবাদ শুনিয়েছেন দ্বীনদার মুজাহিদকে। নবিজি এও বলেছেন, **লোকেরা হয়তো তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেবে না, সে কোথাও সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না; কিন্তু সে আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় ব্যক্তি।** আনাস ﷺ হতে বর্ণিত

[১] বুখারি, ৫০৯১, ৬৪৪৭; ইবনু মাজাহ, ৪১২০।
[২] বুখারি, ২৮৮৬ - ২৮৮৭।

আরেকটি হাদিসে নবি ﷺ বলেন, 'অনেক লোক এমনও আছে—যার মাথার চুল এলোমেলো, ধুলোমলিন, সে দুখানা পুরাতন কাপড় পরিহিত, তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু সে যদি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কোনো বিষয়ে শপথ করে, আল্লাহ তাআলা তা পূরণ করে দেন।'[১]

বিত্তশালীর কসমে যে আল্লাহ তাআলা সাড়া দেবেন, সেটা কিন্তু হাদিসে বলা নেই। কিন্তু যদি লোকটা দ্বীনদার হয়, মুত্তাকি হয়, মুজাহিদ হয়—তবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে, তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বাছাই করতে কিসের ভয়?

আসলে ট্রেন্ডের বাইরে যাওয়ার সাহস খুব কম নারীরাই করে। তারা হতে চায় অফিসার, ডাক্তার কিংবা শিল্পপতির স্ত্রী। আর যদি গায়ের চামড়া সাদা থাকে, তবে তো কথাই নেই। ইস্তিখারা করলেই বিসিএস ক্যাডার খুঁজে পায়। এইসব জাহিলি ট্রেন্ড থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উঁচু পদ-পদবির মধ্যে কোনো কামিয়াবি নেই। সফলতা হলো তাকওয়ার মধ্যে। যার তাকওয়া বেশি, সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

> "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান।"[২]

মুত্তাকি ব্যক্তিই আপনার স্বামী হওয়ার বেশি উপযুক্ত। তাই উত্তম লোক খুঁজুন, জীবনে শান্তি আসবে। একবেলা কম খেলেও সুকুন পাবেন। কিন্তু যদি ইনকামের আতশকাচ দিয়ে জীবনসঙ্গী তালাশ করতে থাকেন, তবে নির্ঘাত পস্তাবেন। টাকা পাবেন ঠিকই, মনের মানুষ পাবেন না। এরপরেও যদি টাকা-পয়সাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে হাদিসের এই কথাগুলো আপনার জন্যে—'লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক।'[৩]

[illegible]

আরেকটি কথা না বললে লেখাটা অপূর্ণই থেকে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন নারীর ছয় ধরনের অবস্থা হতে পারে—মেয়ে, বোন, স্ত্রী, মা, বিধবা ও ইয়াতিম।

---

[১] তিরমিযি, ৩৮৫৪; সহিহ আল জামি, ৪৫৭৩।
[২] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।
[৩] বুখারি, ২৮৮৬, ২৮৮৭।

সবকিছু ঠিক থাকলে, এই ছয় অবস্থাতেও তাদের জন্যে উপার্জন করা ফরজ না। বরং অভিভাবক পুরুষের জন্যে আবশ্যক হলো তাকে ভরণপোষণ দেওয়া। ডা. ইসরার আহমেদ ﷺ বলেন, 'ইসলামে নারীদের ফাংশন আয়-ইনকাম নয়। টাকা ইনকাম করা, উপার্জনের জন্যে কষ্ট-মুজাহাদা করার জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা ন্যস্ত করেছেন পুরুষের ওপর। স্বামী পালন করবে নারী ও তার সন্তান-সন্ততির সমস্ত দায়িত্ব।'[১] মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, 'স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নারীকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং তা পুরুষের ওপর অর্পণ করেছেন। স্ত্রীর জন্য স্বামী, মায়ের জন্য পুত্র, কন্যার জন্য পিতা এবং বোনের জন্য ভাই হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল।'[২] বুঝিয়ে বলছি কথাটা।

☑ **মেয়ে:** এই অবস্থায় জিম্মাদারি সম্পূর্ণ বাবার ওপর।[৩] তিনি মেয়েকে ভরণপোষণ দেবেন, মানুষ করবেন, দ্বীনি শিক্ষা দেবেন। এরপর বিয়ে দিয়ে দেবেন উপযুক্ত পাত্র দেখে। বিনিময়ে তার জন্যে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।[৪] এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, সম্পদহীন শিশু-সন্তানের ভরণপোষণ পিতার দায়িত্ব।[৫] সুস্থ পুত্রের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব বালেগ হওয়া পর্যন্ত আর কন্যার ক্ষেত্রে বিয়ে পর্যন্ত।[৬]

☑ **বোন:** বাবা যদি বেঁচে না থাকে, তবে বালেগ ভাই তার দায়িত্ব নেবে।[৭] নবি কারীম ﷺ বলেন, "যার তিনটি কন্যা বা তিনজন বোন আছে, কিংবা দুটি কন্যা বা দুজন বোন আছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করে—সে জান্নাতের হকদার হবে।"[৮]

---

[১] Larki Ka Job krna Kysa Hai ? - Dr. Israr Ahmed, https://www.youtube.com/watch?v=nels6vl9tjo

[২] আল কাউসার, বর্ষ : ০৭, সংখ্যা : ০৪।

[৩] আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর সন্তান যার (অর্থাৎ পিতা), তার কর্তব্য হলো যথাবিধি তাদের খোরপোশ বহন করা।" [সূরা বাকারা, ২ : ২৩৩]

[৪] আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে লোক দুটি মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে পাশাপাশি জান্নাতে যাব।' এই বলে তিনি নিজের হাতের দুটি আঙুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। [তিরমিযি, ১৯১৪; সহিহাহ, ২৯৭]

[৫] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ১১/৩৭৩।

[৬] রদ্দুল মুহতার, ৩/৬১২; ফাতহুল কাদীর, ৪/২১৭।

[৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো। মা-বাবার জন্য খরচ করো। ভাই-বোনের জন্য খরচ করো। এরপর পর্যায়ক্রমে নিকটতর আত্মীয়দের জন্য খরচ করো।" [নাসাঈ, ৫/৬১; সহিহ ইবনু হিব্বান, ১৩০-১৩১।]

[৮] সহিহ ইবনু হিব্বান, ৪৪৭।

☑ **স্ত্রী :** পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর ওপর। বিষয়টি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়ার শর্তেই স্বামী বিয়ে করবে। যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে, ততক্ষণ সে খোরপোশ দিয়ে যাবে।[১] একেবারেই অচল হলে সেটা ভিন্ন কথা। **যে পুরুষ নিজের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও টাকা কামানোর জন্যে স্ত্রীকে বাইরে পাঠানোর চিন্তা করে, সে বিয়ের অনুপযুক্ত। তার কোনো যোগ্যতা নেই সংসার গঠন করার।**

☑ **মা :** কুরআন-হাদিসের অসংখ্য জায়গায় পিতামাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন : পিতামাতাকে কষ্ট না দেওয়া, বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করা, এমন ব্যবহার করা যাতে পিতামাতা 'উফ' শব্দটিও না করে।[২] আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পিতামাতা দরিদ্র হলে এবং পিতার নিজের কোনো উপার্জন না থাকলে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সচ্ছল সন্তানের।[৩] পিতা থাকা অবস্থাতেও প্রয়োজনের সময় অভাবী মায়ের খোরপোশ সন্তানের ওপর ওয়াজিব হয়।[৪] পিতামাতা কাফির হলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের ভরণপোষণের ভার সন্তানকে বহন করতে হবে।[৫] দাদা-দাদি, নানা-নানিও পিতামাতার মতোই। সুতরাং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের ভরণপোষণের ভার নাতির ওপর অর্পিত হয়।[৬]

☑ **বিধবা বা ইয়াতিম :** কোনো কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে ইদ্দত শেষ হওয়ার

---

[১] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি ﷺ বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তারা তোমাদের আশ্রিতা, তাদের তোমরা গ্রহণ করেছো আল্লাহর নিরাপত্তা দ্বারা এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছো আল্লাহর কালিমা দ্বারা। তাদের স্বাভাবিক খোরপোশ তোমাদের ওপর অপরিহার্য।' [মুসলিম, ৮৮৯-৮৯০]

[২] আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না। মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ করবে। তোমার জীবদ্দশায় যদি তাদের যে-কোনো একজন বা উভয়জন বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন (তাদের কোনো কথায় বা আচরণে বিরক্ত হয়ে) উফ শব্দটিও বোলো না। তাদের ধমক দিয়ো না। বরং তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করো। তাদের সামনে দয়াবনত হয়ে বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দাও...।' (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)।

[৩] (মুগনিল মুহতাজ ৩/৫৬৯; আলমুগনী ১১/৩৭৩)। তাইসাল বলেন, ... ইবনু উমর আমাকে বলেন, 'তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও?' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আমি তা-ই চাই।' তিনি বলেন, 'তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন?' আমি বললাম, 'আমার মা জীবিত আছেন।' তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো।' [আল-আদাবুল মুফরাদ, ৮]

[৪] রদ্দুল মুহতার, ৩/৬১৬

[৫] সূরা লুকমান : ১৫; বাদায়েউস সানায়ে, ৩/৪৪৯; ফাতহুল কাদীর, ৪/২২০।

[৬] সারাখসী, আল-মাবসূত, ৫/২২২; ফাতহুল কাদীর, ৪/২২০; আল-মুগনী, ১১/৩৪৭।

পর কন্যার দায়িত্ব পুনরায় পিতার ওপর অর্পিত হয়।[১] যদি বিধবার কেউ না থাকে, ইয়াতিম একেবারে নিঃস্ব হয়, তার বিয়ের বন্দোবস্তও না করা যায়, তখন পুরো দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। সমাজের বিত্তবানরা তাকে যাকাতের মাধ্যমে সহায়তা করে যাবে। রাষ্ট্র তার জন্যে বিধবা ভাতার ব্যবস্থা করবে।[২] নবি ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকিনদের ভরণপোষণের চেষ্টা করে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা সে ওই ব্যক্তির ন্যায়—যে দিনভর রোজা পালন করে ও রাতে (নফল ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে।"[৩] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "... জান্নাতে আমি এবং সেই ব্যক্তি দুই ভাইয়ের মতন বসবাস করব।"[৪]

ফুরাইআ বিনতু মালিক رضي الله عنها বলেন, যখন আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, তখন আমি আমার পরিবার-পরিজন থেকে অনেক দূরে আনসারদের বসতিতে অবস্থান করছিলাম। আমি নবি ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এলো, তখন আমি আমার পরিজন ও ভাইদের বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করছিলাম। **তিনি আমার ভরণপোষণের জন্য কোনো মাল রেখে যাননি এবং তার এমন কোনো সম্পদও নেই, আমি যার ওয়ারিশ হতে পারি। এমনকি তার মালিকানাভুক্ত কোনো ঘরও নেই। আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার পরিবার ও ভাইদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি। আর এটা আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধাজনকও।**' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, 'তুমি চাইলে তা করতে পারো।'[৫]

দেখুন, এই মহিলা সাহাবির স্বামী কিছুই রেখে যাননি। এরপরেও তিনি চাকরির অনুমতি চাননি। বরং বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আর বলেছেন—'**আর এটা আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধাজনকও।**'

এখন বলতে পারেন, সমাজ পালটে গেছে। মানুষ পালটে গেছে। স্বামীর

---

[১] ফাতহুল কাদীর, ৪/২১৭।

[২] ঘরের নারী বাইরে, বাইরের নারী ঘরে, আল-কাউসার, বর্ষ: ১০, সংখ্যা: ০৩।

[৩] বুখারি, ৫৫৮০; ইবনু মাজাহ, ২১৪০; তিরমিযি, ১৯৬৯।

[৪] ইবনু মাজাহ, ৩৬৮০।

[৫] মহিলাটি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে আমার জন্য আল্লাহর এই ফয়সালা শুনে খুশি মনে ফিরে যেতে লাগলাম। আমি মসজিদে অথবা তাঁর কোনো এক হুজরার নিকটে পৌঁছতেই, তিনি আমাকে ডেকে বলেন, 'তুমি জানি কী বলেছিলে?' মহিলাটি বলল, আমি পুনরায় তাঁকে আমার বিবরণ শোনালাম। তিনি বলেন, 'তুমি ওই ঘরেই অবস্থান করো, যেখানে তোমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছো, যতক্ষণ না তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়।' ফুরাইআ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর আমি সেখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করলাম। [তিরমিযি, ১২০৪; নাসাঈ, ৩৫২৮; আবু দাউদ, ২৩০০]

মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীদের ঠাঁই হয় না। হলেও দাসী-বাঁদির মতো জীবন কাটাতে হয়। বাপের বাড়ি গেলে তারাও বোঝা মনে করে। এমতাবস্থায় কী করব?

আমি আপনার আবেগের সাথে একমত। তবে মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু সবার অবস্থা না। এটা একটা ব্যতিক্রমী বিষয়। আর ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হিসেবে আসে না। যার কাপড় নেই, সে উলঙ্গ অবস্থাতেই নামাজ পড়তে পারবে। কিন্তু সেই মাসআলা নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করবেন কেন? আপনার তো ড্রয়ার-ভর্তি কাপড়! আপনার বাবা, স্বামী বা সন্তানের মধ্যে কেউ-না-কেউ তো অবশ্যই আছে। তারা দেখবে আপনার বিষয়টা। তবে এটাও স্বীকার করছি যে, অনেক পরিবারে এখন দ্বীনি পরিবেশ নেই। বৃদ্ধ পিতারও অনেক সময় সক্ষমতা থাকে না। ভাইয়েরাও এখন বিধবা বোনের দেখভাল করতে চায় না। ভাইবৌ তো উঠতে-বসতে খোঁটা দেয়, কটুকথা শোনায়। আরও দুঃখের কথা হলো, আমাদের দেশে ইসলামি সরকার নেই, যাকাত-ভিত্তিক সমাজ নেই। কাজেই, বিধবাদের জীবনে দুঃখের অন্ত থাকে না। এর সমাধান কী?

☑ এ ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম নির্দেশ হলো স্বামীহীনা সকল নারীকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া।[১] কোনো বিধবা নারী একাকী দিন কাটাবে না। যেসব পুরুষ সামর্থ্য রাখে, সে একাধিক বিয়ে করবে। সর্বোচ্চ চারটা পর্যন্ত অসহায় মেয়ের দায়িত্ব নেবে। বিধবা কিংবা ইয়াতিম মেয়েদের তত্ত্বাবধান করবে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে।[২] আমাদের নবিজি এগারোজন নারীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আয়িশা ﷺ ছাড়া আর কেউই কুমারী ছিলেন না। খাদিজা, সাওদা, হাফসা, যায়নাব বিনতু খুযায়মা, উম্মু সালামা, যায়নাব বিনতু জাহশ, জুওয়াইরিয়াহ, উম্মু হাবীবা, সাফিয়্যা ও মায়মূনা ﷺ—সকলেই ছিলেন বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা।[৩] তবে দুঃখের সাথে বলতে হয়, নারীরা এখন আর দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্ত্রী হতে চায় না। বিধবা হয়েও সে খোঁজে

[১] মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা "আয়ামা", তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও।' (সূরা নুর : ৩২) আয়াতে 'আয়ামা' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্যে তাদের অভিভাবকদের আদেশ করা হয়েছে। এখানে শরীয়তের চাহিদা এটাই যে, ইসলামি সমাজজীবনে কোনো পুরুষ বা নারী যেন বিয়ে ছাড়া না থাকে, তাহলে বিপথগামিতা ও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

[২] Dr. Bibi Alia et al., Psychological behavior of Male and Female and its dynamics in Islam, *The Islamic Culture,* Volume: 47, Issue: 1

[৩] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মা আয়িশাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী এবং তিনি আপনাকে ছাড়া আর কোনো কুমারীকে বিয়ে করেননি।" [বুখারি, ৪৭৫৩, ৫০৭৭]

পয়সাওয়ালা কুমার। সে কারণে বিধবা নারীর বিয়েও হয় না সহজে।

☑ একান্ত নিরুপায় হয়ে নারীরা যদি বিবাহ না করে, তবে সেটা তার ব্যাপার। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে চ্যালেঞ্জের জীবন বেছে নিতে পারে। আবার দুর্বল স্বামীর সহযোগী হতে পারে বিভিন্ন কাজে। গ্রাম-গঞ্জে অনেক কৃষকের কামলা রাখার সামর্থ্য থাকে না। সেই ক্ষেত্রে কৃষানি তাকে ধান সিদ্ধ-মাড়াই কিংবা শুকানোর কাজে সহায়তা করতে পারে। আর স্বামীর অক্ষমতার কারণে শহুরে নারীরাও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে নারীর সাথে মানানসই কাজ করতে পারে। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ বলেন, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হলে নিজেদের খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর সংগ্রহ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করে। ফলে তিনি নবিজিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবি ﷺ বললেন, 'তুমি তোমার খেজুর সংগ্রহ করতে পারো। আশা করি, তুমি সদাকা করবে অথবা সৎকাজ করবে।'[১]

জরুরি অবস্থায় নারীদের জন্যে বাইরে কাজ করার অনুমতি রয়েছে। মুফতি মুহাম্মাদ শফী ﵀ বলেছেন, "বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বোরখা বা অন্য কোনো পর্দা সহকারে নারীদের বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।"[২] মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী ﵀ বলেন, "নারীর ভরণপোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম করার অনুমতি আছে। তবে এ জন্য শর্ত হলো, তার ভারগাম্ভীর্যতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েজ নেই।"[৩] উলামাগণ এই ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণের কথা বলেছেন :

☑ নারী যদি একান্ত নিরুপায় হয়ে অর্থের প্রয়োজন অনুভব করে, তবেই বাহিরের কাজ তালাশ করবে।

☑ চাকরিটা অবশ্যই মেয়েলি স্বভাব-চরিত্রের সাথে মানানসই হতে হবে। যেমন : শিক্ষকতা, নার্সিং, সেলাই ইত্যাদি।

☑ কর্মক্ষেত্র যদি সফর পরিমাণ দূরত্বে হয়, তবে সে মাহরাম ছাড়া সফর করতে পারবে না।

☑ কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার ফ্রি-মিক্সিং থাকা যাবে না। নারীদের দ্বারা পরিচালিত

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ১৬১৩০, ১৬০৮৬।

[২] মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, ৭/১২৫।

[৩] ইউসুফ লুধিয়ানভী, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৬/৩৮।

হতে হবে।

☑ অবশ্যই পরিপূর্ণ শারঈ পর্দা মেনে চলতে হবে।

☑ হারাম কাজের সাথে যুক্ত হওয়া যাবে না। যেমন : একাকী ড্রাইভারের সাথে যাতায়াত, পারফিউম ব্যবহার করে বাইরে বের হওয়া ইত্যাদি।

☑ চাকরি করতে গিয়ে ঘরের কাজের প্রতি বেখেয়ালি হলে চলবে না।[১]

চাকরি-বাকরি বা ক্যারিয়ার নারীদের জন্যে ফ্যাশনের বিষয় নয়। মাসআলা কেবল একান্ত বাধ্য, নিরুপায় ও মাজুর নারীর জন্যে—যাকে দেখার কেউ নেই, কিংবা থাকলেও তারা দেখভাল করতে আগ্রহী নয়, এমনকি সরকারও খোঁজখবর নেয় না। এই শেষ ধাপে এসে নারী তার কর্মের মাধ্যমে নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার চেষ্টা চালাবে। এই শেষ ধাপের জন্যে মেয়েলি কাজের স্কিল ডেভেলপ করা যায় :

☑ আমি রংপুরের এক মা-কে চিনি, যিনি হোমমেইড আচার বিক্রি করে মাসে পঞ্চাশ হাজারের বেশি ইনকাম করেন। এই কাজে তাকে সহযোগিতা করে তার বড় ছেলে। মা ঘরে বসে আচার বানান, আর ছেলে অনলাইনে অর্ডার এনে সেগুলো কুরিয়ারে পৌঁছে দেয়। অনেক বোন এখন হোমমেইড খাবার বিক্রি করেন। অনেকেই আবার লোক রেখে ক্যাটারিং সার্ভিস চালান, বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফি তৈরি করেন, শো-পিস বানান। ঘরে বসে উপার্জন করার হাজারও রাস্তা খোলা আছে।

☑ বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং রয়েছে নারীদের উপযোগী।

☑ নাবালেগ বাচ্চাদের জন্যে আফটার স্কুল মাকতাব বা সকালের মাকতাব চালু করা যায়।

☑ সন্তান প্রসব করানোর ট্রেনিং নিয়ে নারীদের সাহায্য করতে পারেন। বিনিময়ে পারিশ্রমিক। আর যদি ইতিপূর্বেই মেডিক্যাল সাইন্সের জ্ঞান অর্জন করে থাকেন, তবে মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করতে পাবেন।

☑ ঘরে বসেই নারীদের বিভিন্ন ইসলামিক সাবজেক্ট বা আপনার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে পড়াতে পারেন।

ডা. ইসরার আহমেদ ﷺ আরও দুইটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন :

☑ ঘর-কেন্দ্রিক পোশাক কারখানা তৈরি হোক। নারীরা বাসায় বসে সুতা তৈরির কাজ করবে, নকশিকাঁথা সেলাই করবে, জামা ডিজাইন করবে, চাদর বানাবে কাশ্মীরি মেয়েদের মতো। পাইকাররা বাড়ি থেকেই এসব প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে

---

[১] Can Women Work in Islam? *IslamQA*, 24-10-2023, https://islamqa.info/en/answers/106815/can-women-work-in-islam

যাবে।

☑ ঘরের কাজকর্মের দিকে খেয়াল রেখে নারীর জন্যে পার্ট টাইম ডিউটি রাখা হোক। এইসব কর্মক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার, কর্মী ইত্যাদি সব পোষ্ট নারীরা পরিচালনা করবে। যেমন: ওম্যান হসপিটাল, গার্লস স্কুল, মহিলা মাদরাসা ইত্যাদি।[১]

শেষ করার আগে আবারও বলছি, **অভিভাবকরা নারীর জিম্মাদার।** স্বামী মারা গেলে, **ছেলেপেলে না দেখলে, বাপের বাড়ির লোকেরা বোঝা মনে করলে,** সরকার **ভাতা না দিলে—তখনই আপনি ইনকামের কথা মাথায় আইনেন।** এর আগে না। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় যদি একেবারে শেষ পদক্ষেপটা সবার আগে নিয়ে ফেলেন, তাহলেই বড্ড বিপদ। সবকিছুর একটা সিরিয়াল আছে। সেটা মেইনটেইন করতে হয়। যদি মনে করেন, জীবনের শুরু থেকেই ভালো ক্যারিয়ার গড়তে হবে, তাহলে এ অধ্যায়টা আবার শুরু থেকে পড়ুন। ধন্যবাদ।

[১] Kya Aurat Job Kar Sakti Hai? - Dr Israr Ahmed Question Answer, https://www.youtube.com/watch?v=wqzS2_LL5nI

তরুণদের আর্তনাদ

অনেকেই আমাদের মেসেজ দেয়। ভাই, বিয়ে করব। কিন্তু পরিবার তো রাজি হচ্ছে না। ইনকাম আছে মোটামুটি। চলতে পারব দুজন। কিন্তু বাবা অনেক কড়া মানুষ। সম্মতি দিচ্ছেন না। প্রতিষ্ঠিত হতে বলেন। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলারও হিম্মত নেই। লজ্জা লাগে। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। দিন দিন জীবনটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। চোখের হেফাজত করতে পারছি না, খারাপ ভিডিও দেখার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়ে গেছে। একলা থাকলে প্রায়ই... কিছু একটা করুন।

ভাই আমার! তোমার জন্যে অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়। আমার সামর্থ্য থাকলে তোমার বাবাকে গিয়ে বোঝাতাম। যেহেতু সেটা সম্ভব হচ্ছে না, তাই তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। যারা চরিত্র হেফাজতের জন্যে বিয়ে করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন। আশা করছি, শীঘ্রই তুমি আল্লাহর সাহায্য পেয়ে যাবে। ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে থাকো। দুআয় লেগে থাকো। আপাতত বাড়িতে বলার মতো একটা টেকনিক শিখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এপ্লাই করে কী হয়।

মনের কথাগুলো লিখে ফেলো। বাবাকে যা যা বলতে চাও, তা নোট করো। এরপর সেটা চিঠির ফরম্যাটে মাকে পাঠিয়ে দাও। মাকে পাঠালে সেটা আপনা-আপনিই বাবার কাছে চলে যাবে। তোমার সুবিধার্থে একটা নমুনা উল্লেখ করছি। এটা ফলো করতে পারো :

আমার প্রিয় মা!

চিঠিটা তোমাকে উদ্দেশ্য করে লিখিনি। লিখেছি বাবার জন্যে। বাবার চিঠি তোমায় লিখছি বলে অবাক হচ্ছ? অবশ্য অবাক হওয়ার মতোই বিষয়। কী করব বলো? ছোটবেলা থেকেই তো সব আবদার তোমার কাছে পেশ করেছি। রাগ বলো আর অভিমান বলো, সবই তোমাকে দেখিয়েছি।

বাবাকে কোনোদিনই সাহস করে কিছু বলতে পারিনি। আসলে বাবাকে একটু ভয় পাই কি না, তাই। বাবার কাছে এবার কী আবদার করব, সেটা জানতে চাচ্ছ? উত্তরটা একটু পরে দেবো। তার আগে তোমায় কিছু কথা বলতে চাই। মন দিয়ে সেগুলো পড়বে। আমি জানি, কথাগুলো পড়লেই উত্তরটা পেয়ে যাবে তুমি।

তোমার হয়তো মনে আছে, আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার গলার স্বর বদলাতে শুরু করল। অন্যরকম পরিবর্তন দেখা দিলো আমার মধ্যে। বুঝতে পারলাম, আমি বড় হচ্ছি। শৈশব পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি কৈশোরের দিকে। জীবনের এক ধাপ পেরিয়ে পদার্পণ করছি অন্যধাপে। তখন থেকেই মাঝেমধ্যে মনে হতো, কী যেন নেই আমার! তুমি আছো, বাবা আছে, ছোট বোন আছে... তবুও যেন কী নেই। কোথাও যেন একটু ফাঁকাস্থান রয়েছে। শূন্যতা রয়েছে।

বিশ্বাস করো মা, এই সমস্যাটা কেবল তোমার ছেলের নয়। প্রতিটি অবিবাহিত ছেলেই এমন একাকিত্ব বোধ করে। তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তিনিও আমার মতোই বলবেন। আমাদের আদিপিতা আদম আলাইহিস সালাম-এর জান্নাতে কাটানো সময়গুলোর কথা মনে আছে?

আদম আলাইহিস সালামকে বানানোর পর জান্নাতে রাখা হলো। সীমাহীন নিয়ামত প্রদান করা হলো। তবুও কোথায় যেন একটা শূন্যতা অনুভব করতে লাগলেন তিনি। তাঁর সেই শূন্যতা কাটানোর জন্যে সৃষ্টি করা হলো হাওয়া আলাইহাস সালামকে। হাওয়াকে বানানোর পর আল্লাহ তাআলা কিন্তু বলেননি, "হে আদম! হাওয়া তোমার মায়ের মতো। উনার হক আদায় করো।" বরং আল্লাহ তাঁকে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে বানিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাবা আদমের নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী। দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার মতো একজন সহযাত্রী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল হাওয়াকে। তাঁর সাথে আদমের যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কে?" জবাবে তিনি বলেন, "আমি হাওয়া, তুমি আমার কাছ থেকে পরিতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করবে। আর আমি পরিতৃপ্তি লাভ করব তোমার কাছ থেকে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (উমদাতুল কারী, ৫/২১২)

আল্লাহ তাআলা গোটা নারীজাতিকে বলেছেন তাঁর নিদর্শন। তিনি আরও বলেছেন যে, তারা হলো প্রশান্তির মাধ্যম। তাদের নিকট পুরুষরা পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করো। আর তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সেইসব লোকের জন্যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা রুম, ৩০ : ২১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়তি জীবনের প্রথমদিকের কথাটা চিন্তা করো। সেই কঠিন দিনগুলোতে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবদান ছিল অন্য সবার চেয়ে বেশি। প্রথম যেদিন ওহি নাযিল হলো, সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। হেরা গুহা থেকে সরাসরি চলে এলেন বিবি খাদিজার কাছে। কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে সব খুলে বললেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিলেন প্রিয়তম স্বামীকে। এরপর কপালে হাত বুলিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করেন। অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।" (বুখারি : ৩) খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভীতি দূর হলো। তিনি বল ফিরে পেলেন।

নবিদের জন্যেও নারীরা ছিলেন প্রেরণার বস্তু। সেই নারীরা স্ত্রীব ভূমিকায় ছিলেন তাঁদের জীবনে।

মা, তোমার মনে আছে? আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি, বাবা তখন একটু আর্থিক সমস্যায় পড়েছিলেন। সে সময় রাত্রিবেলায় তাকে ব্যালকনিতে পায়চারি করতে দেখতাম। বাবা যখন পায়চারি করতেন, তখন তুমি চা হাতে বাবার পাশে গিয়ে বসতে। তাকে সান্ত্বনা দিতে। বাবা চুপটি করে চা খেতেন আর তোমার কথা শুনতেন। তোমার কথায় সাহস সঞ্চার করে ঘুমোতে যেতেন। দাদু তখনো বেঁচে ছিলেন। কিন্তু কেন জানি তোমার কথা শোনার পরই খানিকটা হাসি ফুটত বাবার মুখে। মনে পড়ে মা?

আসলে এটা আমাদের ফিতরাত। সেই আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল পুরুষকেই এই ফিতরাত দেওয়া হয়েছে। পুরুষরা নিজের দুঃখ-কষ্টগুলো জীবনসঙ্গিনীর সাথে ভাগ করে নিতে চায়। তারা জীবনসঙ্গিনীর সাথে পথ চলায় আনন্দ পায়। এই আনন্দ আসে রবের পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার (আদমের) থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পারে।" (সূরা আরাফ, ৭ : ১৮৯)

জীবনসঙ্গিনী পুরুষের জন্যে প্রশান্তিকর। কিন্তু সমাজ যখন এই প্রশান্তি পাওয়ার বৈধ পথ রুদ্ধ করে দেয়, তখন মানুষ বেছে নেয় অবৈধ পথ। আমার অনেক সহপাঠীই প্রেম করছে। প্রেমিকাকে নিয়ে ডেটিং করছে, ঘুরতে যাচ্ছে, যিনা করছে। কেন জানো? সেক্যুলার পরিবেশ অনেক কাছে এনে দিয়েছে নারী ও পুরুষকে। তোমাদের সময়ে উভয়ের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, সেটা ঘুচিয়ে দিয়েছে। যার কারণে একে অন্যকে কাছে পেয়ে উদ্দীপ্ত হচ্ছে। কিন্তু ওদের বাবা-মা যখন বৈধ পন্থায় উদ্দীপনা কমানোর পথকে রুদ্ধ করছে, তখন তারা বেছে নিচ্ছে হারাম পথ। এমনসব হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

আসলে খিদে তো সবারই লাগে, তা-ই না? খিদে লাগার সাথে বুজুর্গির কোনো সম্পর্ক নেই। হোক সে বুজুর্গ কিংবা পাপী, খাবার না থাকলে সবার পেটটাই চু-চু করে। খিদে লাগাটা যেমন স্বভাবজাত বিষয়, তেমনি রমণীর আকর্ষণটাও স্বভাবজাত বিষয়। আল্লাহ তাআলা এই আকর্ষণ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। তাই তো নারীরা পুরুষের সংস্পর্শে এসে তৃপ্তি পায়, আর পুরুষরা নারীদের। উভয়েই একে অপরকে আপন করে নিতে চায়। যত বড় আমলদার কিংবা মুত্তাকিই হোক না কেন, সব পুরুষের মধ্যেই এই প্রবণতা আছে। সব পুরুষই রমণীদের সংস্পর্শ চায়। কাছে আসতে চায়। তাই তো সমাজ যখন কাছে আসার হালাল পথকে রুদ্ধ করে রাখে, তখন হারাম পথেই মানুষ অগ্রসর হয়। মৌলিক প্রয়োজনগুলো এমনই মা। এগুলো পুরো না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিশ্চুপ বসে থাকে না। প্রয়োজনের তাগিদে সে লড়াই পর্যন্ত করে। তুমি শোনোনি সেই বিখ্যাত লাইন দুটো—"ভাত দে হারামজাদা! নইলে মানচিত্র খাব!"

ছেলেমেয়েরা আজ যৌনতার তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে খারাপ পথে অগ্রসর হচ্ছে। লুত আলাইহিস সালাম-এর কওমের আমলকেও জীবিত করছে। ওদেরকে যদি বৈধ পথে তৃষ্ণা নিবারণের সুযোগ দেওয়া হতো, তবে কি এসব জঘন্য কাজ করত? করত না। কাউকে জোর করেও প্রস্রাব খাওয়ানো যায় না। কিন্তু মরুভূমিতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে নিরুপায় ব্যক্তি প্রস্রাব খেতেও দ্বিধা করে না। তৃষ্ণা বলে কথা। মেটাতে তো হবেই।

আচ্ছা মা, তোমার ছেলেও যদি অবৈধ পথে অগ্রসর হয়, তখন কেমন হবে? তোমার ছেলেও যদি অন্যদের মতো ফাঁকি দিয়ে টাকা এনে গার্লফ্রেন্ডের পেছনে খরচ করে, তখন তোমার কেমন লাগবে? আমি জানি, তুমি কষ্ট পাবে। তাই তো তোমার ছেলে ও-পথে যায়নি। অনেক কষ্ট করে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে অশ্লীলতা থেকে। কিন্তু এভাবে কত বছর পার করা যায় বলো? তুমি কি এখনো আমাকে ছোট্ট বাবুটি মনে করো? সেই কবেই তো তোমার ছেলে পদার্পণ করেছে যৌবনে। সে তো যে-কোনো মুহূর্তে ফিতনাগ্রস্ত হয়ে যেতে পাবে। একদিকে সেক্যুলার পরিবেশের উসকানি, অপরদিকে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। তুমি হয়তো জানো না, মেয়েলি ফিতনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কতটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষ করে চোখের যিনার কথা বলব। না চাইতেও এসব হয়ে যায়। অন্তরের যিনা থেকে মুক্ত থাকাটা তো আরও চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আচ্ছা মা, তোমার ছেলেকে কি এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে চাও না? সত্যি করে বলো—চাও কি না।

একটি পোশাক আছে, যেটি আপন করে নিলেই তোমার ছেলে এসব থেকে বেঁচে যাবে। তার নজর হেফাজত হবে। সে মুক্ত থাকবে চোখের ও অন্তরের যিনা থেকে। আল্লাহ তাআলা সে পোশাকটির কী নাম দিয়েছেন, জানো মা?—"তারা (নারীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ।" (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৭)

আমি যিনা থেকে বাঁচতে চাই। এমন পোশাক চাই, যে আমার আবরণ হয়ে কাজ করবে। আমাকে দূরে রাখবে পাপাচার থেকে। যখন আকারে ইঙ্গিতে তোমায় সে পোশাকটি এনে দিতে বলি, তখন টাকার অঙ্ক হিসাব করতে বলো। আচ্ছা মা, আমাদের নবিজি যখন দশ-এগারোজন উম্মুল মুমিনীনকে বিয়ে করেছেন, তখন তাঁর কাছে কী পরিমাণ টাকা ছিল?

যায়নাব বিনতু জাহশকে বিয়ে করার সময় নবিজি সবচেয়ে বড়সড় আয়োজন করেন। কিন্তু সেই আয়োজনটা কত বড় ছিল, জানো? একটি মাত্র বকরি দিয়ে করা হয়েছিল ওয়ালিমা। এই বকরির মাংস ও রুটি দিয়ে লোকদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। (বুখারি : ৫১৬৮, ৫১৫৯; মুসলিম : ১৪২৮, ১৩৬৫) নবিজির কলিজার টুকরা মেয়েকে যখন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিয়ে দেওয়া হয়, তখন কয়টা ব্যাংকে আলির অ্যাকাউন্ট ছিল? কতটা ক্রেডিট কার্ড তিনি পকেটে রাখতেন? কত টাকা স্যালারি পেতেন? আলির কাছে তো তখন একটি বর্ম ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল

না। তাহলে এত টাকার অঙ্ক কষার মানে কী?

আচ্ছা মা, আমার যদি আরেকটা বোন থাকত—তবে কি সে টাকার অভাবে না খেয়ে মারা যেত? সত্যি করে বলো তো, টাকাটাই কি প্রধান সমস্যা? যদি তা-ই হয়, তবে আমার সক্ষমতার ওপর আস্থা রাখো। আমি অচল নই। আল্লাহ আমায় শক্তি দিয়েছেন। আমি কোনো-না-কোনো পথ বের করেই নেবো। এখন তো হাজারও উপায় আছে। মাস ছয়েক চেষ্টা করলে একটা স্কিল ডেভেলপ করা কোনো ব্যাপার না। তুমি যদি আমাকে ইনকাম করার আল্টিমেটাম দাও, তবে আমি সেটা মানতে রাজি আছি। আমি জানি, আমার জীবনসঙ্গীর দায়িত্ব আমাকেই কাঁধে নিতে হবে। আমি চাই না, আমার পিতার ঘাড়ে বাড়তি কোনো বোঝা চাপুক। কথা দিচ্ছি, আমাদের মৌলিক প্রয়োজনের জন্যে তোমাদেরকে কখনো পেরেশানিতে পড়তে দেবো না।

কিন্তু সত্যি কথা কি জানো? টাকাটাই প্রধান সমস্যা না। আমি যেদিন আইইউটিতে ভর্তি হওয়ার কথা বলেছিলাম, সেদিন তুমি এক বাক্যে রাজি হবে গিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, এত টাকা কোত্থেকে আসবে? তুমি বলেছিলে, "ও তোকে ভাবতে হবে না। তুই শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করবি।" তাহলে সমস্যা যে টাকার না, সেটা বুঝতে কি আমার কষ্ট হবে?

আসল সমস্যা কোথায়, জানো? সমস্যা হলো, তুমি তোমার ছেলের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছো না। তার আর্তনাদ তোমার কান অবধি পৌঁছাচ্ছে না। আর পৌঁছালেও তুমি শুনেও না শোনার ভান করছো। আসলে তোমার সদিচ্ছা নেই মা। তুমি যদি দেখতে 'Got married' এর স্ট্যাটাসে অবিবাহিত ছেলেদের কতটা লাইক পড়ে, তবেই হয়তো আমার না-বলা কথাটা বুঝতে পারতে।

প্লিজ মা, ভুল বোঝো না। ভেবো না, আমি তোমায় বাদ দিয়ে কেবল জীবনসঙ্গিনীর জন্যে পাগলপারা হচ্ছি। আল্লাহর শপথ! তুমি যদি না থাকতে, তবে তো আমি আঁধারেই হারিয়ে যেতাম। না হাঁটতে পারতাম, না চলতে পারতাম, আর না এই অবস্থানে আসতে পারতাম। আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমেই আমাকে দুনিয়ার আলো দেখিয়েছেন। তোমার পরশেই আমি ছোট্ট বাবু থেকে তাগড়া জোয়ান হয়েছি। তোমার অবদান আমি কী দিয়ে শোধ করব মা? আমি তোমায় সব অধিকার স্বীকার করেই একজন জীবনসঙ্গিনী চাচ্ছি। মা, একটু বোঝার চেষ্টা করো। তোমার সাথে কথা বলার একটা সীমা আছে। এই সীমার বাইরে কিছু বলা যায়

না। তোমার-আমার মধ্যে একটা রেড লাইন আছে, যে লাইন কখনো অতিক্রম করা যায় না। তাই এমন কাউকে দরকার, যার সাথে কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। থাকবে না কোনো রেড লাইন। যাকে প্রাণ উজাড় করে সব বলা যাবে। যে আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হবে। আমার সাথে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবে। মিষ্টি দুষ্টুমি করবে। আমাকে দেবে মধুর যন্ত্রণা। শীতল করবে আমার চক্ষু, আমার হৃদয়।

একজন ভালো জীবনসঙ্গী পুরুষকে অনেকদূর এগিয়ে দিতে পারে। বাবা তো মাঝেমধ্যেই বলেন, "তোর মা না থাকলে আমার জীনবটা এত গোছালো হতো না।" আসলেই মা, বাবা বিন্দু পরিমাণও মিথ্যে বলেননি। জীবনসঙ্গিনীর সাথে এমন কিছু শেয়ার করা যায়, যা অন্য কাউকেই বলা যায় না। এই সত্যিটা তুমিও জানো। কিন্তু আমার বেলায় কেন-যে এটা বুঝতে চাও না, আমি জানি না। আমি সত্যিই জানি না। বাবাও বুঝতে চান না অনেক কিছু। তাকে যে কিছু বোঝাব, সেই সাধ্যি আমার নেই। তিনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন বলে কখনো বলিওনি কিছু।

আমি একটা হাদিস এখানে উল্লেখ করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : **"সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতামাতার দায়িত্ব হলো তার সুন্দর নাম রাখা এবং দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। আর বালেগ হয়ে গেলে দায়িত্ব হলো বিবাহ করিয়ে দেওয়া। যদি বালেগ হওয়ার পরও বিবাহ না করায়, আর সন্তান কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে এর দায়ভার পিতার ওপরই বর্তাবে।"** (বাইহাকি : ৮২৯৯) মিরকাতুল মাফাতিহে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সন্তান বালেগ হওয়ার পর যদি তার বিবাহের সামর্থ্য (সম্পদ) না থাকে, তাহলে পিতা যেন তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। সামর্থ্য থাকার পরও যদি বিবাহ না করায়, তাহলে পিতা গুনাহগার হবেন।"

তোমাদের কোনো পদক্ষেপ যদি আমাকে গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়, তবে সেটার দায় কেবল আমার ওপরেই বর্তাবে না। তোমরাও সমান দোষী হবে।

ভালো থেকো মা। বাবাকে আমার সালাম দিয়ো। আর তোমার ছেলেটাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কোরো।

ইতি

তোমার সাবালেগ খোকা

বিয়ের এপিঠ ওপিঠ

ঢাকায় প্রতিদিন ৩৯টি তালাকের ঘটনা ঘটছে। তার মানে প্রতি ৩৭ মিনিটে ভেঙে যাচ্ছে একটি করে সংসার।[১] এটা কি ভয়াবহ ব্যাপার না? আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় বিয়ে কিন্তু সহজ বিষয় নয়। সেটা যেমন একজন ছেলের জন্যে, তেমনি মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই কথা। সারা জীবন ভুগতে হয় এসব দুঃস্বপ্ন নিয়ে। আর সন্তান রেখে যদি বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তবে তো দুঃখ রাখার কোনো জায়গাই থাকে না। দরিয়ার মধ্যে ভাসতে থাকে অসহায় সন্তানরা। কখনো দাদাবাড়ির চৌকাঠ, কখনো নানাবাড়ির আঙিনায় তাদের জীবন কাটে। জীবনভর শুনতে হয় নানান খোঁটা। আর যাদের আশ্রয় হয় এতিমখানায়, তাদের কষ্ট তো বলাই বাহুল্য।

প্রতিটি কাজ করার আগে ইলম অর্জন করা ফরজ। কেউ যদি নামাজ পড়তে চায়, তাকে নামাজের মাসআলা-মাসায়েল শিখতে হবে। কুরআন পড়তে চাইলে শিখতে হবে মাখরাজ-তাজবিদ-সিফাত। হজ করতে চাইলে জানতে হবে হজের নিয়মকানুন। এটা সকলেই বুঝে। কিন্তু বিয়ের বেলায় কেন যেন গা-ছাড়া মনোভাব থাকে। বিয়ের আগে কি এই-সংক্রান্ত ইলম অর্জন করা ফরজ নয়?

বিয়ের আগে জানতে হবে এর এপিঠ-ওপিঠ। পরিবার গঠনের আগে জানতে হবে এর চ্যালেঞ্জসমূহ। কাজী ডেকে বিয়ে করলেই স্বামী হওয়া যায় না। কবুল বলে প্রস্তাব গ্রহণ করলেই সে স্ত্রী হয় না। এর বাইরে আরও অনেক কথা আছে। পর্দার অন্তরালের সেই কথাগুলোই আসলে মূল জীবন। শুধু পাত্রী দেখলাম, বিয়ে করলাম, আর বনিবনা না হলে ছেড়ে দিলাম—এটা কোনো কথা হতে পারে না। অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে বিয়ে ও পরিবারের হাল-হাকিকত। তাহলে আমরা শয়তানি বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করতে পারব খুব সহজেই। ইবলিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে দরকার হয় শক্ত প্রস্তুতির। নয়তো তার চক্রান্তের জালে যে-কোনো সময় আমরা ফেঁসে যেতে পারি।

---

[১] ঢাকায় দিনে ৩৯ তালাক, প্রথম আলো, বুধবার, ০১ নভেম্বর ২০২৩।

...ক সুতোয় গাঁথা

...য়ে মানে দায়িত্ব। বিয়ের সাথে জিম্মাদারি এক সুতোয় গাঁথা। একটা জীবনের ...রো দায়িত্ব আপনাকে কাঁধে তুলে নিতে হবে। স্ত্রীর দেখভাল, ভরণপোষণ, ...বাসন, পর্দার সুযোগ আপনাকেই করে দিতে হবে। পুরুষ হিসেবে আপনি ...র কর্তা। তার মাধ্যমে যত সন্তান দুনিয়াতে আসবে, তাদের অভিভাবকও ...পনি নিজেই। বাচ্চারা আপনার ছাতার নিচেই তরতর করে বেড়ে উঠবে। ...বি সাহেবা আপনাকে কেন্দ্র করেই সুখের বাগান রচনা করবে। আপনি হবেন ...রিবার নামক দুর্গের পাহারাদার। নবি কারীম ﷺ বলেছেন :

> **"পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"**[১]

তিনি আরও বলেন,

> "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্বাধীন ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) প্রশ্ন করবেন—সে কি তার (অধীনস্থ জিনিসের) যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, নাকি তার প্রতি অবহেলা করেছে। **এমনকি গৃহকর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকদের বিষয়েও কৈফিয়ত নেবেন।"**[২]

পুরো দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার ওপর। এখানকার স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখা আপনারই কর্তব্য। পুরুষত্বের বাহুডোরে আপনি আঁকড়ে রাখবেন নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে। তাদের ওপর কোনো আঘাত আসলে প্রথমে এগিয়ে যেতে হবে আপনাকেই। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করবেন। তবুও পরিবারের ওপর আঘাত আসতে দেবেন না। আপনি থাকবেন সদা অতন্দ্র প্রহরীর মতো। আপনারই তো নির্ঘুম রাত পার হবে পরিবারের সুরক্ষায়। অন্যেরা হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু দায়িত্বের চাপ আপনাকে সারাক্ষণ রাখবে যুবকের মতন চাঙা। কবি মিরাজ ফয়যাবাদীর ভাষায় :

مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ
میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے

ক্লান্ত হতে দেয় না আমায় জরুরতের পাহাড়,
বুড়ো হতে দেয় না আমায় বাচ্চাদের আবদার।

সাতপাঁচ না-ভেবে হুটহাট যদি বিয়ে করে ফেলেন, তবে হয়তো বেশিদিন

---

[১] বুখারি, ৭১৩৮; তিরমিযি, ১৭১১; আবু দাউদ, ২৬০০।

[২] সহিহ ইবনু হিব্বান, ৪৪৭৫; সহিহ আল জামি, ১৭৭৪।

সার্ভাইব করতে পারবেন না। আবেগের মোহ কেটে বাস্তবতা যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, সেইদিন নিজেকে মনে হবে পরাজিত সৈনিকের মতন। যে কিনা শত্রুর প্রবল আক্রমণ দেখে এখন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাচ্ছে।

পুরুষ যদি মুদ্রার এপিঠ হয়, তবে ওপিঠে লেখা থাকবে দায়িত্ব। এই কথাটা আমি অনেক ভেবেচিন্তে বলছি। রেসপন্সিবিলিটি মানেই পুরুষ। দিনশেষে সেক্রিফাইস করতে হবে পুরুষকেই। ছাড় দিতে হবে পরিবারের কর্তাকেই। নারী তার ঘর সামলাবে, বাচ্চা সামলাবে, রান্নাবাড়া করবে... কিন্তু রোজগারের দিকটা ভাবতে হবে পুরুষকেই। মাস শেষে বেতন পাওয়ার আগ পর্যন্ত পুরো সপ্তাহ কিভাবে চলবে, সেই টেনশন নারী করে দেবে না। বাচ্চার দুধ, মায়ের ওষুধের টাকা, স্ত্রীর মৌলিক প্রয়োজন, বাবার আবদার—এগুলো সরবরাহ করতে হবে দায়িত্বশীল পুরুষকেই। নারী চিন্তা করবে বেগুনে পোকা আছে কি না। কিন্তু এই বেগুন ঘর অবধি কিভাবে আসবে, সেই চিন্তা তার নয়। অনেক সময় অধীনস্থদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিজের ছেঁড়া জুতোর দিকে তাকানোর ফুরসত হবে না আপনার, এটার নামই পুরুষ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তাদের অধিকার নষ্ট করবে—যাদের ভরণপোষণের ব্যাপারে সে দায়িত্বশীল।"[১]

এখন কিছু বই বেরিয়েছে, যেগুলো পড়লে মনে হবে বিয়ে মানে শুধু মজমাস্তি। খালি সুকুন আর সুকুন। স্ত্রীর সাথে খুনশুটি, রাতের বেলায় দৌড়াদৌড়ি, খোশগল্প, প্রেম-ভালোবাসা... আহা কী সুখের জীবন!

হ্যাঁ, এগুলো আছে। তবে এগুলো সংসার জীবনের একটা অংশ মাত্র। পূর্ণাঙ্গ চিত্র না। এগুলোকে বলা যায় ট্রেইলার, পিকচার এখনো বাকি। কবি ইকবাল বলেছিলেন,

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

তারকারাজির পরে আরও অনেক জগৎ আছে,
ভালোবাসার পরীক্ষা এখনো অনেক বাকি আছে।

অতীতের যুগে একটা পুরুষকে যত কষ্ট আর বাস্তবতার মোকাবিলা করতে হতো, তার সিকিভাগও এই জামানার পুরুষরা ফেইস করে না। কিন্তু তারপরেও আজ তারা হতাশ। আসলে যারা ভোগবাদী মানসিকতা নিয়ে বিয়ে করে, সাংসারিক জীবনটা তাদের জন্যে কখনোই উপভোগ্য হয়ে ওঠে না। এরাই পরবর্তীতে গিয়ে ডিপ্রেশনে ভোগে। কাউন্সেলিং করানোর জন্যে বিভিন্ন

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৬৪৫৯, ৬৭৮০; আবু দাউদ, ১৬৯২; বুলুগুল মারাম, ১১৪৩।

সাইকোলজিস্টদের শরণাপন্ন হয়। পুরুষ মানুষ যত বেশি দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াবে, তাকে ডিপ্রেশন তত বেশি চেপে ধরবে। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে বৈরাগী সাজার মধ্যে পুরুষোচিত কোনো আনন্দ নেই। আছে কাপুরুষতা।

Dr. John Gray[১] এবং Deborah Tannen[২] দেখিয়েছেন যে, **পুরুষ তার সার্থকতা অনুভব করে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই**। এটাই তার স্বস্তির জায়গা। লেখকগণ কয়েকটি পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করেছেন :

- পুরুষের চিন্তা-চেতনা, কথাবার্তা সাধারণত যৌক্তিক, আবেগ-বর্জিত হয়ে থাকে। তারা আবেগের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাস্তবতার দিকে।
- অধীনস্থদের প্রয়োজনের সময় তারা মোটিভেটেড এবং শক্তিতে বলীয়ান হয়। দায়িত্বের হক আদায় করতে তখন কাজে নেমে পড়ে।
- **কতটুকু দিতে পারলাম, এই ব্যাপারে তারা উদ্‌বিগ্ন থাকে**। কতটুকু নিতে পারলাম, এই হিসাব তারা করে না।
- **যখন তার অধীনস্থ নারী সুখী থাকে, তখন সে নিজেকে মনে করে সফল পুরুষ**। আর অধীনস্থ নারীকে অসুখী দেখলে, সে ব্যর্থ মনে করতে থাকে নিজেকে। (বিস্তারিত সামনে আসছে)

এগুলো হলো সুস্থ ফিতরাতসম্পন্ন পুরুষের বৈশিষ্ট্য। আর পুরুষত্বের আসল স্বাদ লুকিয়ে রয়েছে দায়িত্বের হক আদায়ের মধ্যেই।

নারীর জন্যেও বিয়েটা দায়িত্বের বিশাল এক ক্ষেত্র। তার ওপরেও রয়েছে আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত কর্তব্য। পুরুষ বাইরে থেকে ইনকাম করে টাকা এনে দেবে। কিন্তু ঘরে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে একজন দায়িত্বশীল স্ত্রীকেই। নারীকে বলা যায় ঘরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিগুণ, সঠিক পরিচর্যা, সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর খেদমত ইত্যাদি ঘরোয়া বিষয়ে সে দায়িত্বশীল। এ ব্যাপারে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> “নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল। সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”[৩]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ﵀ বলেন, ‘স্ত্রী স্বামীর ঘরের

---

[১] John Gray, Ph.D, *Men Are from Mars, Women Are from Venus,* (UK: HarperCollins, 1992)

[২] Deborah Tannen, *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation* (William Morrow Paperbacks; 1st edition, February 6, 2007)

[৩] বুখারি, ৭১৩৮; তিরমিযি, ১৭১১; আবু দাউদ, ২৬০০।

ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার মানে হলো—স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা, স্বামীর কল্যাণ কামনা, তাকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া, স্বামীর ধনসম্পদ ও তার নিজের ব্যাপারে পূর্ণ আমানতদারিতা বজায় রাখা।'[১]

ফ্যান্টাসি ঝেড়ে নারীকেও প্রস্তুতি নিতে হবে জীবনযুদ্ধের জন্যে। কেননা, বিয়ে মানেই সকল কিছুর সমাধান না। সমাধানের রাস্তা মাত্র। বিবাহিত জীবনে বহু অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত সামনে এসে দাঁড়াবে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবিলা করতে হবে। একটা পরীক্ষা শেষ না-হতেই অপেক্ষা করবে আরও বড় কোনো পরীক্ষা। কখনো কালবোশেখি ঝড়, কখনো গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপ, কখনো কনকনে ঠান্ডা আবহাওয়া তাকে তাড়া করবে। এসব দেখে মনোবল হারালে চলবে না। বরং উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে তার যথাযথ সুরাহা করতে হবে।

বিয়ে তো সবেমাত্র ভর্তি পরীক্ষা। সামনে মিড টার্ম, সেমিস্টার, ভাইভা, থিসিস... কত ধাপ পড়ে আছে। পাড়ি দিতে হবে অনেকগুলো বর্ষ। অনেকটা কঠিন পথ। সে জন্যে চাই মানসিক প্রস্তুতি। একটা স্বপ্ন দেখে যদি এই পথে কেউ আসে, তবে আরেকটা স্বপ্ন দেখে হয়তো চলে যাবে। বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না।

ভালোবাসার রকমফের

বিয়ের পরে অনেকেই হতাশ হয়ে যায়। 'হায়-রে, যে আশা নিয়ে বিয়ে করলাম, তার কিছুই তো পেলাম না। স্ত্রী তো আমার মতো করে আমাকে ভালোবাসে না।' আবার স্ত্রী ভাবে, 'স্বামী তো আমার মতো করে আমাকে কাছে টেনে নেয় না। সে এত পাষণ্ড কেন!' দুইজনের মনোভাব প্রকাশের স্টাইল, ভালোবাসার ধরন, কথাবার্তা ও আচার-আচরণের মধ্যে যখন পার্থক্য দেখা দেয়, তখন অনেকেই পড়ে যায় মহা যন্ত্রণায়। বিবাহিত-জীবনকে মনে হতে থাকে যেন গলার বেড়ি। জামাই বাবাজি এই কথা ভেবে মনঃক্ষুণ্ন হতে থাকে যে, 'স্ত্রীর মন-মানসিকতা কেন আমার মতো না।' আবার স্ত্রীর অভিমানী মন স্বামীকে আবিষ্কার করে ভিন্ন চরিত্রের এক কর্তৃত্বপরায়ণ মানুষ হিসেবে। তখন সে এই ভেবে কষ্ট পায় যে, জীবনসঙ্গীটা তার কাঙ্ক্ষিত মনের মানুষ নয়।

বিয়ের আগে অনেকেই লৈঙ্গিক পার্থক্যের বিষয়টা মাথায় রাখে না। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক ফিতরাত-প্রবণতা কী, সেটাও তারা জানে না। ফলে মান-অভিমান হতে থাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে। একে-অপরকে না-বোঝার কারণে সংসার জীবনে বাড়তে থাকে দাম্পত্য-কলহ। কিছুক্ষণ আগেই Dr. John Gray-

[১] বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, ৬/১৯১।

এর একটা বইয়ের কথা বলেছিলাম। তিনি বইটার শুরুর দিকেই বলেছেন,

"নারী ও পুরুষ যে ভিন্ন, এটা না ধরতে পারলে এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বিপরীত লিঙ্গের সাথে জীবনযাপনের সময় আমরা সাধারণত রাগান্বিত কিংবা হতাশ হয়ে পড়ি, কারণ (নারী-পুরুষের ভিন্নতার) এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটা আমরা মনে রাখি না। **আমাদের প্রত্যাশা হলো—বিপরীত লিঙ্গের মানুষটি আমার মতো হবে; আমি যা চাই, সেও তা-ই চাইবে; আমি যেভাবে ফিল করি, সেও ওভাবেই ফিল করবে।**

"ভুলবশত আমরা মনে করি যে, অন্যকে ভালোবাসার সময় আমার আচরণ এবং প্রতিক্রিয়া যেমন থাকে—আমার জীবনসঙ্গী যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে তবে তার প্রতিক্রিয়া এবং আচরণও ঠিক তেমনই হবে। **এই ধরনের নাটকীয় মনোভাবের কারণে আমরা আশাহত হই বারবার।** এর ফলে বিপরীত-জনের সাথে যথাযথ সময় নিয়ে প্রেমময় ভাবের আদান-প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়। ভুলবশত পুরুষরা মনে করে যে, নারীরা তাদের মতো করেই চিন্তাভাবনা, ভাবের আদান-প্রদান এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়া দেখাবে। নারীরাও ভাবে যে, পুরুষরা তাদের পদ্ধতিতেই চিন্তা-ভাবনা, ভাবের আদান-প্রদান এবং প্রতিক্রিয়া দেখাবে। **আমরা ভুলে গেছি যে, নারী ও পুরুষকে দেখতে হবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।** আর নয়তো আমাদের সম্পর্কগুলো অপ্রয়োজনীয় কলহ-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত দিয়ে ভরপুর হয়ে উঠবে।"[১]

ভালোবাসার পার্থক্য নিয়ে বিস্তারিত বলার আগে একটি ঘটনা শেয়ার করি। গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ঢাকাগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। রাতের আঁধারে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তিনটি বগিতে। তার মধ্যে একটি বগি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেখানে পাওয়া যায় চারজনের লাশ। তার মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন নারী ও শিশু। এই নারী ও শিশুকে পাওয়া যায় জড়াজড়ি করা অবস্থায়। পুলিশ জানতে পারে, সম্পর্কে এরা মা এবং সন্তান। মায়ের নাম নাদিরা আক্তার এবং সন্তান হলো তিন বছরের ছেলে ইয়াসিন। আগুন লাগার সময় সবাই এদিক-ওদিক দৌড়ে যায়। কিন্তু এই মা এবং সন্তান আটকা পড়ে ওখানে। ওই মুহূর্তে মা তার সন্তানকে কোলে জড়িয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে। কিন্তু হায়াত না থাকায় ওখানেই তাদের মৃত্যু হয়।[২] একজন বাবা এই ঘটনা শুনে বলছিলেন, 'আমি এই মায়ের মতো করতে পারব কি না, জানি না।'

এই-যে প্রচণ্ড রকমের দয়া-মায়া-মমত্ববোধ, এটা কিন্তু নারীদের মধ্যেই বেশি

---

[১] John Gray, Ph.D, *Men Are from Mars, Women Are from Venus*, p 16

[২] তেজগাঁওয়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের তিনটি বগিতে আগুন, মা–শিশুসহ নিহত চার, প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩।

থাকে। বিশেষ করে সন্তানের বেলায় মায়েরা থাকে প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ। সে জন্যেই আল্লাহ তাআলার দয়া-মায়ার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে নবিজি উদাহরণ এনেছেন সন্তানহারা মায়ের। হাদিসটা উল্লেখ করছি নিচে :

কয়েকজন কয়েদি নিয়ে আসা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে। ওদের মধ্য থেকে একজন মহিলা কী যেন খোঁজাখুঁজি করছিল। বন্দিদের মাঝে কোনো শিশুকে পাওয়া মাত্রই তাকে কোলে নিয়ে দুধপান করাচ্ছিল ওই মহিলা। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ স্ত্রীলোকটি কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে রাজি হবে?' সাহাবিরা জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম! সে কখনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চাইবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সন্তানের প্রতি এ স্ত্রীলোকটির যত মায়া, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এরচেয়েও অধিক দয়াশীল।'[১]

নারীর ভালোবাসায় যতটা দয়ামায়ার বহিঃপ্রকাশ থাকবে, পুরুষের ভালোবাসায় স্বভাবতই তা থাকবে না। আবার পুরুষের ভালোবাসায় যতটা শাসকসুলভ আচরণ থাকবে, নারীর মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটাই স্বাভাবিক হিসাব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

| "পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।"[২]

মুআয ইবনু জাবাল ﷺ-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নবিজি বলেছেন, "শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করবে, **পরিবারের লোকেদের ওপর থেকে কখনো শিষ্টাচারের লাঠি সরিয়ে নেবে না।**"[৩] নবি ﷺ

---

[১] মুসলিম, ৬৭২৫।

[২] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

[৩] মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "(১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (২) পিতামাতার অবাধ্য হবে না, যদি মাতাপিতা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন বা ধন সম্পদ ছেড়ে দেয়ার হুকুমও দেয়। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো কোনো ফরজ নামাজ ছেড়ে দিয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে নিজের দায়িত্ব উঠিয়ে নেন। (৪) মদ পান হতে বিরত থাকবে। কেননা তা সকল অশ্লীলতার মূল। (৫) সাবধান! আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা নাফরমানি দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত হয়ে যায়। (৬) জিহাদ হতে কখনো পালিয়ে যাবে না, যদিও সকল লোক মারা যায়। (৭) যখন মানুষের মধ্যে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে আর তুমি সেখানেই রয়েছো, তখন সেখানে তুমি অবস্থান করবে (পলায়নপর হবে না)। (৮) শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করবে (কার্পণ্য করে তাদের কষ্ট দেবে না)। (৯) পরিবারের লোকেদের ওপর থেকে কখনো শিষ্টাচারের লাঠি সরিয়ে নেবে না এবং (১০) আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে।" [আহমাদ, ২২১২৮; সহিহ আত-তারগীব, ৫৭০]

...রও বলেছেন, "তোমরা লাঠি এমন জায়গায় টাঙিয়ে রাখবে, যেখানে ঘরের ...কদের দৃষ্টি পড়ে। কারণ এটা তাদের জন্য আদব তথা শিষ্টাচারের মাধ্যম।"[১]

পুরুষের ভালোবাসায় শাসন থাকবে। কর্তৃত্বসুলভ আচরণ থাকবে। এটা ...রআন-হাদিস থেকেই স্পষ্ট হয়। ভালোবাসার এই হিসাব-নিকাশটা আরও ...লো করে বুঝতে চাইলে, আমাদেরকে জানতে হবে ভালোবাসার ধরন সম্পর্কে। ...hn Alan Lee তার *The colors of love*[২] গ্রন্থে ভালোবাসার ছয়টি ধরনের কথা ...লেছেন :

১. Eros : তীব্র অনুরাগ-বিরাগ ও রোম্যান্সযুক্ত ভালোবাসা।

২. Ludus : হাস্যরসাত্মক ও খুনশুটিসুলভ ভালোবাসা।

৩. Storge : ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা এবং বন্ধুসুলভ ভালোবাসা।

৪. Pragma : বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিপূর্ণ ভালোবাসা।

৫. Mania : মোহ, আধিপত্য, অধিকারসুলভ ও কর্তৃত্বপরায়ণ ভালোবাসা।

৬. Agape : পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

প্রকারগুলো সহজভাবে বোঝার জন্যে ভারতীয়রা এগুলোর ভিন্ন নাম দিয়েছে—১. রোম্যান্টিক (Romantic), ২. হাস্যরসাত্মক (Game Playing), ৩. বন্ধুসুলভ (Best Friends), ৪. যুক্তিপূর্ণ (Logical), ৫. কর্তৃত্বপরায়ণ (Possessive) এবং ৬. নিঃস্বার্থ (Unselfish)।

এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব, ভালোবাসার দিক থেকে নারী এবং পুরুষ কোন কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে। ড. সুকান্ত গোস্বামী এবং প্রফেসর এল. এন. সরকার পরিচালিত একটা গবেষণা রিপোর্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই।[৩] তারা দুজনেই ভারতের গুয়ালিয়রের Lakshmibai National Institute of Physical Education-এর শিক্ষক। কেন আমরা ইন্ডিয়ান লেখকদের পেপার থেকে প্রমাণ দিচ্ছি, সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। পশ্চিমে ফেমিনিজমের দুর্দান্ত প্রভাব থাকায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো তাদের দ্বারা সব সময় প্রভাবিত হয়। ফলে নিরপেক্ষ ফলাফল তাদের থেকে পাওয়া যায় না। তারা সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু, ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট, ইলুমিনাতি ইত্যাদি দ্বারা বায়াসড। কেননা, গবেষণার বিরাট অর্থায়ন আসে এইসব এজেন্ডার

---

[১] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১৩২১৭; সিলসিলা সহিহাহ, ১৪৪৭।

[২] John Alan Lee, *The colors of love* (Toronto: New Press, 1st ed., 1973)

[৩] Sukanta Goswami, L. N. Sarkar, "Gender Differences in Styles of Loving: Who Are More Romantic in Relationship in Indian Scenario?", 44 *RSC* Volume 10, Issue 3, September 2018

বাস্তবায়নকারীদের কাছ থেকে। আমি বলছি না, ইন্ডিয়া এসব থেকে মুক্ত। তবে প্রভাবটা তুলনামূলক কম। আর ভৌগোলিকভাবে এই দেশটি আমাদের কাছাকাছি হওয়ায়, কিছুটা সামঞ্জস্য আমরা খুঁজে পাব এখানে।[১] ড. সুকান্ত এবং প্রফেসর সরকার চল্লিশজন পুরুষ এবং চল্লিশজন নারীর ওপর একটি গবেষণা চালান। ভালোবাসার ক্যাটাগরিতে কার পারফর্ম্যান্স কত, সেটা একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন তারা :

ভালোবাসার ধরণ	পুরুষদের গড় স্কোর	নারীদের গড় স্কোর	কার স্কোর বেশি?
Eros (রোমান্টিক)	৪.৬৮	৫.৪৫	নারীদের
Ludus (হাস্যরসাত্মক)	৩.৬৪	৩.৮৮	নারীদের
Storge (বন্ধুসুলভ)	৪.৮৩	৫.০৩	নারীদের
Pragma (যৌক্তিক)	৪.৭০	৪.৪৮	পুরুষদের
Mania (কর্তৃত্বপরায়ণ)	৫.১৩	৪.৮৫	পুরুষদের
Agape (নিঃস্বার্থ)	৫.৬৩	৫.৪৫	পুরুষদের

ভালোবাসার ধরনে-যে তারতম্য ঘটে, এটা আরও অনেকের গবেষণাতেই ফুটে উঠেছে। পশ্চিমের অন্যান্য গবেষকদের ফলাফল একনজরে দেখে নেওয়া যাক :

- ☑ De Andrade এবং Garcia তাদের গবেষণায় পেয়েছেন যে, বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক (Pragma) এবং অধিকার ও কর্তৃত্বসুলভ (Mania) ভালোবাসা পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে খুনশুটি, বন্ধুসুলভ (Ludus) ও কেয়ারিং (Storge) ভালোবাসা বেশি লক্ষ করা যায়।[২]
- ☑ সাইকোলজির প্রফেসর Félix Neto ১৭০ জন নারী ও ৯৫ জন পুরুষের ওপর গবেষণা করেও এটা প্রমাণ করেছেন যে, ছেলেদের ভালোবাসা কর্তৃত্ব ও অধিকারসুলভ (Mania) হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে পুরুষদের স্কোর ছিল

[১] কারণ, ভালোবাসার ফিতরাতগত প্যাটার্ন নানান অসামাজিক কারণে বদলে যায়। বয়স, সামাজিক অশ্লীলতা, নারীবাদ, মূল্যবধের অবক্ষয় ইত্যাদি। Schmitt et al. (2009); Landis and O'Shea (2000) and Sternberg (1998)

[২] De Andrade, A. L. and A. Garcia. 2014. "Escala de crenças sobre amor romântico: Indicadores de validade e precisão." *Psicologia: Teoria e Pesquisa* 30 (1): 63-71. DOI: 10.1590/S0102-37722014000100008

৮৬.০৩ এবং নারীদের ৮৩.৮২।[১]

☑ Lin এবং Huddleston-Casas নিঃস্বার্থ ভালোবাসার (Agape) ওপর গবেষণা করেন। তারা দেখতে পান—নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ক্ষেত্রে পুরুষরা এগিয়ে রয়েছে।[২]

☑ Lee দেখিয়েছেন, অধিকারসুলভ (Mania) এবং নিঃস্বার্থ (Agape) ভালোবাসায় পুরুষরা অগ্রগামী।[৩]

☑ K.K. Dion এবং K.L. Dion দেখিয়েছেন, মেয়েরা বন্ধুসুলভ ভালোবাসা (Storge) বেশি প্রদর্শন করে। মানসিক বিপর্যস্ততার সময় তারা সাপোর্ট দেয় পুরুষদের।[৪]

☑ Hendrick et al. এবং Rotenberg & Koro পৃথক পৃথক গবেষণার পর এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, Storge (বন্ধুসুলভ) এবং যুক্তিপূর্ণ (Pragma) ভালোবাসায় নাবীদেব স্কোর বেশি।[৫]

☑ Ubando জানিয়েছেন, নারীরা তাদের ভালোবাসা চাপিয়ে রাখতে পারে। আর পুরুষরা তা মৌখিক ও আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বেশি পারদর্শী।[৬] অনেকটা বাংলা প্রবাদের মতো আরকি—বুক ফাটে, তবুও মুখ ফুটে না। এটা নারীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। কিন্তু পুরুষরা তাদের ভালোবাসা খুব দ্রুত প্রকাশ করে দিতে চায়।

☑ Sprecher এবং Fehr জানাচ্ছেন, ক্ষমাসুলভ ভালোবাসা (Storge) নারীদের বেশি থাকে। তারা বেশি বেশি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা দেখায়।[৭]

☑ Basow তার রিসার্চ থেকে বলেছেন যে, নিঃস্বার্থ (Agapic) ভালোবাসায়

---

[১] Félix Neto, Gender Differences in Estimates of Love Styles for Self and Others, *Sexuality & Culture (The Springer)*, Accepted: 26 March 2021.

[২] Lin, L.W. and C.A. Huddleston-Casas. 2005. "Agape love in couple relationships." *Marriage & Family Review* 37 (4): 29-48. DOI: 10.1300/J002v37n04_03

[৩] Lee, J. 1976. The colors of love (1st edn). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

[৪] Dion, K.K. and K.L. Dion. 1993. "Individualistic and collectivistic perspectives on gender and the cultural context of love and intimacy." *Journal of Social Issues* 49(3): 53-69.

[৫] Rotenberg, K. J., & Korol, S. (1995). The role of loneliness and gender in individuals' love styles. *Journal of Social Behavior and Personality*, 10, 537–546.

[৬] Ubando, Melissa. 2016. "Gender Differences in Intimacy, Emotional Expressivity, and Relationship Satisfaction." *Pepperdine Journal of Communication Research* 4 (13): 19-29.

[৭] Eagly, A.H. and M. Crowley. 1986. "Gender and helping behaviours: A metaanalytic view of the social psychological literature." *Psychological Bulletin* 100: 65-71.

নারীরা অগ্রগামী। কারণ, প্রতিপালনের গুণ নিয়েই তাদের সামাজিকীকরণ হয়।[১]

☑ Sprecher ও Fehr (2005) এবং Hwang, Plante ও Lackey (2008) বলেছেন, **রোম্যান্টিক ভালোবাসার (Eros) ক্ষেত্রে নারীদের স্কোর বেশি।**[২]

☑ যৌনতাই নারীর ভালোবাসার একমাত্র উৎস নয়। মূলত সমর্পণের ইচ্ছা থেকেই তারা গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক উইল ড্যুরান্ট বলেছেন: "নারীর প্রেমের প্রাকৃতিক ভিত্তির দ্বিতীয় স্তরেই রয়েছে মাতৃত্বের গুণাগুণ। আর যে তীব্র আকর্ষণ নারীকে পুরুষের সাথে যুক্ত করে রাখে, সেটা কেবল যৌন-অনুভূতি নয়। বরং এটার উৎপত্তি হলো তার সেই সংগতিপূর্ণ ফিতরাত—**যেটার মাধ্যমে সে নিজেকে কারও অধীন করে দিতে চায় এবং কারও কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়।**"[৩]

ওপরে আমরা গবেষণার বিভিন্ন রিপোর্ট আপনাদের দেখিয়েছি। তারা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, নারী-পুরুষের ভালোবাসার প্যাটার্ন ভিন্ন। ভালোবাসার ছয় ধরনের মধ্যে নারীদের স্কোর Eros (রোম্যান্টিক), Ludus (খুনশুটি) এবং Storge (বন্ধুসুলভ)-এর ক্ষেত্রে বেশি। অপরদিকে পুরুষের স্কোর বেশি Pragma (যৌক্তিক), Mania (কর্তৃত্বসুলভ) এর ক্ষেত্রে। Agape (নিঃস্বার্থ) নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এতদিন আমরা ভালোবাসা বলতে শুধু রোম্যান্স কিংবা লুতুপুতুকেই বুঝে এসেছি। অথচ পুরুষের ভালোবাসা যে মোহ, কর্তৃত্ব, দায়িত্ব, যৌক্তিকতা ও পরার্থবাদী মানসিকতার মাধ্যমেই বেশি প্রকাশিত হয়, সেটা বোঝানো হয়নি আমাদের।

আমরা এখন প্রেমের যে চিত্র দেখে বা শুনে অভ্যস্ত, সেটা পুরোই একপাক্ষিক ফেমিনিন রূপ। নাটক-সিনেমায় যা দেখানো হয়, সেখানেও রয়েছে নারীর মনস্তত্ত্বের একপেশে প্রতিফলন। আমরা রোম্যান্স নামে যা চিনি, সেটাও মূলত নারীসুলভ রোমান্সের একটি ধরন। পুরুষের ভালোবাসার ধরন সেখানে স্থান পায়-ই না। ভালোবাসা বলতে আজকাল শুধু রোম্যান্টিসিজমকেই বোঝানো হয়। যার কারণে, লুতুপুতু টাইপের সম্পর্ক গড়তে না পারলে সেই পুরুষকে ব্যর্থ মনে করে সমাজ। অথচ পুরুষের ভালোবাসা প্রকাশের ধরন ভিন্ন। দুটি মন যেহেতু দুই মেরুর, তাদের চাওয়া-পাওয়াও দুই মেরুর-ই হবে। একজন পুরুষ যেসব

---

[১] Basow, S. H. (1992). *Gender: Stereotypes and roles.* (3rd ed.). Brooks/Cole.

[২] Hwang, T. Plante and K. Lackey. 2008. "The development of the Santa Clara Brief Compassion Scale: An abbreviation of Sprecher and Fehr's Compassionate Love Scale." *Pastoral Psychology* 56: 421-428.

[৩] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, p. 117-118.

কাজকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করবে, নারী সেগুলোকে মনে করবে না। এটাই সুস্থ ফিতরাতের দাবি। তাদের মধ্যে যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে, সেহেতু ভালোবাসার ধরনেও পার্থক্য থাকবে। কিন্তু ফেমিনিজমের প্রভাবে আমরা সেটা ভুলে যেতে বসেছি।

অতি রোম্যান্টিক হওয়ার গুণাবলি আল্লাহ তাআলা নারীদের মধ্যে বেশি দিয়েছেন। আর পুরুষদের মধ্যে দিয়েছেন কর্তাসুলভ আচরণ। এই-যে **বন্ধুসুলভ আচরণ, অধিকমাত্রায় রোম্যান্টিকতা কিংবা যত্নআত্তির ব্যাপারে খেয়াল রাখা—এগুলোর কোনোটাই কিন্তু নারীত্বের দুর্বলতা নয়। এগুলোই নারীর শক্তি।**

☑ রোম্যান্টিক ভালোবাসা নারীদেরকে দায়িত্বশীল আচরণ, বন্ধন অটুট রাখা, জীবনসঙ্গীর নিকটবর্তী হওয়া, আত্মনিবেদন করা, মায়াজাল বিস্তার ইত্যাদিতে সাহায্য করে।[১] পারিবারিক বাঁধন মজবুত করতে এইসব গুণাবলির কোনো বিকল্প নেই।

☑ রোম্যান্টিকতা সঙ্গীর সাথে বন্ধন মজবুত করে।[২] এর কারণেই নারীদের মধ্যে চপলতা, মোহিনীশক্তি ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়।[৩]

☑ রোম্যান্টিক ভালোবাসা শুধু যৌনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। **এই ভালোবাসা যৌন-সম্পর্কের বাইরেও নারীকে তার নারীত্বের জন্যে উজ্জীবিত করে।**[৪] যার কারণে তারা সন্তান-সন্ততির প্রতি অধিক পরিমাণে যত্নশীল হয়। নিজের যৌন-আকর্ষণ কমে গেলেও স্বামীকে সে আগলে রাখে। বুড়োকালেও তার সেবায় মনোযোগী হয়। বাচ্চাকাচ্চা, নাতি-নাতনির প্রতি সে অধিক মাত্রায় মমতা প্রদর্শন করে।[৫] উইল ড্যুরান্টের ভাষায়: "নারীরা শুধুমাত্র শারীরিক

---

[১] Aron, A. and E.N. Aron. 1998. "Love and sexuality." *In Sexuality and close relationships,* edited by K. S. McKinney and S. Sprecher, 25–48. Hillsdale, NJ: Erlbaum; Diamond, L.M. 2003. "What does sexual orientation orient? A bio-behavioural model distinguishing romantic love and sexual desire." *Psychological Review* 110: 173–192.

[২] Brennan, K.A., C.L. Clark and P.R. Shaver. 1998. "Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview." *In Attachment theory and close relationships,* edited by J. A. Simpson and W. S. Rholes, 46-76. New York, NY, USA: The Guilford Press.

[৩] Kaplan, D. L. and C.B. Keys. 1997. "Sex and relationship variables as predictors of sexual attraction in cross-sex platonic friendships between young heterosexual adults." *Journal of Social and Personal Relationships* 14: 191-206.

[৪] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, p. 117.

[৫] Gibson, Lacey S. 2015. "The Science of Romantic Love: Distinct Evolutionary, Neural, and Hormonal Characteristics." International Journal of Undergraduate

তৃপ্তি বা পুলকতা চায় না (যেমনটা আমরা বলে থাকি)। বরং সে কামনা করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গভীর মনোযোগ। অনেক ক্ষেত্রে স্রেফ প্রশংসাই তাকে এনে দেয় কাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি।... আমরা যেটাকে ভালোবাসার স্পিরিচুয়াল উপাদান বলি—যার মধ্যে কোনো ধরনের যৌন কামনা নেই—এটা পুরুষের চেয়ে নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।"[১]

বিশ্বখ্যাত ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির *The McGill Report on Male Intimacy*[২] থেকে কিছু উপাত্ত আপনাদের সামনে হাজির করছি। এখানে লেখকগণ খুব সুন্দরভাবে পুরুষের ভালোবাসার মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন:

☑ পুরুষের সাথে সম্পর্কিত অনেকেই তাদেরকে বুঝতে চায় না। তারা এটাও অনুধাবন করতে চায় না যে, পুরুষের কেয়ারিং স্বভাবের ধরন কেমন হয়। হরহামেশা এটাই দেখা যায়। হয়তো এ কারণেই অনেক (নারী) বলে থাকে যে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষরা তাদের সমমাত্রায় অন্তরঙ্গতা প্রদর্শন করে না। (পৃ. ১৮৫)

☑ পুরুষদের ভালোবাসার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে। তাই তাকে যখন কোনো নারী ভালোবাসতে থাকে, তখন ঠিক একই মাত্রায় রিটার্ন না পেলে সে রমণী আফসোস করতে থাকে। (পৃ. ১৮৬)

☑ পুরুষরা এমন ধারণার বিরোধিতা করে। তারা বলতে চায় যে, তাদের মধ্যেও প্রেম-ভালোবাসা আছে। তারাও মন উজাড় করে ভালোবাসে। কিন্তু অনেক ব্যাপারেই তারা থাকে অনড়। হয়তো দেখে মনে হয় যে, সে বড্ড পাষাণ। তার মধ্যে ভালোবাসা নেই। অথচ তার মধ্যে ভালোবাসা ঠিকই লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা নারীসুলভ পদ্ধতিতে তারা ব্যক্ত করতে চায় না। (পৃ. ১৮৬)

☑ পুরুষের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করলে মনে হয়—বিশেষত নারীরা এমনটা মনে করে যে—পুরুষরা খুব সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তাদের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়। (পৃ. ১৮৬)

☑ ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে পুরুষরা নিজেদেরকে অতটা জাহির করতে চায় না। (পৃ. ১৮৬)

☑ পুরুষরা তাদের নিকটজন কিংবা স্ত্রী-সন্তানের সাথে ভালোবাসায় অতটা গদগদ হতে পছন্দ করে না। তারা এভাবেই পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে

Research and Creative Activities 7: 1-9.

[১] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, p. 117-118.

[২] McGill, M., Rinehart H. and Winston, *The McGill Report on Male Intimacy*, (New York: 1985).

স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কেন তারা এর ব্যত্যয় ঘটাতে যাবে? ঠিক কার জন্যে? (পৃ. ২১২)

প্রেমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য, এখানেও রয়েছে মহান প্রভুর হিকমত। এই পার্থক্যের কারণে নারী-পুরুষের সঙ্গলাভ হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক। রসায়নের একটা সূত্র হলো, সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, আর বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের কাজটিই করে থাকে ভালোবাসার ভিন্নতা। **পুরুষদের কর্তৃত্বসুলভ ভালোবাসার (Pragma ও Mania) কারণেই নারী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর নারীর রোম্যান্টিক প্রবণতা পুরুষকে তার কাছাকাছি এনে দেয়।** কবি ইকবাল বলেন,

وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں

নারীদের কারণেই বিশ্ব-জাহান এতটা রঙিন হয়,
তাদের পরশেই নিবিড় উদ্যম ছড়ায় জীবনময়।

পুরুষের ভালোবাসার সাথে শাসন, দায়িত্ববোধ, গাম্ভীর্যতা, অধিকারপ্রবণতা ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উইল ড্যুরান্ট বলেন,

> **"পুরুষদের ফিতরাত হলো সুরক্ষাদানকারী, উপার্জনক্ষম এবং দুঃসাহসিক।** তার কাজ হলো খাদ্যের সন্ধানে ঘর থেকে বের হওয়া। সে হলো জীবন পরিপুষ্টির চালিকাশক্তি। **অপরদিকে নারী হলো বংশবৃদ্ধি ও প্রজননের উপাদান।... জীবিকার সন্ধানে পুরুষজাতি যুদ্ধবাজ হয়।** পশুপ্রাণীর মধ্যে সে খাদ্যের জন্যে শিং এবং নখর দ্বারা যুদ্ধ করে, আর মানুষদের মধ্যে পুরুষরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রুটিরুজির জন্যে।... **নারীর স্বাভাবিক ফিতরাত হলো যুদ্ধের বদলে আশ্রয় গ্রহণ করা।** লক্ষ করলে দেখা যাবে, কিছু কিছু নারী প্রজাতির মধ্যে যুদ্ধবাজ-প্রবণতার অস্তিত্বই নেই। যদি সে যুদ্ধে লিপ্তও হয় কখনো, সেটা কেবল তার সন্তানাদির জন্যে।"[১]

পুরুষ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই ভালোবাসার স্বাদ খুঁজে পায়। শাসকসুলভ আচরণের মধ্যেই স্বামীর প্রেম লুকিয়ে আছে। আর নারীর প্রেম হলো আশ্রয়গ্রহণের মাঝে। ভালোবাসার এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে নারীবাদীরা কখনো স্বীকার করতে চায় না। তারা চায় না, পুরুষের ফিতরাতকে সমাজ স্বাভাবিক চোখে দেখুক। এমনকি বর্তমান জামানায় যারা ভালোবাসা নিয়ে লেখালেখি করেন, **তারাও কেন জানি রোম্যান্টিসিজমকেই ভালোবাসার**

---

[১] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, p. 119

একমাত্র রূপ হিসেবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করে থাকেন। তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত জীবনসঙ্গী মানেই রোম্যান্টিক স্বামী। আর যে পুরুষোচিত পদ্ধতিতে তার ভালোবাসা প্রকাশ করে, সে আসলে ভিলেন। তাদের এজেন্ডা হলো, মেয়েলি রূপটাকেই সমাজে প্রেমের একমাত্র স্বাভাবিক রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এটাকে বলা যায় ভালোবাসার মেয়েলিকরণ (The Feminization of Love)। Francesca Cancian তার *Love in America*[১] বইতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। আশা করছি, এগুলো আমাদেরকে আসল হাকিকত বুঝতে সহায়তা করবে:

☑ স্বেচ্ছাচারিতাই আজ আমাদের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের নিজস্ব চাহিদা ও ধ্যানধারণা হয়ে গেছে আমাদের নীতি-নৈতিকতার একমাত্র মানদণ্ড... আজ আমাদের কাছে ভালো-মন্দের নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি নেই।... আধুনিক আমেরিকানদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ছিটমহলের বাসিন্দা হওয়াকে নিজের লাইফস্টাইল বানিয়ে নিয়েছে। (পৃ. ৫৮)

☑ বেশিরভাগ আমেরিকানরাই ভালোবাসার মেয়েলি রূপ সম্পর্কে ধারণা রাখে। ভালোবাসা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুব অগভীর। আমরা ভালোবাসা বলতে বুঝি আবেগ জাহির করা এবং নিজের অনুভূতি নিয়ে কথা বলা। এটা আসলে ভালোবাসার সেই রূপ, যা নারীরা দেখতে পছন্দ করে। এই রূপটাতে নারীরা আবার পুরুষের চেয়ে বেশি পারদর্শীও বটে। কিন্তু পুরুষরা ভালোবাসার যে বাহ্যিক ও শারীরিক রূপটা দেখাতে পছন্দ করে, সেটা আমরা এড়িয়ে চলি, যেমন: কারও উপকারে আসা, কাজকর্ম ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং যৌনতা ইত্যাদি। আমাদের এই মনোভাব আসলে ভালোবাসাকে মেয়েলি রূপ (feminine style) প্রদান করার নীলনকশা মাত্র। এর মাধ্যমে আমরা কেবল নারীকেই ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করি। (পৃ. ৬৯)

☑ ভালোবাসার এই মেয়েলি রূপ নারী-পুরুষের ভালোবাসার ভিন্ন ধরন এবং তাদের ভালোবাসার চাহিদাকে অনর্থক করে তোলে। এর ফলে পুরুষদের সক্ষমতার ওপর (ফিতরাতগত দায়িত্বের চেয়েও) অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, আর নারীকে উৎসাহিত করা হয় অধিকমাত্রায় সম্পর্ক-বিশারদ হতে। অথচ ছেলেদের পারদর্শিতার আসল জায়গা হলো কর্মক্ষেত্র। (পৃ. ৬৯)

☑ অনেক গবেষণা দেখায় যে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি আগ্রহী এবং বেশি পারদর্শী। কিন্তু ওইসব গবেষণার সিংহভাগই আসলে

---

[১] Francesca Cancian, *Love in America : Gender and Self-Development*, (Cambridge: Cambridge University Press, First edn. 1987)

ভালোবাসার মেয়েলি রূপ দ্বারা বায়াসড। যেমন: মৌখিকভাবে নিজেকে নিবেদন, আবেগ প্রকাশ এবং স্ব-কাতরতা ইত্যাদি দিয়ে বোঝানো হয় যে, সে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখছে। **অথচ এইসব শর্তের সাথে আসলে মেয়েদের সম্পর্ক** গভীর। **আর ভালোবাসার স্কিল হিসেবে এগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা দেখানো হয়।** এর ওপর ভিত্তি করেই বলা হয়ে থাকে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রগামী। **কারণ,** পুরুষের **আচার-ব্যবহারকে মাপা হয় মেয়েলি স্কেল দিয়ে।** (পৃ. ৭৩, ৭৪)

☑ ছেলেরা ভালোবাসার ক্ষেত্রে কম দক্ষ কিংবা কম সম্পৃক্ত—এগুলো বলা হয় একপাক্ষিক মেয়েলি দৃষ্টিকোণ থেকে।... নারী এবং পুরুষের জন্যে ভালোবাসা হলো দায়িত্ববোধের জায়গা। এখানে যেমন মেয়েলি সাপোর্ট এবং প্রকাশভঙ্গি রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে পুরুষালি বাহ্যিক সাহায্য এবং সহযোগিতা। (পৃ. ৭৮, ১৪৯)

নারীবাদ কেন পুরুষালি ভালোবাসার কথা সামনে আনে না? কারণ, পুরুষের পুরুষত্বকে সে ঘৃণা করে। পুরুষত্বকে সে দেখে নারীর শত্রু হিসেবে। অনেকটা লিঙ্গযুদ্ধের (Gender war) মতো। (কু)খ্যাত নারীবাদী Shulamith Firestone লিখেছে: "পুরুষবাদী কালচার হলো পরজীবীর মতন। তারা শুধু মেয়েদের আবেগ চুষে চুষে খায়, কিন্তু তাদেরকে কোনো ধরনের সুবিধা দিতে চায় না।"[১] আরেক নারীবাদী Justin Sterling বলেছে: "পুরুষ হলো বিবর্তন-প্রক্রিয়ার আবর্জনা। তারা নারীদের মতো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়নি।"[২]

এই ধরনের শত্রুতাপূর্ণ কথা তারা নারীদের সমাজে ছড়িয়েছে। তারা পুরুষালি চরিত্রকে পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) কিংবা পুরুষতন্ত্র (Masculism) আখ্যা দিয়ে নেগেটিভলি উপস্থাপন করে সব সময়। তারা চায় বিটিএস আর্মি তৈরি করতে। নারীসুলভ কমনীয় চেহারার পুরুষকে এরা ঘোষণা করে মিস্টার ইউনিভার্স। আর দেখবেন হ্যান্ডসাম বলতে তাদেরকেই বোঝায়, যাদের মুখশ্রী মেয়েদের মতো। অথচ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পশম, দাড়ি, রুক্ষ চামড়া ইত্যাদি পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বহন করে। **বর্তমান অসুস্থ পশ্চিমা সভ্যতা ছাড়া কোনো যুগেই বিটিএস মার্কা পুরুষকে আসল পুরুষ মনে করা হয়নি। সুস্থ ফিতরাতের নারীরা এমন ছেলেকেই ভালোবেসে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে সত্যিকারের পুরুষত্ব** (নারীবাদীদের ভাষায় যেটা পুরুষতন্ত্র!)। উইল ড্যুরান্ট বলেন,

> "নারী যুদ্ধের চেয়ে আশ্রয় বেশি খুঁজে।... সে তালাশ করতে থাকে যুদ্ধংদেহি

[১] Shulamith Firestone, *The Dialectic of Sex: The Case for a Feminist Revolution*, p. 225

[২] A. Justin Sterling, *What REALLY Works with Men: Solve 95% of your relationship problems (and cope with the rest)* (1992)

> তার বিকল্প কোনো প্রতিনিধির। **নারী যোদ্ধাদের পছন্দ করে এবং কর্তৃত্বপরায়ণ পুরুষদের মধ্যে খুঁজে নেয় তার পরম আনন্দ। প্রেয়সী হিসেবে তার থ্রিল অনুভূত হয় শক্তিমত্তা দর্শনের মাধ্যমেই... পুরুষত্বে আনন্দিত হওয়া নারীর সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য।** অতি সম্প্রতি তার মধ্যে অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু পুরুষত্বের আনন্দ ক্ষেত্রবিশেষে তার অর্থনৈতিক আনন্দকেও ছাড়িয়ে যায়। সে এজন্য সাদাসিধে পুরুষকেও বিয়ে করতে রাজি থাকে, যদি সে (পুরুষ) নির্ভীক প্রকৃতির হয়। নারী তার কাছেই নিজেকে সঁপে দেয়, যে কমান্ড দেওয়ার যোগ্যতা রাখে। বর্তমান জামানায় নারীদের আত্মসমর্পণের প্রবণতা কমে যাওয়ার কারণ হলো, পুরুষরা তাদের পূর্বের সেই শক্তি হারিয়ে ফেলছে।"[১]

কাজেই, পুরুষকে পুরুষের মতো ভালোবাসা শিখতে হবে। **এই ভালোবাসার মধ্যে নারীর প্রতি মোহ যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে দায়িত্ববোধ, যৌক্তিকতা, কর্তৃত্বসুলভ আচরণ। আর নারীর ভালোবাসার মধ্যে থাকবে অধিকমাত্রায় রোম্যান্স, কমনীয়তা, মোহনীয়তা, মমত্ববোধ ও বন্ধুসুলভ আচরণ।** নারীবাদীদের প্রচার-প্রচারণায় আমরা যেন ভালোবাসার পুরুষত্ব ও নারীত্ব একাকার করে না ফেলি। অধিকমাত্রায় লুতুপুতু বা ন্যাকামো করতে গেলে পুরুষের আসল ফিতরাত ঢাকা পড়ে যায়। ফলে বিবাহিত নারী তার আসল থ্রিল কখনো অনুভব করতে পারে না। সৈয়দ মুজতবা আলী তার ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছেন : "ফরাসী দেশে যখন প্রথম দাড়ি কামানো আরম্ভ হয়, তখন এক বিদগ্ধা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'চুম্বনের আনন্দ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল। শ্মশ্রুঘর্ষণের[২] ভেতর দিয়ে প্রেমিকের দুর্বার পৌরুষের যে আনন্দঘন আস্বাদন পেতুম, ফরাসী স্ত্রীজাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলো। এখন থেকে ক্লীবের রাজত্ব। কল্পনা করতেও ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ রী রী করে ওঠে।'"[৩]

পুরুষকে তার ভালোবাসার সীমার মধ্যেই দায়িত্ব নেওয়ার মতো কোনো জীবনসঙ্গিনী খুঁজতে হবে। আর একজন নারীকে খুঁজতে হবে আত্মসমর্পণের উপযুক্ত কোনো পুরুষ। এভাবে তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে প্রেমময় বন্ধন। উইল ড্যুরান্ট বলেন,

> "প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ভালোবাসা তৈরির রীতি হচ্ছে—পুরুষ অধিগ্রহণের জন্যে আগ বাড়বে, এবং নারী তার প্রলুব্ধকর মোহনীয় শক্তি নিয়ে পিছু হটবে।... সাধারণত পুরুষরা ইতিবাচক ও আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন

---

[১] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, p. 119-120.

[২] দাড়ির ঘর্ষণ।

[৩] সৈয়দ মুজতবা আলী, দেশে বিদেশে, পৃ. ১১।

> করবে। কারণ জন্মগতভাবেই সে যোদ্ধা এবং শিকারি। নারী হলো তার নিকট একটি উপহার, যা তাকে অবশ্যই জয় করতে হবে এবং তার অধিকার লাভ করতে হবে।"[১]

নারী আত্মসমর্পণ করলেই যে সংসারে আসল ভালোবাসার স্বাদ পাওয়া যায়, এই কথা সাবেক এক ফেমিনিস্টও স্বীকার করেছেন। সংসার জীবনের অনেক পরে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন বিষয়টি। এই ভদ্রমহিলার নাম লরা ডয়েল। জীবনের সেই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন,

> "আজ আমি নিজেকে বলি একজন আনুগত্যশীলা স্ত্রী। কেননা, যখন (আমার স্বামী) জনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা বাদ দিলাম, সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম—তখন সেই কাঙ্ক্ষিত সংসারের দেখা পেলাম, যার স্বপ্ন এতদিন লালন করে এসেছি।"[২]

বিপরীতধর্মী দুই আয়না

নবিজির অন্তিম মুহূর্তের কথা। তিনি নামাজের ইমাম ঠিক করে দিতে চাচ্ছিলেন। সে জন্যে বললেন—'আবু বকরকে বলো, সে যেন লোকদের নিয়ে নামাজ আদায় করে।' এই কথা শুনে মা আয়িশা ﷻ বলে উঠলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ﷻ অত্যন্ত নরম-দিলের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়ালে, লোকজন তার কান্নার কারণে আওয়াজ শুনতে পাবে না। আপনি যদি উমর ﷻ-কে আদেশ দিতেন, তাহলে ভালো হতো!' নবি ﷺ তাঁর কথাকে আবার পুনরাবৃত্তি করলেন—'আবু বকরকে বলো, সে যেন লোকজনকে নিয়ে নামাজ আদায় করে।'

এবার আয়িশা ﷻ হাফসাকে তাঁর পক্ষে সুপারিশ করার অনুরোধ জানালেন। হাফসা ﷻ নবিজির কাছে ব্যাপারটি উপস্থাপন করলে তিনি বলেন, 'তোমরা হলে ইউসুফ ﷺ-এর মহিলাদের মতো। যাও, আবু বকরকে ইমামতি করতে বলো।'[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃহস্পতিবার দিন ইশার নামাজের সময় খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পক্ষে মসজিদে গিয়ে ইমামতি করা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি হুকুম দিলেন, আবু বকর ﷻ যেন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। আবু বকর ﷻ-এর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময় তাঁর কান্না চলে আসত। আবার সময়টা ছিল নবিজির অসুস্থতা চলাকালীন। তখন তো আবু বকরের মন আরও ব্যথিত হয়ে ছিল। যার কারণে নামাজে দাঁড়ালে কান্না

---

[১] Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, p. 117-118.

[২] Laura Doyle, *The Surrendered Wife: A Practical Guide To Finding Intimacy, Passion and Peace*, p. 3.

[৩] বুখারি, ৬৬৪; মুসলিম, ৯৫; মুসনাদু আহমাদ, ২৫৮৪১।

আটকানো সম্ভব হতো না তাঁর পক্ষে। ইমামতি করার সময় এরূপ অবস্থা হলে সাবলীলভাবে কুরআন পাঠ করা কঠিন হয়ে যায়। এই কথা ভেবেই আয়িশা ﵂ তাঁর পিতার বদলে উমরকে দায়িত্ব দিতে বলেছিলেন। কিন্তু নবিজি চাচ্ছিলেন ভিন্ন কিছু। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আবু বকরই যেন মুসলিমদের খলিফা হয়। অন্য কেউ ইমামতির দায়িত্ব পালন করলে তার দিকে কিছু লোকের ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা ছিল। হয়তো এটাকে তারা খলিফা মনোনয়নের ইঙ্গিত মনে করত। সে আশঙ্কার পথ বন্ধ করার জন্য আবু বকরকে দিয়েই ইমামতি করানোর প্রয়োজন ছিল।[১] আয়িশা ﵂ যে ভুল কিছু করেছেন, তা কিন্তু নয়। তিনি তাঁর আবেগের দিক থেকে সঠিক ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ চিন্তা করছিলেন সময়েরও আগে।

এই ঘটনা থেকেও নারী-পুরুষের চিন্তার ভিন্নতা ফুটে ওঠে। জন গ্রে তার বইটার নামই দিয়েছেন *Men Are from Mars, Women Are from Venus*। তিনি বলতে চেয়েছেন: **পুরুষরা হলো মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দা, আর নারীরা শুক্রগ্রহের। সহজ করে বললে, একজন উত্তর মেরুর, আরেকজন দক্ষিণ মেরুর**। নারীবাদীদের চাপে এই সত্যিটা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। পশ্চিমাদের জেন্ডার ইকুয়ালিটি বা ইকুইটির ধারণা আমাদের চিন্তার জগতের ওপর প্রলেপ এঁটে দিয়েছে। এখন অনেকেই মানতে চায় না যে, নারী-পুরুষের মধ্যে বিস্তর তফাত রয়েছে। অথচ দুই লিঙ্গের মধ্যকার অসীম পার্থক্য সত্যিকার বিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এটা অস্বীকার করার জো নেই। Dr. Anne Moir এবং David Jessel জানাচ্ছেন:

> "পুরুষরা নারীদের থেকে ভিন্ন।... সমাজ বিনির্মাণে তাদের স্বভাবজাত ক্ষমতা, দক্ষতা অথবা আচার-ব্যবহার একই হতে হবে—এই ধারণা জীববিদ্যা এবং বৈজ্ঞানিক মিথ্যা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।... জীবের প্রধান পরিচালক এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গ হলো মস্তিষ্ক, যা নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত হয়েছে। এটা তাদের মধ্যে আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে তথ্যগুলো প্রক্রিয়াজাত করে। ফলে আবেগ-অনুভূতি, অগ্রাধিকার প্রদান ও চালচলনে তাদের মধ্যে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়।"[২]

আরেকজন নারী গবেষকের কথা বলি। তার নাম ড. আরিজ এহিয়া। UNESCO থেকে ২০২১ সালে তিনি Young Talent Award পেয়েছেন। এই গবেষক বলেছেন, **"আজকাল জেন্ডার ইকুয়ালিটির নামে বিশ্বে যে টার্মটি প্রচলিত**

---

[১] হাদিসের ব্যাখ্যা: https://muslimbangla.com/hadith/3146

[২] Anne Moir, PhD, David Jessel, *Brain Sex: The Real Difference Between Men and Women*, p. 5

যাচ্ছে, **এটি একেবারেই স্বভাব-বিরোধী**।... যেসব দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে এবং জেন্ডার সমতাও রক্ষা করছে, সেসব দেশের নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য।"[১]

এই সুস্পষ্ট তফাতের কিছু উদাহরণ দিই। নারী-পুরুষের কথা বলার স্টাইলের দিকে খেয়াল করুন। জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Deborah Tannen তার বইতে[২] বেশ কিছু পার্থক্য দেখিয়েছেন :

কথাবার্তার ধরন (ছেলে)	**কথাবার্তার ধরন (মেয়ে)**
রিপোর্টের মতো করে বলে যায়	সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলে
কার্যকারণ দেখিয়ে কথা বলে	অবিরাম বলে যেতে পারে
নিজের স্ট্যাটাসের প্রতি খেয়াল রাখে এবং একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকে	পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব থাকে
স্বাধীন ও একতরফা ধরন পরিলক্ষিত হয়	অন্তরঙ্গতা ও পরামর্শসুলভ কথাবার্তা বলে থাকে
কর্তাসুলভ	অধীনসুলভ
নিরাপত্তা-বিধায়ক	নিরাপত্তাধীন
নীরব, শান্ত ও নিশ্চুপ থেকে বুঝে বুঝে কথা বলে	বেশি কথা বলে ও শব্দ বেশি ব্যবহার করে
কথার সময় অনেককিছু গোপন রাখতে চায়। অনেক সময় লম্বা বাক্য ও সংক্ষেপ বর্ণনা দিয়ে কথা বলে।	আলাপী মেজাজের হয়। বাক্য সংক্ষিপ্ত থাকে, কিন্তু বর্ণনা দেয় বিস্তর। অনেক বড় ভূমিকা দিয়ে পরে মূলকথায় আসে।
বক্তাসুলভ আচরণ থাকে	আচরণ থাকে শ্রোতাসুলভ
কিছুটা রুক্ষ ও ক্রিটিক্যাল কথাবার্তা বলে	কথাবার্তায় তারা লাবণ্যময়ী ও সহযোগিতামূলক

[১] Leading Like A Woman: Understanding why the gender gap in personality traits is widening, University of Warwick, 8 March 2022

[২] Deborah Tannen, *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation* (William Morrow Paperbacks; 1st edition, February 6, 2007)

কৈফিয়ত দিতে চায় না	কৈফিয়তপ্রবণ
যৌক্তিক ও আবেগ-বর্জিত উপস্থাপনা	আবেগপ্রবণ উপস্থাপনা

এই বিষয়টা যদি বিয়ের আগেই খেয়াল রাখি, তবে নারীর কথা শুনে আমার কখনো ভুরু কুঁচকাবে না। সে হড়বড় করে অনেক কথাই বলে ফেলবে। মূলকথায় যাওয়ার আগে হয়তো লম্বা একটা ভূমিকা টেনে নেবে। অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলবে। মাঝে মাঝে দুই-তিন আলিফ টেনে টেনে কথা বলবে। এগুলো খুবই সাধারণ জিনিস। পার্থক্যটা জানা থাকলে, তখন আর শুনতে খারাপ লাগবে না।

জন গ্রে পুরো বইটা জুড়ে তিনি বিপরীত লিঙ্গের স্বভাব-চরিত্রের বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরেছেন।[১] তার সারমর্ম অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

পুরুষ	নারী
পুরুষ সর্বদা খেয়াল রাখে ফলাফলের দিকে।	নারীর মনোযোগ থাকে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ওপর। তাবলীগের ভাষায় যাকে বলে 'জুড়-মিল-মহব্বত'।
স্ট্রেসে বা পেরেশানিতে পড়লে আরাম বোধ করার জন্যে সে একাকী বা আড়ালে থাকতে পছন্দ করে।	আরাম বোধ করার জন্যে সে বিভিন্ন নারীদের সাথে কথা বলে, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।
প্রয়োজন, অভাব বা দরকারের সময় তারা মোটিভেটেড এবং শক্তিতে বলীয়ান হয়।	যত্নআত্তি পেলে তারা মোটিভেটেড এবং বলীয়ান হয়।
কতটুকু দিতে পারলাম, এই ব্যাপারে সে উদ্‌বিগ্ন থাকে।	**কতটুকু দিতে পারলাম, এই ব্যাপারে সে উদ্‌বিগ্ন থাকে।**
যখন তার অধীনস্থ নারী অসুখী থাকে, তখন সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে।	নারীরা বলে থাকে—আমি সহজে আঘাত পাই না। এই কথা বলে তারা পুরুষকে আরও কনফিউশনে ফেলে দেয়। পুরুষরা তখন তাদের কথার আসল মর্ম বুঝতে ভুল করে।

[১] John Gray, Ph.D, *Men Are from Mars, Women Are from Venus,* (UK: HarperCollins, 1992)

ছেলেদেরকে তুলনা করা যায় রাবার ব্যান্ডের সাথে। তারা আবার নিজের অবস্থানে ফিরে আসতে পারে। রিকভারি করতে পারে এবং নিজেকে সামলে নিতে পারে।	নারীদেরকে তুলনা করা যায় কম্পমান তরঙ্গের সাথে। **ভালোবাসার ক্ষেত্রে যাদের মাত্রা ওঠানামা করে।**
পুরুষরা চায় স্বাধীনতা ও মুক্ত পরিবেশ। তাদের দরকার সামাজিক অবস্থান।	মেয়েরা ভাবে—খিটখিটেপনা, মেজাজ বিগড়ানো কিংবা আপসেট থাকার অধিকার তাদের আছে। **তারা যে-কোনো ব্যাপার বুঝতে চায়।**
পুরুষকে প্রাণবন্ত রাখার প্রক্রিয়া হলো, তার অবস্থা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করা। তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া।	**নারীরা চায় যত্নআত্তি, বুঝ, সম্মান,** গভীর অনুরক্তি, সমর্থন ও আশ্বাস। সে তার পাশে সহমর্মী কোনো সঙ্গী চায়, **যে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে না দিয়ে আশ্বাস দেবে, সাহস জোগাবে।**

আচার-ব্যবহার এবং চিন্তা-চেতনার এই পার্থক্যগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো বুঝে বুঝে ডিল করতে হবে পারিবারিক সমস্যাগুলো।

এখন হয়তো বলতে পারেন, 'এতসব ভেজাইল্যা জিনিস আমাদের জীবনকে তো আরও ক্রিটিক্যাল করে ফেলবে। বিয়ের পর শান্তি ক্যামনে পাব?' আরে মশাই, বিয়ের আগেই পালিয়ে যাচ্ছেন? দিল্লি কা লাড্ডুর স্বাদ নেবেন না? না খেলে তো নির্ঘাত পস্তাবেন।

আচ্ছা যাক, আপনার টেনশন দূর করার জন্যে বিষয়টা একটু খোলাসা করছি। এই-যে নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য, এটা কিন্তু পরিবারের জন্যে রহমত। এগুলো আছে বলেই জীবনটা আপনার কাছে উপভোগ্য মনে হবে।

☑ বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, **নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস বেশি উথলে ওঠে। তারা দ্রুত অস্থির হয়ে পড়ে। পছন্দনীয় বিষয়ে ও ভয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়।**[১] Simon এবং Nath এর গবেষণা আমাদের জানাচ্ছে, বিভিন্ন ঝক্কিঝামেলায় নারীদের অভিব্যক্তি অনেকটা নেগেটিভ থাকে, আর পুরুষদের ক্ষেত্রে তা হয় উলটো। আবার পুরুষরা বিপদাপদের ক্ষেত্রে সাহস সঞ্চার করে খুব দ্রুত। মুসিবতের সময় নারীদের তুলনায় তারা বেশ শান্ত

[১] "Does Sex Make a Difference?" FDA Consumer magazine. Archived from the original on March 26, 2009, https://bit.ly/3dRy7Ep

থাকে। ঠান্ডা মাথায় সমাধান বের করে।[১] এই-যে আবেগের পার্থক্য, এটাও জীবনের জন্যে কল্যাণকর। নারী তার স্বভাবজাত আবেগ কিংবা ভয়ের কারণে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।[২] আর পুরুষ সেটাকে সংশোধন করে দেবে। বিপদের সময় নারী এসে আশ্রয় নেবে পুরুষের ছত্রছায়ায়। আর পুরুষ ঠান্ডা মাথায় বিপদ থেকে উত্তরণের রাস্তা খুঁজে বের করবে।

☑ ২৬৯ জন নারী এবং ১৬৪ জন পুরুষের ওপর একবার একটি জরিপ চালানো হলো। দেখা গেল, বেশি সংখ্যায় কনফিউশনে ভুগছে নারীরা। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাচ্ছে। এইক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম দ্বিধায় ভুগছে পুরুষরা।[৩] অপর এক গবেষণা বলছে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি left–right confusion-এ ভোগে।[৪] এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার কারণে, নারী একটু বেশি সতর্ক থাকে। ফলে ঘর-সংসারের প্রতি সে বেশি মনোযোগী হয়।

☑ Melissa Ubando দেখিয়েছেন, পুরুষ সাধারণত কাছ থেকে কাউকে দেখে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা উলটো হয়। তারা দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে।[৫] দোকানে জিনিস কিনতে যান। পুরুষ দামাদামি করে এক-দুইটা দোকান থেকেই কিনে ফেলবে। কিন্তু মেয়েরা ঘুরবে বেশি, দেখবে বেশি, টেস্ট করবে বেশি। এই-যে সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা, নেতিবাচক ধারণা[৬]—এটা নারীত্বের শক্তি। ভয় আছে বলেই সন্তানকে আগলে রাখে মা। এটা সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্যে জরুরি। ওর আবেগ আছে বলেই শীতের

---

[১] Simon, R.W. and L.E. Nath. 2014. "Gender and emotion in the United States: Do men and women differ in self-reports of feelings and expressive behaviour?" *American Journal of Sociology* 109 (5): 1137–1176.

[২] Leading Like A Woman: Understanding why the gender gap in personality traits is widening, University of Warwick, 8 March 2022

[৩] Kirsten Jordan et al., Sex Differences in Left/Right Confusion, https://www.researchgate.net/publication/7268894_Sex_Differences_in_LeftRight_Confusion

[৪] The neural correlates of sex differences in left–right confusion, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811915001901

[৫] Ubando, Melissa. 2016. "Gender Differences in Intimacy, Emotional Expressivity, and Relationship Satisfaction." Pepperdine Journal of Communication Research 4 (13): 19-29.

[৬] Simon, R.W. and L.E. Nath. 2014. "Gender and emotion in the United States: Do men and women differ in self-reports of feelings and expressive behaviour?" American Journal of Sociology 109 (5): 1137–1176

রাতে সন্তানের বারবার জেগে ওঠাকেও খুশি মনে সয়ে নেয়। সন্তান যেমনই হোক, ওটাই তার সাত রাজার ধন। ওই সন্তানের দিকে চেয়েই সে ভুলে যায় গর্ভধারণ এবং প্রসবের সমস্ত কষ্ট। এই-যে এক মমতাময়ী বৈশিষ্ট্য, এটা না থাকলে সংসার টিকবে কী করে? বাচ্চাকাচ্চা দুনিয়াতে আসবে কী করে? ছেলেরা একবার-দুইবার-তিনবার হয়তো সন্তানের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে। চতুর্থবারে ঠিকই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু মা? সে তো বারবার যন্ত্রণা সহ্য করেও সন্তানকে আগলে রাখবে মমতার আঁচলে। ওকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখবে। কনকনে ঠান্ডার দিনে হাত বের করে রাখবে কম্বলের বাইরে। যাতে তার সন্তানের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়।[১]

☑ পুরুষরা খেয়াল রাখে—অধীনস্থকে সে কতটুকু দিতে পারল, এর ওপর। অধীনস্থ নারীকে অসুখী দেখলে সে নিজেকে মনে করে ব্যর্থ পুরুষ। এই ব্যর্থতা ঘোচানোর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেও সে দ্বিধা বোধ করে না। কঠোর পরিশ্রমও তখন সহজ হয়ে যায়। সে তার ফিতরাতগত প্রশান্তির জন্যে স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ফলে নারী তার পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারে ঘরের প্রতি।

নারী-পুরুষের বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাদের মধ্যকার বন্ধন মজবুত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করুন। পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করার জন্যে কাউকে হতে হয় ইলেকট্রন দাতা, কাউকে গ্রহীতা। কেউ ইলেকট্রন দান করে পজিটিভ আয়নে পরিণত হয়, কেউ সেটা গ্রহণ করে হয় নেগেটিভ আয়ন। এভাবে বিপরীতধর্মী দুটো আয়ন মিলে গঠন করে একটি স্থিতিশীল যৌগ।

এটার নামই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কাউকে না-কাউকে অবশ্যই ক্রিয়া করার যোগ্যতা থাকতে হবে, আর কেউ সেই প্রতিক্রিয়া সহ্য করবে। এটাই স্রষ্টার নিয়ম। বিজ্ঞানের ভাষায়—প্রকৃতির নিয়ম। কখনো নারী ক্রিয়া করবে, আর পুরুষ সে ক্রিয়া গ্রহণ করবে। আবার কখনো পুরুষ ক্রিয়া করবে, আর নারী সে ক্রিয়া গ্রহণ করবে। এভাবেই গড়ে উঠবে একটি স্থিতিশীল পরিবার।

দাম্পত্য জীবনের ছন্দপতন

বিয়ে মানেই চোখে ভাসে—রাতের বেলায় দৌড়াদৌড়ি, স্ত্রীর মিষ্টিমিষ্টি কথা, সকালে পানির ছিটা... আর চারিদিকে ছড়ানো শুধু লাভ ক্যান্ডি। খাও, আর মজা নাও... যারা শুধু লাভ ক্যান্ডির আশায় বিয়ে করে, তারাই ডিপ্রেশনে ভোগে

---

[১] Eagly, A.H. and M. Crowley. 1986. "Gender and helping behaviours: A metaanalytic view of the social psychological literature." *Psychological Bulletin* 100: 65-71.

বেশি। পান থেকে চুন খসলেই তালাকের দিকে চলে যায়। ভালোবাসার অপর পিঠে যে বিরহ লেখা রয়েছে, সেটা তারা বুঝতে চায় না। সুখ এবং দুঃখ যে পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে, সেটা তারা খেয়াল রাখে না। জীবন বহতা নদীর মতো, এটা তাবা কেবল মুখে আওড়িয়েই যায়। এর দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে, সেই হুঁশ থাকে না।

নদীর মতোই ভাঙা-গড়া এবং উত্থান-পতন দাম্পত্য-জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক সময় দেখবেন, হাজারও কষ্ট মুখ বুজে সয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু কখনো কখনো পান থেকে চুন খসলেই মেজাজটা বিগড়ে যাচ্ছে। একসময় দেখা গেল, স্ত্রীর শক্ত ঝাড়ি খেয়েও পুরুষ টুঁ শব্দটিও করছে না। আবার পরক্ষণেই ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলছে। জীবনে কখনো মনোমালিন্য হবে না, এটার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, মাত্রাটা কমবেশি হতে পারে।

একবার উমর ﷺ শুনতে পেলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন। এই কথা শুনে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটলেন মেয়ে হাফসার কাছে। গিয়ে দেখলেন, হাফসা ﷺ বসে বসে কাঁদছেন। উমর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল কোথায়?' জবাব এলো, 'আমি জানি না।' দেরি না করে উমর ﷺ চলে গেলেন নবিজিকে খুঁজতে। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলেন মহানবির ঘরে। এর পরের ঘটনাটুকু শুনব তাঁর জবান থেকেই :

"আমি নবিজিকে সালাম দিয়ে আরজ করলাম, 'আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন?' তখন তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'না।' তারপর আমি থমথমে ভাব কাটিয়ে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেখুন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট এলাম, যাদের ওপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে।' এই কথা শুনে নবি ﷺ মুচকি মুচকি হাসলেন।"[১]

নবিজির বিবিগণ একটু বেশি ভরণপোষণ চাচ্ছিলেন। স্ত্রীদের সাথে তাঁর মনোমালিন্য চলছিল এই বিষয়টা নিয়ে। অনেকেই ভেবেছিল, নবিজি বোধ হয় স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। নবি কারীম ﷺ স্ত্রীদের তালাক দেননি ঠিক, তবে তিনি ভীষণ রাগ করেছিলেন। আল্লাহর নামে কসম করে বলেছিলেন যে, এক মাস তিনি স্ত্রীদের কাছে যাবেন না। আল্লাহ তাআলাও নবি-পত্নীদের এই কাজে নারাজ

[১] মুসলিম, ১৪৭৮।

হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

> "হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করো তবে আসো—আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো—তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"[১]

নবিজির স্ত্রীগণ সাধারণ নারীদের মতো না। তাঁরা হলেন উম্মুল মুমিনীন। তাঁদের সকল কাজে বজায় রাখতে হবে বিশেষ সতর্কতা। তাঁদের ঘটনা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে প্রতিটি মুমিন নারীর জীবনে। তাই আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়ে বললেন—তাঁদের সামনে দুইটি অপশন রয়েছে। হয় তাঁরা দুনিয়া বেছে নেবেন, নয়তো আখিরাত। ওহি নাযিল হওয়ার পর নবি ﷺ গেলেন তাঁর স্ত্রীদের কাছে। কিন্তু তিনি তো এক মাস না আসার কসম করেছিলেন। এক দিন বাকি থাকতেই চলে এলেন যে! আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না। এখন তো উনত্রিশ দিনেই চলে এসেছেন।' নবি কারীম ﷺ তখন বললেন, 'উনত্রিশ দিনেও তো মাস হয় আয়িশা। এই মাস উনত্রিশ দিনেই ছিল।'[২]

সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দরভাবে ব্যাপারটিকে তিনি মিটমাট করলেন! আর তাঁর স্ত্রীগণও নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিলেন। অনেক বড় একটা ব্যাপার মহানুভবতার কারণে সমাধান হয়ে গেল।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা رضي الله عنها-এর বাড়িতে গেলেন। কিন্তু আলি رضي الله عنه-কে ঘরে না পেয়ে তিনি জানতে চাইলেন, কিছু ঘটেছে কি না। ফাতিমা رضي الله عنها বললেন, 'কথা-কাটাকাটি হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। দুপুরে বিশ্রামের জন্যেও আসেননি।' রাসূল ﷺ তখন এক ব্যক্তিকে বললেন, 'দেখো তো, আলিকে পাও কি না।' সে ব্যক্তি খোঁজ নিয়ে জানাল, আলি رضي الله عنه

---

[১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৮-২৯।

[২] মুসলিম, ১৪৭৮।

মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূল ﷺ সোজা চলে গেলেন মসজিদে নববিতে। আলি رضي الله عنه সেখানে কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। ফলে তাঁর শরীরের একপাশে মাটি লেগে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ তাঁর শরীর ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'ওঠো আবু তুরাব! ওঠো!'[১]

তিনি আলিকে নিয়ে আবার তাঁর বাসায় গেলেন। মনোমালিন্যের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন না করে, ফাতিমার সাথে তাঁর মিটমাট করে দিলেন। তিনি জানতেন, দাম্পত্য-জীবনে এগুলো খুব স্বাভাবিক বিষয়। যে উমরকে দেখলে শয়তান পালিয়ে যেত, সেই উমরের জীবনেও মনোমালিন্য হয়েছে। তাঁর স্ত্রীও তাঁর ওপরে কড়া কথা শুনিয়েছেন। উমর رضي الله عنه নিজে বলেছেন: "একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করে বসল। তার এই জবাব আমার কাছে পছন্দ হলো না।"[২]

দাম্পত্য-জীবনে ঝগড়াঝাঁটি, মনোমালিন্য বা শীতল যুদ্ধ হবে। ওই মুহূর্তে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে হবে ঠান্ডা মাথায়। অনেক সময় দেখা যাবে যে, নারীর মন কোনোমতেই গলছে না। তার কণ্ঠ আরও তীব্রতর হয়ে উঠছে। তখন ধৈর্য ধরে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। এখন বলতে পারেন—সে যদি আগ বাড়িয়ে উলটাপালটা কিছু বলে? তখন কী করব?

আপনার জন্যে হাদিস থেকে আরেকটা উদাহরণ দিই। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নবি ﷺ গেলেন আয়িশা رضي الله عنها-এর কাছে। তিনি গিয়ে দেখলেন, মা আয়িশা رضي الله عنها শুয়ে আছেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা। নবিজিকে দেখে তিনি বললেন, 'মাথাব্যথার চোটে আমি মারা যাচ্ছি।' প্রিয়নবি ﷺ দরদমাখা কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'হে আয়িশা! আমার জীবদ্দশায় তুমি মারা গেলে, আমি তোমাকে কাফন-দাফন দেবো। তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, দুআ করব।'

একদিকে নবিজি দাফন-কাফন করে দেওয়ার কথা বলছেন, অপরদিকে দুআ করার নিশ্চয়তাও দিচ্ছেন। এ তো মেঘ না চাইতেই জল। কিন্তু আম্মাজানের উত্তরটা ছিল একটু ভিন্ন রকম। তিনি বললেন, 'আফসোস! আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি আমার মৃত্যু চাচ্ছেন। আর এমনটি হলে তো পরের দিনই আপনার অন্য স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটাবেন!'[৩] ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আছে: 'হ্যাঁ, তা তো বলবেনই। আমি মারা গেলে আপনি অন্য স্ত্রীকে নিয়ে খোশ-আমোদে থাকবেন।'[৪]

---

[১] বুখারি, ৬২০৪; আল-আদাবুল মুফরাদ, ৮৬০; মুসলিম, ২৪০৯।

[২] বুখারি, ২৪৬৮।

[৩] বুখারি, ৫৬৬৬।

[৪] মুসনাদু আহমাদ, ২৫১১৩, সহিহ।

আয়িশা ﷺ যা বলেছেন, তা কাম্য ছিল না। কিন্তু নবিজি এই ব্যাপারটিকে খুব বড় করে দেখেননি। নারীসুলভ ভঙ্গিতে মা আয়িশা ﷺ তাঁর অভিমানী কথাগুলো বলে গেছেন। আর পুরুষোচিত দৃঢ়তার মাধ্যমে ব্যাপারটি মীমাংসা করেছেন প্রিয়নবি ﷺ। নবিজির জীবনে যদি এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এসে থাকে, তবে কি আপনার-আমার জীবনে আসবে না?

আমরা এমন কিছু থেকে পানাহ চাই আল্লাহর কাছে। তবে সংসার-জীবনের বাস্তবতা হলো, এগুলো ঘটতে পারে। তখন যেন আমরা ভেঙে না পড়ি। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জবাব শুনে আমাদের হৃদয় যেন মুচড়ে না যায়।

নবি কারীম ﷺ একদিন বললেন, 'আমি জান্নাত দেখতে পেলাম এবং... জাহান্নামের আগুন দেখতে পেলাম।... আরও দেখতে পেলাম যে, এর বেশিরভাগ অধিবাসীই নারী।' লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহব রাসূল! এর কারণ কী?' তিনি বললেন, 'এটা তাদের নাফরমানির ফল।'

লোকেরা বলল, 'তারা কি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নাফরমানি করে?' তিনি বললেন, 'না, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। আর তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখানো হয়, তার জন্য শোকর আদায় করে না। সারা জীবন তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার পরেও যদি কখনো কষ্টদায়ক আচরণ দেখতে পায়, তখন বলে ওঠে—আমি আপনার থেকে জীবনেও ভালো ব্যবহার পাইনি!'[১]

মাওলানা আবদুর রহীম ﷺ বলেন, '...এই হাদিসে স্বামীদের জন্যে রয়েছে এক বিশেষ সাবধান-বাণী। **স্বামীরা যদি নারীদের এই প্রকৃতিগত দোষের কথা স্মরণ না রাখে, তাহলেই পারিবারিক জীবনে অতি তাড়াতাড়ি ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এজন্য পুরুষের অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন রয়েছে।** আর এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ কবে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও মিলমিশকে অক্ষুণ্ন রাখাই পুরুষের কর্তব্য।'[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে সাবধান করে বলেছেন,

> "তোমরা নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। **যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে যাবে। আর যেভাবে আছে সেভাবেই যদি রেখে দাও, তাহলে চিরকাল বাঁকাই থাকবে।** অতএব, তোমাদেরকে ওসিয়ত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য।"[৩]

---

[১] বুখারি, ৫১৯৭।

[২] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ১৮৩।

[৩] বুখারি, ৫১৮৬, ৩৩৩১।

না, এই হাদিসে নারীদেরকে অপমান করা হয়নি। বরং এখানে রয়েছে পুরুষদের জন্যে ধৈর্যের সবক। মাওলানা আবদুর রহীম ﷺ বলেন, 'এ ধরনের কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীসমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষ সমাজকে অত্যধিক সতর্ক করে তোলা। এ কথার ফলে পুরুষরা নারীদের সমীহ করে চলবে, তাদের মনস্তত্ত্ব প্রতিনিয়ত খেয়াল রেখে তাদের সাথে আচার-ব্যবহার করতে উদ্‌বুদ্ধ হবে।'[১]

নারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্যের মোকাবিলা করতে হবে অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য দিয়ে। বিব্রতকর মুহূর্তগুলোর সমাধান করতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত প্রজ্ঞার মাধ্যমে। নারীসুলভ অনেক কথাই পুরুষকে এড়িয়ে যেতে হবে। সব কথা সিরিয়াসলি নিয়ে গৃহযুদ্ধ বাঁধানো যাবে না। স্বামীরা যদি নারীদের ব্যতিক্রমী স্বভাব-প্রকৃতির দিকে খেয়াল না রেখে মুহুর্মুহু উত্তেজিত হয়ে যায়, তাহলে পারিবারিক জীবনে দেখা দেবে ভয়ানক বিপর্যয়।

পারিবারিক জীবন এক মধুর যন্ত্রণার সাগর। এর সাথে জড়িয়ে আছে ধৈর্যের অসীম পরীক্ষা। এখানে ডুব দিয়েই গভীর তল থেকে মুক্তো আহরণ করতে হয়। কবি বলেন,

یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجیے
اِک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کہ جانا ہے

এ ভালোবাসা নয়তো সহজ, এতটুকুই বুঝে নিয়ো,
এ-তো অগ্নিশিখার অথই দরিয়া, নিশ্চুপে ডুবে যেয়ো।

ভয় নেই, একবার আগুনকে জয় করা শিখে গেলে, সেটা শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাবে ইন-শা-আল্লাহ। যখন দেখব, পরিবারের মাধ্যমে পুরুষত্বের আসল ময়দানে আমি বিচরণ করছি, তখন মনটা নেচে উঠবে আনন্দে। ঘরটা জান্নাতের টুকরো বানাতে পারলে, মনের সকল ক্লান্তি উবে যাবে।

প্রশ্ন আসতে পারে : সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন, ভালোবাসা-বিরহ... এত এত বিপরীতধর্মী কাজের মাধ্যমে সংসার কী করে প্রশান্তির হতে পারে?

আরে ভাই, দুঃখ আছে বলেই সুখের কদর করে মানুষ। মন্দ আছে বলেই ভালোর এত গুরুত্ব। বিরহ আছে বলেই মানুষ ভালোবাসা খুঁজে বেড়ায়। জীবনে যদি অনবরত সুখ আসতে থাকে, তবে সেই জীবনটাকে একঘেয়েমি মনে হবে। কিন্তু দুঃখের পর যখন সুখের দেখা পাওয়া যায়, তখন মনে হয় কী স্বস্তিটাই না পেলাম। অসুখের পর সুস্থতার দেখা পেলে বোঝা যায়, সুস্থতার মূল্য কতখানি।

[১] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ১৬৩।

প্রচণ্ড জ্বরের কারণে যখন জিহ্বার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় স্বাদ উপভোগ করতে পারাটা কত বড় নিয়ামত। এভাবেই জীবনটা ব্যালেন্সড থাকে। আর মানুষ আল্লাহর নিয়ামত অনুধাবন করার সুযোগ পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

> “এটা এজন্য যে, যে ক্ষতিই তোমাদের হয়েছে, তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা প্রদান করেছেন, সেজন্য যাতে গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।”[১]

১] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৩।

আরে মেলা খরচ!

আমি তখন সিলেটে ছিলাম। আমাদের ম্যাচের পাশেই ছোট্ট একটা টিনশেডে বাস করত এক ছিন্নমূল পরিবার। তাদের নিজস্ব জমিজমা ছিল না। অন্যের জমিতে থাকার সুযোগ পেয়েছিল। জমির মালিক লন্ডনে থাকে। তাই পাহাড়া দেওয়ার জন্যে ওদেরকে থাকতে দিয়েছিল। ছেলের বাবা ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করত। আর ছেলে কাজ করত শহরের একটা মোবাইল শপে। ও যেদিন বিয়ে করল, সেদিন আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বাপ্রে বাপ! ছয়-ছয়টা গাড়ি, স্যুটেড-ব্যুটেড বরযাত্রী, সবার এক কালার কটি... এ যেন এলাহি কারবার। বিয়ের পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, খরচ কত হয়েছে। ছেলেটা বলল, প্রায় সাত লাখ। আমি বুঝতে পারছিলাম না, ওই অবস্থানে থেকে বিয়ের জন্যে সাত লাখ টাকা খরচ করার মানে কী! সে বলল, এক দিনই তো ভাই! এই দিন কি আর বারবার আসবে?

অপচয়ের প্রতিযোগিতা

এই এক দিনের দোহাই দিয়ে কত অপচয়! নিজের হ্যাডম দেখানোর জন্যে কমিউনিটি সেন্টারে কত মানুষ যে প্রতিযোগিতা করে! নিজেকে প্রদর্শনের মহড়া দেয় বিয়ের দিনে। ম্যারিজ ডে-কে স্মরণীয় করে রাখার নামে পানির মতো টাকা ঢালে। বরের কয়টা গাড়ি গেল, কী কী নিয়ে এলো, মোহরানা কত দিলো... এগুলোর দিকে সবার চোখ থাকে। চট্টগ্রামে শুনেছি কাবিননামায় ১০ লাখের নিচে লেখা যায় না। সিলেটেও এমন। অন্য এলাকার অবস্থাও মনে হয় কাছাকাছি। লাখ টাকার অঙ্ক কাবিননামায় না লিখলে কনেপক্ষ বিয়েতে রাজি হয় না। সুটকেস ভর্তি কাপড়, হবু আত্মীয়দের জন্যে হাদিয়া-তোহফা, দই-মিষ্টির বাহারি পুটলা নিতে না পারলে বরপক্ষের মান থাকে না। অনেক পরিবার আবার ছেলের ওপর চাপ দেয় জমকালো অনুষ্ঠান করার জন্যে। কনেপক্ষ থেকেও বলে দেওয়া হয় কী কী করতে হবে। ছয়-সাতদিন আগে থেকে বিয়ের গেইট সাজিয়ে

রাখা হয়। পুরো বাড়িতে করা হয় আলোকসজ্জা। হারাম গান-বাদ্য ও অনুষ্ঠান চলতে থাকে...

এটা কি মুসলমানের বিয়ে? বিধর্মীদের দেখে দেখে এগুলো মানুষ শিখেছে। অথচ বিয়েটা খুব সিম্পল একটা ব্যাপার ছিল। মেয়ের অভিভাবক অনুমতি নিয়ে আসবে, আর ছেলে কবুল বলবে। ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল। এর জন্যে কমিউনিটি সেন্টার কোনো শর্ত না। চাইলে গাছতলায় বসেও এটা হতে পারে। **আজকাল ছেলেরা এইসব ফর্মালিটিজ মেইনটেইন করতে গিয়ে বিয়ের নাম নিতে পারে না।** বিয়ে মানেই ভেসে ওঠে এক খরচের সমারোহ। আঁতকে ওঠে অনেকেই। এর ওপর পরিবার-সমাজ ও কনেপক্ষের প্রেশার তো আছেই। ধুমধাম না হলে কি আর বিয়ে হয়! এইসব জাহিলি ন্যারেটিভ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

নবিজির অনেক সন্তান ছিল। তাঁদের মধ্যে ফাতিমা ﵂-কে তিনি সবচেয়ে বেশি আদর করতেন। ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন নবিজির কলিজার টুকরা। বদর-যুদ্ধের পর ফাতিমার বিয়ের কথা চলছিল। অনেকেই তখন বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু নবি তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তখন এক মহিলা আলি-কে বলে, 'ফাতিমার যে বিয়ের কথা চলছে, তুমি কি সেটা জানো?'

আলি ؓ জবাব দেন, 'না তো।'

ওই মহিলা তখন বলে, 'তুমি প্রস্তাব দিয়ে দেখতে পারো।'

আলি ؓ বলে ওঠেন, 'আমি তো গরিব মানুষ। তেমন কিছুই নেই। নবিজি কি আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন?'

মহিলাটি বলে, 'এক বার প্রস্তাব দিয়ে দেখো। আমার মনে হচ্ছে, নবিজি তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।'

আলি ؓ দ্রুত চলে গেলেন নবিজির কাছে। তিনি বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু শরমের কারণে বলতে পারছিলেন না কিছু। 'আলি, কী ব্যাপার! বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এসেছো নাকি?' নবিজির এই কথা শুনে আলি রা.-এর মন খুশিতে দুলে উঠল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেটা সফল হয়েছে। মনে মনে তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। এরপর বললেন, 'জি, আল্লাহর রাসূল।'

নবিজি জানতে চাইলেন, মোহর আদায় করার মতো কিছু আছে কি না। আলি ؓ জানালেন, তাঁর কাছে একটি ঘোড়া ও বর্ম আছে। নবি ﷺ বললেন, 'বর্মটিকেই মোহর হিসেবে দাও।'

আলি ؓ বাজারে গিয়ে বর্মটি বিক্রি করলেন ৫০০ দিরহামে। এটিই মোহর হিসেবে দিলেন। ফাতিমা ﵂-এর সাথে তাঁর বিয়ে হলো। আর একটি ভেড়া দিয়ে

ওয়ালিমা করলেন আলি ইবনু আবি তালিব।[১]

দো-জাহানের সর্দার যিনি, তাঁর মেয়ের বিয়ে হলো কত সাদামাটাভাবে। ৫০০ দিরহাম ছিল ওই বিয়ের মোহর। আর ওয়ালিমার জন্যে বরাদ্দ ছিল একটি ভেড়া। এতে কি তাঁদের মান-সম্মান কমে গিয়েছে? সুবহানাল্লাহ! আলি ও ফাতিমার মতো জান্নাতী দম্পতির কি কোনো তুলনা হয়? **তাঁরা যদি স্বল্প খরচে বিয়ে করতে পারেন, তবে আমাদের এত দ্বিধা কেন? কেন লৌকিকতা দেখাতে গিয়ে বিয়েকে আমরা কঠিন করে ফেলছি?**

বিয়েতে আরেকটা জিনিস খুব লক্ষণীয়। সেটা হলো নতুন পোশাক কেনার রেওয়াজ। না, আমি বর-কনের পোশাকের কথা বলছি না। বলছি ডান-বামের কথা। নিজের মা-বাবা-ভাই-বোন-ফুপু-খালা-চাচা...। এর বাইরে স্ত্রীর নানা-নানি-দাদা-দাদি আরও কত ক্যাঁচাল। নতুন পোশাক ছাড়া তাদের মন ভরানো দায়। এই রেওয়াজ এসেছে কোথা থেকে? একটু খোঁজ নিন। দেখবেন হিন্দুরা এইসব কালচার পালন করে। বিয়ের সময় চৌদ্দ গোষ্ঠীকে কাপড় কিনে দিতে হয় তাদের! এইসব রসম-রেওয়াজ কেন মানতে যাব আমরা? বর-কনের পোশাক-কেন্দ্রিক অপচয় কেন করব? বিয়ের দিন সাজগোজের জন্যে স্পেশাল মেকাপ, বিয়ের শাড়ি, বরের শেরোয়ানি, বরযাত্রীদের ম্যাচ করা পোশাক... এইসব এলাহি কাণ্ড এলো কোথা থেকে? যে কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিন। যাতে এগুলো বিয়ের পরেও ইউজ করা যায়। কিন্তু ঘণ্টাখানিকের একটা অনুষ্ঠানে শো-অফ করার জন্যে হাজার হাজার টাকার পোশাক-কসমেটিকস-জুতো কেনার কোনো মানেই হয় না। কী লাভ এই অপচয়ের? অপব্যয় করার জন্যে কি হাত কামড়ায়? নাকি আপনিও বলবেন : আরে, এক দিনই তো!

মানলাম, কুমারী মেয়েদের আবেগ থাকে। তারা একটু সাজগোজ করতে চায়। স্বামীর সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করার ইচ্ছাপোষণ করে। তো, এর জন্যে হালালের সীমার মধ্যে সে সাজগোজ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি আস্ত বিউটি পার্লারকেই বাসায় তুলে আনতে হবে? মাহরাম কোনো নারী তাকে সাজিয়ে দিক। ওতেই কাজ চলে যাবে। কৃত্রিম আটা মাখিয়ে বরপক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার দরকার কী? মেয়ের আসল সৌন্দর্য তো রাত পোহালেই বরের সামনে ধরা পড়বে।

হবু বউ চাইলে তার জন্যে না-হয় একটা স্পেশাল ড্রেস কিনে দিলেন। কিন্তু ডজনখানেক পোশাক আর প্রসাধনী কিনে দিতে তো আপনি বাধ্য নন। এইসব

---

[১] সাল্লাবি, আমিরুল মুমিনিন আলি, ১/১৫২-১৫৪।

প্রসম-রেওয়াজ মানতে গিয়ে বিয়ে পিছিয়ে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

বিয়েশাদী হয়ে গেছে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। কে কার চেয়ে বেশি জমকালো প্রোগ্রাম করতে পারে, কত বেশি মানুষকে খাওয়াতে পারে, কত গিফট দিতে পারে ইত্যাদি যেন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহভীতির কোনো তোয়াক্কা নেই দু-পক্ষেব মধ্যে। জামাই কয়টা গাড়ি নিয়ে গেল, কনের বাড়ি থেকে কী কী হাদিয়া-তোহফা আসলো, এগুলো দিয়ে বিয়ের সফলতা মাপা হয়। এসব জাহিলি কালচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব লৌকিকতার স্থান ইসলামে নেই। যারা লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করে, তাদের দাওয়াতে যেতে নবি ﷺ বারণ করেছেন। তিনি বলেন,

> "(লোক-দেখানো) দুই প্রতিযোগীর দাওয়াত কবুল করাও ঠিক নয় এবং তাদের খাদ্য গ্রহণও ঠিক নয়।"[১]

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন,

> "লৌকিকতা প্রদর্শনকারী দুই প্রতিযোগীর দাওয়াতে যেতে বারণ করেছেন আল্লাহর নবি ﷺ।"[২]

আজকে ফর্মালিটিজ রক্ষার নামে কত খাবারের যে অপচয় হয়, তা আল্লাহই ভালো জানেন। কমিউনিটি সেন্টারের বস্তা বস্তা ঝুটা খাবার বিক্রি হয় কেজি দরে। অনেক বাসি-পসা খাবার কুকুরকেও খাওয়ানো হয়। জমকালো অনুষ্ঠানের নামে গচ্চা যায় লাখ লাখ টাকা। অপচয়ের বন্যা বয়ে যায় চারিদিকে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

> "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।"[৩]

লৌকিকতার অসুস্থ ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। বিয়ে মানেই খরচের বিশাল বোঝা না। **মেয়ের পরিবার তো খরচ করবেই না, পুরুষকেও খরচের চিন্তায় চুল পাকাতে হবে না।** কত মানুষ যে খরচের কথা চিন্তা করে বারবার পিছিয়ে যায় বিয়ে থেকে! পুরো গোষ্ঠীসুদ্ধ খাওয়াতে হবে, এমন আল্টিমেটাম দিয়ে রাখে পিতামাতা। সাধ্য থাকলে পুরো গোষ্ঠীকে বর খাওয়াতে পারে। কিন্তু এটা কোনো আবশ্যিক বিষয় না। বিয়ে সহিহ হওয়ার শর্ত হিসেবেও

---

[১] সনদ হাসান। শুআবুল ঈমান, ৫৬৬৭; সহিহাহ, ৬২৬; সহিহ আল জামি, ৬৬৭১।

[২] আবু দাউদ, ৩৭৫৪; সহিহাহ, ৬২৭; সহিহ আল জামি, ৬৯৬৫; সহিহ আত তারগীব, ২১৫৮।

[৩] সূরা ইসরা, ১৭ : ২৭।

ভূড়িভোজের কথা উল্লেখ নেই। কেউ যদি একটি ছাগল দিয়ে ওয়ালিমা করে, তবে তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ের নামে অপচয় করা নির্ঘাত শয়তানি কাজ-কারবার। এ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নবি ﷺ জানিয়ে গিয়েছেন,

> সর্বাপেক্ষা উত্তম বিবাহ হলো স্বল্প খরচে সম্পন্ন করা।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনতু জাহশ رضي الله عنها-কে বিয়ে করার সময় সবচেয়ে বড়সড় আয়োজন করেন। কিন্তু সেই আয়োজনটা কত বড় ছিল, জানেন? একটি মাত্র বকরি। হ্যাঁ, একটি বকরি দিয়েই তিনি এই বিয়ের ওয়ালিমা সারেন।[২] এই বকরির মাংস ও রুটি দিয়ে লোকদেরকে আপ্যায়ন করা হয়।[৩] আর সাফিয়্যা رضي الله عنها-কে বিয়ে করার সময় খেজুর, পনির ও ঘি-মিশ্রিত খাবার দ্বারা ওয়ালিমা করেন প্রিয়নবি ﷺ।[৪] কাজেই, ওয়ালিমার নামে যদি জামাই-শ্বশুরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে, তবে সেটা বড্ড দূষণীয়।

কনেপক্ষের জন্যে ওয়ালিমার কোনো বিধান নেই। আর বরপক্ষ যখন ওয়ালিমা করবে, তখন লৌকিকতা ও অপচয় দুটোকেই এড়িয়ে যাবে। বর তার সাধ্যমতো খাবার দিয়ে লোকদেরকে আপ্যায়ন করবে। এতে যদি কোনো পিতা বাধ সাধেন, প্রেস্টিজের দোহাই দিয়ে ছেলের বিয়ে আটকে রাখেন, তবে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হবেন আল্লাহর দরবারে। আর মেয়ের বাবারা যদি গাড়িবহর দেখে দেখে মেয়ের বিয়ে দেন, তবে আপনারাও নিস্তার পাবেন না। অপরাধীদের তালিকায় আপনাদের নামও লেখা থাকবে স্পষ্ট হরফে।

একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার জন্য উপহার হিসেবে নিবেদন করছি (পরোক্ষ ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছিল)।' তার কথা শুনে নবি কারীম ﷺ মাথা নিচু করে রইলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে তিনি কোনো ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এমন সময় এক সাহাবি বলে উঠল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যদি জরুরত না থাকে, তবে এ মহিলাটির সঙ্গে আমাকে বিয়ে করিয়ে দিন।'

নবি ﷺ বললেন, 'মোহরানা দেওয়ার মতো তোমার কাছে কিছু আছে কি?'

'আল্লাহর কসম! কিছুই নেই।'

'তুমি তোমার পরিবারের কাছে যাও। গিয়ে দেখো কিছু পাও কি না।'

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ২৪৫২৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৬৫৬৬। এই সনদের রাবী ইবনু সাখবারাহ-এর বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ ইখতিলাফ করেছেন।

[২] বুখারি, ৫১৬৮; মুসলিম, ১৪২৮; ইবনু মাজাহ, ১৯০৮; আবু দাউদ, ৩৭৪৩; ইরওয়া, ১৯৪৫।

[৩] বুখারি, ৪৭৯৪; আহমাদ, ১৩৭৬৯।

[৪] বুখারি, ৫১৫৯; মুসলিম, ১৩৬৫; আবু দাউদ, ২০৫৪; তিরমিযি, ১১১৫; ইবনু মাজাহ, ১৯৫৭।

লোকটি চলে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে জানাল, বাড়িতেও কিছুই নেই। নবি ﷺ বললেন, 'ভালো করে খুঁজে দেখো। একটি লোহার আংটি হলেও নিয়ে আসো!'

লোকটি আবার বাড়িতে গেল। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই মেলাতে পারল না। নবিজির কাছে এসে বলল, 'আল্লাহর কসম, লোহার আংটিও খুঁজে পেলাম না। পরনের লুঙ্গিটাই আমার শেষ সম্বল। এর অর্ধেকটা মোহর হিসেবে দিতে পারি।' এ কথা শুনে নবি কারীম ﷺ বললেন, 'তোমার লুঙ্গি দিয়ে সে কী করবে? তুমি পরিধান করলে তার গায়ে কোনোকিছু থাকবে না, আর সে পরিধান করলে তোমার গায়ে কিছু থাকবে না।'

লোকটি তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে বললেন, 'কতটুকু কুরআন মুখস্থ করেছো?'

সে গুনে গুনে বলল, 'অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে।'

'তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারো?'

'হ্যাঁ!'

'তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ করেছো, তার বিনিময়ে এ মহিলার সাথে তোমার বিয়ে দিলাম।'[১]

সুবহানাল্লাহ! কত সহজ বিয়ে! এখনকার দিনের কন্যার বাবারা এতটা উদার হতে পারবেন না হয়তো; কিন্তু তারা যাতে জুলুমি মোহর দাবি না করেন। আপনি বিনা পয়সায় বিয়ে দিয়েন না। হানাফি মাযহাবে বিয়ের সর্বনিম্ন মোহর হলো দশ দিরহাম।[২] প্রতি গ্রাম রুপার মূল্য ১৪৭ টাকা ধরে হিসেবে হলে ১০ দিরহামের মূল্য আসে ৪,৫০০ টাকা। আপনি কমসেকম এই টাকা দাবি করতে পারেন। আরও যদি বেশি চান, তবে আলি ﷺ-এর হিসেবটা অনুসরণ করুন। তিনি ফাতিমা ﷺ-কে মোহরানা বাবদ দিয়েছিলেন ৫০০ দিরহাম। এটাকে সমাজে 'মোহরে ফাতিমী' বলা হয়। বর্তমান হিসেব অনুসারে এর মূল্য দাঁড়ায় ২,২৫,০৪২ টাকা।[৩] এটাও চাইতে পারেন। পাত্রের যদি আরও বেশি সামর্থ্য থাকে, তবে সে আরও দেবে। কিন্তু একটা ছেলে স্টুডেন্ট অবস্থায় বিয়ে করতে চাচ্ছে, আর আপনি মোহরানার ভয় দেখিয়ে তাকে দমিয়ে রাখছেন, এটা তো ঠিক না।

---

[১] বুখারি, ৫০৩০; মুসলিম, ১৪২৫।

[২] ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, ৯/৬৭৬৪। ১০ দিরহাম ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপার সমতুল্য। সে হিসেবে এক দিরহাম = ৩.০৬১৮ গ্রাম।

[৩] আল-কাউসার, সফর ১৪৩৬, ডিসেম্বর ২০১৪, (রুপার মূল্য ওঠানামা করলে, টাকার পরিমাণও ওঠানামা করবে)

বুঝলাম, মান-সম্মানের ভয়ে ইদানীং কালের গার্ডিয়ানরা রাজি হতে চান না। কিন্তু বিবাহযোগ্য ছেলে যদি নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যায়, বা যুবতী মেয়ের যদি অন্তরঙ্গ ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ে, তখন কি আপনাদের মান-সম্মান বাড়বে?

আর ছেলেদেরকে বলি: মাথা থেকে জমকালো অনুষ্ঠানের ভূত সরাও। অমুক করেছে বলে তোমাকে করতে হবে, এটা তো ঠিক না। অমুকের যদি সাধ্য থাকে এক হাজার লোক খাওয়ানোর, সে খাওয়াবে। কিন্তু **তোমার সাধ্যে যদি দশজন কুলায়, তাহলে দশজনকেই দাওয়াত দেবে। সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে নিজের বিয়েকে নিজেই কঠিন কোরো না। একদিকে আর্লি ম্যারিজ করতে চাও, আরেকদিকে সেভেন স্টার কমিউনিটি সেন্টারের স্বপ্ন দেখো, এটা তো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল ভাই।**

আর বলি কী, অল্প অল্প করে এখন থেকেই মোহরানার টাকা জমাতে শুরু করো। তাহলে ভার্সিটি শেষ করার আগেই মোহরে ফাতিমী জমিয়ে ফেলতে পারবে।

আমি ক্লাস নাইন পড়ুয়া এক ছেলের কথা জানি। ওর বাড়ি আমার মহল্লাতেই। সে বড় একটা প্লাস্টিকের ব্যাংক কিনেছে। তার ইচ্ছা হলো, এই ব্যাংকের সমুদয় টাকা মোহরানা হিসেবে স্ত্রীর হাতে তুলে দেবে। বাহ! কী সুন্দর প্রস্তুতি। আমরাও চাইলে এমনটা করতে পারি। অনেক সময় বন্ধুদের সাথে ট্যুর দিতে গিয়ে যে টাকাটা নষ্ট হয়, সেটা জমালেও অনেক সঞ্চয় হয়ে যাবে। প্রতি মাসে গ্রিল বা কাচ্চি না খেলে কিছুই আসে যায় না। উলটো টাকা বেঁচে যাবে। এটাও তো আমরা করি না। হ্যাঁ জানি, টিফিন বা মাস খরচের টাকা থেকে জমাতে গেলে কষ্ট হবে, টানাপোড়েন লেগে যাবে। বন্ধুদের সাথে নিজেদের লাইফস্টাইল মেলাতে কষ্ট হবে। কিন্তু এতটুকুন কষ্ট না-করলে আর্লি ম্যারিজের সংগ্রামে সফলতা আসবে কিভাবে?

আইফোন কিনতে গেলে ঠিকই টাকা ম্যানেজ হয়ে যায়। অনেকেই তো বাইক কিনে ফেলে নিজের জমানো টাকা দিয়ে। তাহলে বিয়ের টাকা জোগাড় হয় না কেন?

আসলে যতই আর্লি ম্যারিজের কথা বলি না কেন, আমাদের কোনো প্রস্তুতি থাকে না এর জন্যে। **নিজের অক্ষমতার দোষ আমরা কেবল বাবা-মার ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। তারা রাজি হচ্ছে না, কন্যার বাপ সায় দিচ্ছে না... আরও কত অজুহাত। অথচ যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বর হিসেবে আপনার প্রস্তুতি কী? একরাশ নীরবতা ছাড়া তখন কিছু বলার থাকে না।** নিজের সাথে এমন ধোঁকাবাজি করে লাভ কী?

ফর্মালিটিজের গুষ্টি কিলাই

ফর্মালিটিজ একটা ভিন্ন সিস্টেম। এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজ কী বলবে, লোকে কী বলবে, এগুলো হলো শয়তানের ধোঁকা। এই বৃত্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। **আমরা এখন থেকে চিন্তা করব—'আল্লাহ কী বলবেন!'** সমাজের ভয়ে বিয়ে না করে, লুকিয়ে লুকিয়ে হস্তমৈথুন করলে আল্লাহ কী বলবেন! আল্লাহর সামনে আমরা মুখ দেখাব কী করে?

মানুষ তো নানা কথাই বলবে। তাতে কী আসে যায়! সময় গড়ালে ওদের বকবকানি এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি। খুব কম লোক নিয়ে, সাধাসিধেভাবে বিয়ে করার কারণে, আমার নিকট-আত্মীয়রাই বাজেকথা ছড়িয়েছে। আমি নাকি প্রেম করে বিয়ে করেছি! নাউযুবিল্লাহ! কেন তারা এইসব কথা ছড়িয়েছে? কারণ গতানুগতিক বিয়ের মতো ধুম-তাড়াক্কা অনুষ্ঠান করিনি, গায়ে হলুদ করিনি, বিশাল বহর নিয়ে ছুটে যাইনি মেয়ের বাড়িতে... এটাই আমার অপরাধ। যাকগে, সেগুলো গায়ে মাখিনি। এতে আমারই লাভ হয়েছে। যদি ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে আর বিয়ে করা হয়ে উঠত না।

বিয়েতে অমুক অমুককে নিয়ে যেতেই হবে, এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অনেক সময় বিশাল ফ্রেন্ড সার্কেলকে ট্রিট দেওয়ার ভয়ে আমরা বিয়ের নাম নিতে চাই না। আচ্ছা, সাহাবিদের জীবনে আল্লাহর রাসূলের চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল কেউ? ছিল না। সাহাবিদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলেন প্রিয়নবি। কিন্তু বিয়ের আগে সবাই কি তাঁকে জানিয়েছেন?

চলুন দুইটা ঘটনা দেখি। আনাস বিন মালিক বলেন, আবদুর রহমান বিন আউফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। তখন তার শরীরে জাফরানের হলুদ রং দেখে নবিজি তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন আবদুর রহমান বললেন, 'আমি এক আনসারি নারীকে বিয়ে করেছি।' নবি ﷺ বললেন, 'তুমি তাকে মোহরানা কত দিয়েছো?' তিনি বললেন, 'এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ।' তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি একটি ভেড়া দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করো।'[১]

যাতুর রিকার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন প্রিয়নবি ﷺ। এমন সময় তিনি জাবির رضي الله عنه-কে বললেন, 'বিয়ে করেছো নাকি?'

কিছুটা লাজুক গলায় তিনি বললেন, 'জি আল্লাহর রাসূল।'

নবি ﷺ জানতে চাইলেন, নববধূ কুমারী নাকি বিধবা। জাবির رضي الله عنه জানালেন,

---

[১] বুখারি, ৪৭৫৬।

বিধবা। এরপর চলতে চলতে আরও কিছু কথা হলো তাঁদের মধ্যে।[১]

এই দুইটি ঘটনা আমাদের কী মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে? ইসলামি শর্ত পূরণ করে, **যে-কেউ তাঁর সুবিধামতো বিয়ে করতে পারে। এর জন্যে নবিজিকে জানানোও আবশ্যক না। সুবহানাল্লাহ! তাহলে আমরা আর কার জন্যে দেরি করছি? আর কার মন রক্ষার জন্যে গোপন গুনাহ করে যাচ্ছি?** যে বন্ধু-বান্ধবের কারণে হালাল রিলেশনশীপ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের মন রক্ষা করে চলতে হবে? যে আত্মীয়রা সোসাইটির দোহাই দিয়ে মানুষকে হারামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাদেরকে তেল মারতে হবে? যেসব দ্বীনি ভাই ওয়ালিমার নামে ভূরিভোজের করানোর আল্টিমেটাম দেয়, এইসব ছ্যাঁচড়াদের দূরে রাখুন।

'সমাজ কী বলবে' এটা মস্ত বড় এক ধোঁকা। এই ধোঁকার কবলে পড়ে কত যুবক যে দ্বীন খুইয়ে ফেলেছে, তার হিসাব কে রাখে! আমরা তো সমাজের মর্জিমাফিক চলার জন্যে দ্বীনে ফিরিনি। সমাজকে ইসলামের আলোয় রাঙানোর জন্যে দ্বীন কবুল করেছি। এখন যদি আমাদের মুখেই সমাজের মন রক্ষার বুলি ফুটতে থাকে, তবে এই দুঃখ রাখব কোথায়!

---

[১] বুখারি, ২২৪৬, ২৪২৯; সীরাত ইবনু হিশাম, ৩/২০৬।

ব্রাদার্স অনলি

অনেকেই ভাবে, বিয়ের মাধ্যমে তারা অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে ফেলেছে। বাদবাকিটুকু এখন মাসনার মাধ্যমে চুকিয়ে নেবে। ব্যস, কেল্লাফতে। অনেকেই তো খুশিতে-ঠ্যালায় স্ত্রীকে নিয়ে শুরু করে কাপল ব্লগিং। কখন কী করছে না-করছে, কোথায় ঘুরতে যাচ্ছে, কখন খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমাচ্ছে—এসব নিয়ে ভিডিও বানায়। সারাক্ষণ লোকদের দেখাতে থাকে যে, তাদের সংসার কত সুন্দর, কত গোছালো! কেউ কেউ তো আবার স্বয়ং স্ত্রীকেই মডেল বানিয়ে পোশাক বিক্রি শুরু করে দেয়। গুটিকতক হুজুরস তো আরও এককাঠি সরেস। স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা, খুনশুটি, এমনকি নতুন বর্ষে কোলাকুলির ভিডিও পর্যন্ত ফেইসবুকে শেয়ার করে। হায় আল্লাহ! কত তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে মানুষের আত্মসম্মান!

অর্ধেক দ্বীনে, বাকিটা কই?

বিয়ে হলো দ্বীনের অর্ধেক—এটা হাদিসের প্রথম অংশ। বাকি অংশের খবর কে নেবে! নবিজির কথা তো এখানেই শেষ হয়নি। আরও আছে:

> “মানুষ যখন বিয়ে করে তখন সে তার ঈমানের অর্ধেক পূর্ণ করে। **অবশিষ্টাংশ লাভের জন্য সে যেন আল্লাহভীতি অর্জন করে।**”[১]

আপনি হাদিসের প্রথম অংশ নিয়ে লাফালাফি করলেন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের কোনো খবর রাখলেন না—ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না? বিয়ের পর যদি দ্বীনের বাকি অর্ধেকও শেষ যায়, তখন কী হবে? আরও ভয়ানক বিষয় রয়েছে। যে নবিজি বিয়ের মাধ্যমে অর্ধেক দ্বীন পালন সহজ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন, তিনিই আবার একদল বিবাহিত পুরুষকে জাহান্নামী বলে সতর্ক করেছেন। আপনি সেই কাতারে পড়ে যাচ্ছেন কি না, সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে মশাই!

বিয়ের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পবিত্র রাখার সুযোগ পায়। তার অর্ধেক দ্বীন পালন সহজ হয় যায়। তাই ‘বিবাহ দ্বীনের অর্ধেক’ **কথাটি বিয়ের প্রতি উৎসাহ**

[১] শুআবুল ঈমান, ৫১০০; সহিহাহ, ৬২৫; সহিহ আল জামি, ৬১৪৮।

প্রদানের জন্য অলংকারপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন, "এর অর্থ হলো, বিয়ে মানুষকে যিনা-ব্যভিচার থেকে পবিত্র রাখে। আর এই পবিত্রতা ওই দুটি স্বভাবের অন্যতম, যার হেফাজত করতে পারলে রাসূল ﷺ জান্নাতের জামিনদার হবেন। যেমন তিনি বলেন—'যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু-চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু-রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) হেফাজত করবে, আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব।'[১]"[২]

বোঝাই যাচ্ছে, হাদিসটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বিয়ে করেই বগল বাজানোর কোনো সুযোগ নেই। রাসূল ﷺ বলেন,

> "আল্লাহ তাআলা যাকে নেককার স্ত্রী দান করেছেন, তাকে তার দ্বীনের অর্ধাংশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। **সুতরাং সে যেন বাকি অর্ধাংশের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে।**"[৩]

অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ হওয়ার খুশিতে আগের চেয়ে ইবাদত-আমল যদি কমে যায়, গুনাহ যদি বেড়ে যায়—তবে সেটা দুঃখজনক। আরও দুঃখজনক হলো, স্ত্রীকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগা। ফাসিকদের মতো স্ত্রীকে বাজারের পণ্য বানিয়ে লাইক-কমেন্ট-ভিউ কামাই করা। বিয়ের মাধ্যমে অর্ধেকটা দ্বীন পালন সহজ হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক এখন তাকওয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। আল্লাহভীতির গুণাগুণ কায়েম করতে হবে পরিবারে। কিন্তু তা না করে যদি খুশিতে-ঠ্যালায় জাহান্নামের দিকে দৌড়ানো শুরু করি, তবে তো সবই বরবাদ।

গাইরাত : মুমিনের সৌন্দর্য

স্টেইজে নৃত্যানুষ্ঠান হচ্ছে। 'ওরে ও কিশোরী বাজাব বাঁশরি। একেলা আইসো নদীর কিনারায়...' এই গানের তালে তালে শরীরের উত্তাপ ছড়াচ্ছে এক নারী। আর দর্শকের আসনে বসা তার স্বামী তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলছে—'বাহ! আমার স্ত্রীর তো ভালোই নাচ জানে!' এই স্বামীর কি গাইরাত বলতে কিছু আছে? আত্মসম্মান নামের কোনো শব্দের সাথে কি সে আদৌ পরিচিত? কী করে একটা স্বামী তার স্ত্রীর স্টেইজ পারফরম্যান্স দেখে বাহবা দিতে পারে? যে নারী ছিল ঘরোয়া ইজ্জতের মূর্ত প্রতীক, তাকেই তো সে উন্মুক্ত করে দিয়েছে বেয়াড়া ছেলে-ছোকরাদের সামনে। এখন আর আত্মসম্মানবোধ থাকল কোথায়!

---

[১] বুখারি, ৬৪৭৪।

[২] তাফসিরে কুরতুবী, ৯/৩২৭।

[৩] মুসতাদরাক হাকিম, হাদিস ২৬৮১; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস ৫১০১; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৪/২৭২।

চামচ দিয়ে খাবার না খেলে অনেক শহুরে বাবুদের আঁতে ঘা লাগে! কিন্তু অর্ধলেংটা স্ত্রীকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে তাদের কুছ পরওয়া নেহি! অনেক স্বামী দেবরের ঘরে স্ত্রীকে পাঠায় চা দিয়ে আসার জন্যে। বাসায় মেহমান এলে বউকে দিয়ে খাবার পরিবেশন করায়। বন্ধু-বান্ধব কিংবা কলিগদের সাথে ঘরের রানীকে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে যায়। আলট্রা মডার্ন সোসাইটি তো আরও এডভান্স। সেখানে ওয়াইফ বিনিময় হয় জমকালো ওপেরাতে। এর বাইরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের স্ত্রীর ছবি পোস্ট করা, মেয়েদের সাথে কমেন্ট চালাচালি, স্ত্রীর সাথে খুনশুটির ভিডিও, পার্সোনাল লাইফ নিয়ে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আলোচনা... এইসব তো অহরহ ঘটছে। আমাদের দ্বীনি ঘরানা কি এসব থেকে মুক্ত?

অনেক ভাই তার পার্সোনাল লাইফের কথা রংচং মাখিয়ে বলে বেড়ায় ফেইসবুকে। অনেক বোনও ঘরোয়া খুনশুটির নানান কাহিনি লিখে যান মনের মাধুরী মিশিয়ে। এসব পোস্ট রিচও বেশি হয়। কমেন্ট বক্সে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে! নারীদের পোস্টে পুরুষরা পর্যন্ত লাভ রিয়েক্ট দেয়। অনেক স্বামী আবার স্ত্রীর প্রোফাইলে ফলোয়ার সংখ্যা নিয়ে রীতিমতো গর্ববোধ করে। কলিগদের বলে বেড়ায়। একবার দেখলাম, স্ত্রীর সাথে রাতের বেলায় দৌড়ানোর ভিডিও লাইভ এসে দেখাচ্ছে এক লেবাসী হুজুর। বুঝলাম না কিছু! নবি কারীম ﷺ যখন স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তখন কি সাহাবিদেরকে তিনি রেফারি হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন?

সুবহানাল্লাহ! সুন্নাহ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সুন্নাহ-বিরোধী পন্থা কেন বেছে নিতে হবে? এতটা বেগাইরাত হতে কে উদ্বুদ্ধ করল? একজন গাইরাতমান্দ পুরুষ কি তার স্ত্রীকে এভাবে মেলে ধরতে পারে অপরের সামনে?

প্রশ্নের উত্তর আপনারা নিজেই দিতে পারবেন। তার আগে জেনে নিই গাইরাত শব্দের পরিচয়। বাংলায় গাইরাত শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'আত্মমর্যাদাবোধ' বা 'আত্মসম্মানবোধ' ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে বলা হয় Protective Jealousy।[১] যদিও এর দ্বারা অর্থের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না, তবুও কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কারণ, টার্মিনোলজির ভাষান্তর খুব কঠিন ব্যাপার। এটা সব সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য। মেডিক্যাল সাইন্স, সাইকোলজি, ফিলোসফি ইত্যাদি সাবজেক্টের ভূরিভূরি টার্ম রয়েছে, যেগুলোর উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ভাই আত্মসম্মানবোধ/আত্মমর্যাদাবোধ শব্দ দুটোই গাইরাতের সমার্থক হিসেবে আমরা ব্যবহার করব।

---

[১] Can Allah be described as having protective jealousy (gheerah)? https://islamqa.info/en/answers/161451

গাইরাতের ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কাযি ইয়ায মালিকি ﷬ বলেছেন, 'স্বামী-স্ত্রী হলো একে-অপরের অন্তরঙ্গ। এই অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী অন্য নারী বা পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে অন্তরে যে পরিবর্তন ও ক্রোধের উদ্রেক হয়; স্বামীকে অন্য নারী থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং স্ত্রীকে অন্য পুরুষ থেকে রক্ষার যে মানসিকতা—এটাই হলো গাইরাত।'[১]

ইবনু হাজার আসকালানি ﷬ বলেন, 'গাইরাত হলো যা-কিছু একান্ত নিজের, তাতে অন্যের অংশীদারত্বের কারণে অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া এবং ক্ষোভ জেগে ওঠা।'[২]

বোঝা গেল, একান্ত নিজ সম্পদের ওপর অন্য কারও অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে ক্ষোভ জেগে ওঠার নাম গাইবাত। আর কাযি ইয়াযের বিবরণ থেকে জানা যায়, এই অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। কারণ, তারা যতটা অন্তরঙ্গ হতে পারে, দুনিয়ার আর কোনো সম্পর্কেই তার স্থান নেই। এই একান্ত সম্পদের ওপর কারও লোলুপ দৃষ্টি পড়ুক, সেটা কোনো পুরুষের চাওয়া হতে পারে না। এই মহা নিয়ামতকে যখন অনাবৃত করে দেওয়া হবে, তার ওপর শকুনের চোখ পড়বেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "নারী হলো আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। যখন সে বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি দেয়।"[৩]

মানুষরূপী শয়তান আরও বেশি খতরনাক। সে তার কামনার তির দিয়ে শিকার করতে থাকে ললনাদের। এইসব শিকারিদের থেকে তাই ঘরকে নিরাপদ রাখতে হয়। কিন্তু যদি প্রাইভেট জিনিস একেবারে পাবলিকলি চলে আসে, তবে আর সেই নিরাপত্তা থাকে কোথায়? বিয়ের আগে এই দিক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে স্ত্রীর-কন্যার ব্যাপারে নো কম্প্রোমাইজ। সেটা যেমন পোশাকি পর্দার ক্ষেত্রে, ঠিক তেমনি কণ্ঠ-অবয়ব-চলাফেরা-মেলামেশা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও।

ইমাম বুখারি ﷬ তাঁর কিতাবে 'বাবুল গাইরাহ' (بَابُ الْغَيْرَةِ) নামে স্বতন্ত্র একটা পরিচ্ছেদ যুক্ত করেছেন। এই পরিচ্ছেদটি স্থান পেয়েছে 'কিতাবুন নিকাহ' (كتاب النكاح) বা বিবাহ অধ্যায়ের অধীনে।[৪] **তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর গাইরাত থাকতে হয়।** এই অধ্যায়ে তিনি বেশ কিছু হাদিস

---

[১] কাযি ইয়ায, মাশারিকুল আনওয়ার, ২/১৪১।

[২] ফাতহুল বারি, ৯/২৬৪, মাকতাবাতুস সফা, প্রথম সংস্করণ।

[৩] তিরমিযি, ১১৭৩; মিশকাত, ৩১০৯।

[৪] বুখারি, পরিচ্ছেদ : আত্মমর্যাদাবোধ, ৬৭/১০৮।

এনেছেন। তার একটি খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। তার মধ্যে একটি হাদিস সাদ ইবনু উবাদা ﷺ-এর সাথে জড়িত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত আনসারি সাহাবি ও খাযরাজ গোত্রের নেতা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আনসার বাহিনীর পতাকা থাকত সাদ ইবনু উবাদার হাতে। একবার তিনি বলেন—'আমি যদি কোনো পরপুরুষকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পাই; তাহলে তাকে তরবারির ধারালো অংশ দিয়ে আঘাত করব।' নবি কারীম ﷺ তখন সাহাবিদেরকে বলেন, 'তোমরা কি সাদের গাইরাত দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? **(আল্লাহর কসম!) আমার গাইরাত তার চেয়েও বেশি এবং আল্লাহর গাইরাত আমার চেয়েও বেশি।**'[১]

সমস্ত মানুষের মধ্যে নবিজির আত্মসম্মান সবচেয়ে বেশি। আর নবিজির চেয়েও বহুগুণ আত্মসম্মানের অধিকারী হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আর তিনি চান না, বান্দা কোনো অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, কিংবা পাপাচারে জড়িয়ে যাক।[২] এটা তাঁর গাইরাতের খেলাফ। নবি কারীম ﷺ বলেন,

> "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার গাইরাত আছে। আর মুমিনও গাইরাতমান্দ হবে। আল্লাহর আত্মমর্যাদায় তখন আঘাত আসে—যখন মুমিন আল্লাহর হারামকৃত কোনো কাজে অগ্রসর হয়।"[৩]

স্ত্রীর ব্যাপারে নবিজির গাইরাতের কথা তো বলাই বাহুল্য। একবার আয়িশা ﷺ একজন মাহরাম লোকের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় নবিজি ঘরে আসেন। লোকটিকে দেখে নবিজির চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। আয়িশা ﷺ বলেন, 'তাঁর মন অতি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের আলামত দেখতে পাই।' এরপর লোকটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি আমার দুধভাই।' নবি কারীম ﷺ জবাবে বলেন, 'তোমরা দুধভাইদের বিষয়গুলো ভালোভাবে খোঁজ নাও। কারণ, ক্ষুধা নিবারণের বয়সে দুধপান করলে একমাত্র দুধমা-সংক্রান্ত হুকুম (রযাআহ) সাব্যস্ত হয়।'[৪]

মা আয়িশা ﷺ কোনো ভুল কাজ করেননি। শরীয়তের বিধান মোতাবেক তিনি মাহরামের সাথেই কথা বলছিলেন। তবুও নবিজি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করলেন। কেননা, দুধপান-সম্পর্কিত হুরমত প্রমাণিত হবার বয়সসীমা হলো দুই বা আড়াই বছর। এর পরের দুগ্ধপানের সাথে হুরমত

[১] বুখারি, পরিচ্ছেদ : ৬৭/১০৮; হাদিস : ৭৪১৬।

[২] নবি ﷺ বলেন, 'হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ আর কারও নেই। তিনি তাঁর কোনো বান্দার ব্যভিচার দেখতে চান না।' [মুসলিম, ২৭৬১]

[৩] বুখারি, ৫২২৩; মুসলিম, ২৭৬১; তিরমিযি, ১১৬৮; আহমাদ, ১০৯২৮।

[৪] মুসলিম, ১৪৫৫।

প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এগুলোও খতিয়ে দেখতে হবে। আর তিনি যেহেতু উম্মুল মুমিনীন, তাই একটু বাড়তি সতর্কতা রাখতে হবে অন্যদের চেয়ে। সে জন্যেই নবি কারীম ﷺ একটু ভালো করে খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন। যেন উনিশ-বিশ না হয় কোথাও।

ঘরের রমণীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সচেতন থাকা আমাদের প্রিয়নবির অনেক বড় সুন্নাহ। **আমরা যদি এই ব্যাপারে গাফিল থাকি, তবে বিবাহিত-জীবনের দ্বিতীয় শর্ত পূরণ হলো কোথায়? কোথায় অর্জন হলো তাকওয়ার গুণ?** রাসূল ﷺ যেখানে দুধভাইয়ের ব্যাপারে ভালো করে খোঁজ নিতে বলছেন, সেখানে অনলাইন ভাইয়াদের ব্যাপারে কতটুকু সাবধান হওয়া উচিত? সাদ ইবনু উবাদা ﷛ কতল করে ফেলতে চাচ্ছেন বেগানা পুরুষকে, আর আমিই কিনা পরপুরুষের সাথে চ্যাট কিংবা কমেন্ট চালাচালি করার জন্যে স্ত্রীকে লেলিয়ে দেবো? নিজের ব্যবসায়িক উন্নতির জন্যে সেক্যুলারদের মতো স্ত্রীকেই বাজারের পণ্য বানাব? ঘরের রানীর সাথে সেলফি উঠিয়ে টাইমলাইনে নিজের সুখের কথা জানান দেবো? কোথায় গেল আমাদের গাইরাত? স্ত্রীর বেলায় যদি স্বামীর গাইরাত জেগে না ওঠে, তবে আর জাগবে কোথায়? ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি ﷬ বলেছেন, **'মানুষের মধ্যে গাইরাত জাগ্রত হবার বিষয়টি সবচেয়ে কঠিনভাবে ঘটে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে।'[১] অথচ এই ক্ষেত্রে কত পুরুষ যে কাপুরুষ হয়ে বসে আছে, তার ইয়ত্তা নেই।**

শেষ করি একজন গাইরাতমান্দ পুরুষের ঘটনা দিয়ে। সময়টা তখন ২৮৬ হিজরি। প্রাচীন খোরাসানের রায়[২] শহরে যথারীতি বসেছে কাযির আদালত। বিচারক হিসেবে আছেন মূসা বিন ইসহাক ﷬। মামলার বাদী একজন নারী, বিবাদী তারই বর্তমান স্বামী। নারীর অভিভাবকরা জানাল—স্বামীর কাছে এই মেয়ের ৫০০ দিনার মোহর পাওনা রয়েছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করছে। বিচারক তখন বাদীপক্ষকে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দিলেন।

একপর্যায়ে বাদীকে শনাক্ত কবার জন্যে নিকাব খোলার দরকার পড়ল। অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো স্বামী তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। গাইরাত জেগে উঠল তার অন্তরে। তিনি বললেন, 'আমার স্ত্রী যা মোহর দাবি করছে, সেগুলো তার পাওনা। আমি তা পরিশোধ করে দেবো। দোহাই আপনাদের, এই ভরা মজলিসে তার চেহারা উন্মুক্ত করবেন না।'

---

[১] ফাতহুল বারি, ৯/২৬৪।

[২] বর্তমানে এটি ইরানের রাজধানী তেহরানের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে নুয়াইম বিন মুকাররিন এই শহরটি জয় করেন। এ শহর অনেক বড় বড় মুসলিম পণ্ডিত জন্মদান করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদ ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী।

স্বামীর গাইরাত দেখে স্ত্রীও তার ভুল বুঝতে পারলেন। মোহরানা আসলে ৫০০ দিনারের চেয়ে কম পাওনা ছিল। স্ত্রী সেটা উল্লেখ করে বললেন, 'বিচারক মহোদয়কে সাক্ষী রেখে বলছি—আমি আমার মোহর স্বামীকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম। দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে এর দায় থেকে মুক্তি দিলাম।'

কাযি মূসা বিন ইসহাক ﷺ তখন মুচকি হেসে বলেন, 'এই ঘটনা উত্তম চরিত্রের উদাহরণ হিসেবে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।'[১]

আমাদের পূর্বসূরিদের গাইরাতবোধ খুব বেশি ছিল। যার কারণে তারা রোম ও পারস্যের মতো সাম্রাজ্য পদানত করতে পেরেছিলেন। কবি ইকবাল সে-কথা স্মরণ করে বলছেন,

غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگ و دو میں
پہناتی ہے درویش کو تاجِ سر دارا

গাইরাত খুবই দামি জিনিস এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দুনিয়ায়,
বাদশাহির ওই রাজমুকুট দরবেশকেও সে পরায় ভাই।

আমরা রোম-পারস্য জয় করতে না পারি, অন্তত জাহিলি ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতে পারব। এতটুকু তো সবার পক্ষেই সম্ভব, তা-ই না?

পর্দা সবার আগে

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের জন্যে ছোট ছোট কিছু ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। কাঁচা ইট, পাথর ও মাটির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল সেগুলোর দেয়াল। আর ছাদ বানানো হয়েছিল খেজুরগাছের কাণ্ড ও পাতা দিয়ে।[২] সেখানে ছিল না বিলাসবহুল কোনো খাট বা নরম তোশক। মাটিই ছিল তাঁদের বিছানা। একটিমাত্র তোশক ছিল ব্যবহারের জন্যে। অবশ্য সেটাও নরম তুলোর নয়। আলখাল্লার মতো উটের কম্বলের তৈরি।[৩]

তিনি এমন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, যার ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলেনি মাসের-পর-মাস। শুধু খুরমা-খেজুর আর পানি খেয়েই তিনি ও তাঁর পরিবার দিনযাপন করেছেন।[৪] পর পর অনেক রাত তিনি অভুক্ত থাকতেন। বিছানার পার্শ্ব পরিবর্তন

[১] আবু বকর বাগদাদি, তারিখু বাগদাদ, ১৫/৩৫; ইবনুল জাওযি, আল-মুন্তাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ১২/৪০৩।

[২] আলি সাল্লাবি, সীরাতুন নবি, ৩/৪৬৬-৪৬৭।

[৩] বুখারি, ৬০১২; আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ৫৪ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া)।

[৪] মুসলিম, ৭১৮০; ইবনু মাজাহ, ৪১৪৪।

করতেন পেটের ক্ষুধায়। টানা কয়েক দিন অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন।[১]

অনেক সাহাবির ঘরেও টানাপোড়েন ছিল। ক্ষুধা ও দরিদ্রতা ছিল। কিন্তু তাঁদের ঘরে পর্দার কোনো কমতি ছিল না। এই ব্যাপারে নবিজি ছিলেন আরও বেশি সতর্কবান। পর্দার ব্যাপারে তাঁর ও সাহাবিদের পরিবারে কোনো ছাড় ছিল না। এক বিন্দুও না।

উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা এবং উম্মু সালামা ﷵ একবার নবিজির সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম ﷵ সেখানে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'তোমরা উভয়েই তার থেকে পর্দা করো।' উম্মু সালামা ﷵ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! তিনি তো অন্ধ। তিনি আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না?'[২]

উম্মু সালামা ﷵ-এর ঘরে একবার হীত নামের[৩] এক মেয়েলি হিজড়া অরুচিকর কথাবার্তা বলছিল। এটা দেখে নবি ﷺ হুঁশিয়ার করে বলেন, 'সে যেন তোমাদের কাছে আর কখনো না আসে।'[৪]

আজকাল অনেকেই বলে থাকে, আয়িশা ﷵ তো ছাত্রদেরকে পড়াতেন। অনেক বড় বড় সাহাবি তাঁর কাছে ইলম শিখতেন। তাহলে কিভাবে কী হতো? এরা মনে করে আয়িশা সিদ্দিকা ﷵ বোধ হয় বর্তমান জামানার কলেজ-ভার্সিটির অধ্যাপিকা ছিলেন! আরে বোকার দল, নবিজির স্ত্রীরা পর্দার ব্যাপারে ছিলেন অধিক মাত্রায় সচেতন। তাঁদের কাছে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, তাঁরা পর্দার আড়াল থেকে উত্তর দিতেন।[৫] আবু আবদুল্লাহ আলজুশামী বলেন, আমি একবার আয়িশা ﷵ-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে যাই। তখন আমার ও তাঁর মাঝে পর্দার আড়াল ছিল।[৬] আয়িশা ﷵ-এর কাছে ইলমের প্রয়োজনে কোনো সাহাবি আসলে, তিনি কণ্ঠ বিকৃত করে কথা বলতেন। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেলে অন্য সুরে কথা বলতেন। যাতে তাঁর আসল কণ্ঠস্বর কেউ বুঝতে না পারে।[৭]

সুবহানাল্লাহ! কতটা সতর্ক ছিলেন আমাদের আম্মাজান! আর সেখানে আপনার ঘরের বউ পরপুরুষের সাথে খোশগল্প জমাবে, আর আপনি সেটা

[১] মুসলিম, ৭১৯২; ইবনু মাজাহ, ৪১৪৬।

[২] তিরমিযি, ২৭৭৮; আবু দাউদ, ৪১১২; মিশকাত, ৩১১৬। ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

[৩] বুখারি, ৪৩২৪।

[৪] বুখারি, ৫২৩৫।

[৫] মুসলিম, ১১১০।

[৬] ইতহাফুল খিয়ারাহ, ৭/১৭৭।

[৭] তাফসিরে কুরতুবী, ১৪/১৪৬।

বসে বসে উপভোগ করবেন? গাইরে মাহরামদের বেডরুমে গিয়ে সে খাবার দিয়ে আসবে, আর আপনি নিশ্চুপ বসে দেখবেন? বাবার আবদার মেটাতে গিয়ে তাকে দিয়ে পরপুরুষের কদমবুসি করাবেন? **যদি মনে হয়, 'ফ্যামিলিতে আমার কোনো অবস্থান নেই, আমি স্ত্রীর পর্দা নিশ্চিত করতে পারব না', তবে বিয়ের আগে শত বার ভাবুন। গরিবের জন্যে বিয়ের অনুমতি আছে, কিন্তু বেগাইরাত যেন বিয়ে না করে। কেননা যে বিয়ে ছিল দ্বীন পূর্ণ করার মাধ্যম, সেটাই হয়ে যাবে তার জাহান্নামে যাওয়ার ওসিলা। তার নাম লেখা হবে দাইয়ুসদের তালিকায়।** দাইয়ুসের সংজ্ঞা কী?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> **'দাইয়ুস বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।'**[১]

অন্য রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, '

> **দাইয়ুস হলো সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের নিকট কে আসা-যাওয়া করল এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করে না।'**[২]

☑ ইবনু হাজার হাইসামি রহ. লিখেছেন, 'আলিমগণ বলেন, দাইয়ুস বলা হয় তাকে, যে তার নিজ পরিবারের অশ্লীলতার ব্যাপারে বেখেয়াল বা আত্মমর্যাদাহীন।'[৩]

☑ ইমাম তিবি রহ. বলেন, 'যে তার পরিবারকে গর্হিত কাজ করতে দেখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে না এবং তাদেরকে এসব করা থেকে বাধা দেয় না, উলটো সব মেনে নেয়—তাকে বলে দাইয়ুস।'[৪]

☑ আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি রহ. বলেন, 'দাইয়ুস সে ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রী ও অন্য মাহরিমদের ওপর শারঈ বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে।'[৫]

সহজ কথায়—**'স্ত্রীর প্রতি যে স্বামীর গাইরাত নেই, তাকে বলা হয় দাইয়ুস।'**[৬] **এখন আপনি যদি স্ত্রীর পর্দাপুশিদার ব্যাপারে টালবাহানা করেন, তবে বিয়েটাই আপনার কাল হয়ে দাঁড়াবে। জানা সত্ত্বেও যদি এসব না থামান, তবে আপনার নাম চলে যাবে দাইয়ুসের তালিকায়।** আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাইয়ুসদের শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন,

> "তিন ধরনের মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলা ফিরেও তাকাবেন না—

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৫৩৭২।

[২] তাবারানি, ১৩১৮০; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩৪৭৬।

[৩] আয-যাওয়াজির, ২/৩৪৭।

[৪] মিরকাতুল মাফাতিহ, খণ্ড ০৬, হাদিস নং : ৩৬৫৫।

[৫] দুররে মুখতার, ৬/১১৩।

[৬] লিসানুল আরব, ১৫/১৪৬৫।

> পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং **দাইয়ুস**।"[১]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে :

> "তিন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ১. মা-বাবার অবাধ্য সন্তান, ২. **দাইয়ুস**, ৩. ওই সব নারী—যারা চালচলনে পুরুষদের বেশ ধারণ করে।"[২]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ থেকে আরেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে :

> "তিন শ্রেণির লোকের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন—১. সর্বদা মদ্যপায়ী, ২. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং ৩. **দাইয়ুস**।"[৩]

এই দিকটা খেয়াল রাখা চাই। **যে-করেই হোক, পর্দার ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই।** একজন দ্বীনদার নারী আপনার বেশভূষা দেখে আপনার প্রতি আশ্বস্ত হয়ে বিয়েতে রাজি হলো, আর বিয়ের পর আপনি তার দ্বীনদারিতার বারোটা বাজিয়ে ফেললেন—এটা কেমন পুরুষের কাজ? দেখা যাচ্ছে, জাহিলি সমাজের ট্রেন্ড আপনি ছাড়তে পারছেন না। অমুক দুলাভাই, তমুক ফুপাতোভাই, এলাকাতো ছোটভাই এসে নববধূকে দেখার আবদার জানাচ্ছে—আর আপনি নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যাচ্ছেন। এটা কেমন স্বামীর লক্ষণ? **আপনার পিতা-ই যদি আপনার স্ত্রীকে পরিচালনা করে, তার কথামতো যদি দেবরের ঘরে খাবার দিয়ে আসতে বাধ্য হয়, কিংবা সৌজন্যতার খাতিরে মেহমানদের সামনে এসে কুশল বিনিময় করে, তবে গাইরাত আর রইল কোথায়? এর ওপর স্ত্রী যদি আবার জব করতে বাইরে চলে যায়, কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্যে একাকী বিদেশ গমন করে, তবে তো ধ্বংসের ষোলোকলা পূর্ণ হবে।**

ইবনু আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, মাহরামের অনুপস্থিতিতে কোনো পুরুষ কোনো বেগানা নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী তো হজ করার জন্য বেরিয়ে গেছে এবং অমুক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এখন আমি কী করব?'

পুরুষের জন্যে জিহাদ মস্তবড় আমল। অপরদিকে নারীর জন্যে হজই হলো জিহাদ সমতুল্য। এত বড় ইবাদত পালনের জন্যে এই সাহাবির স্ত্রী রওনা হয়েছেন। আর তিনি নিজেও যুদ্ধের জন্যে নিজের নাম লিখিয়েছেন। এই মুহূর্তে তাঁর করণীয় কী? স্ত্রীর সাথে হজে যাওয়া, নাকি জিহাদের মতো ফজিলতপূর্ণ

---

[১] আহমাদ, ৫৮৩৯; মিশকাত, ৩৬৫৫।

[২] মুসনাদে আহমাদ, ৬১৮০।

[৩] নাসাঈ, ২৫৬৩; আহমাদ, ৫৩৭২; সহিহ আল জামি, ৩০৫২; সহিহ আত তারগীব, ২৩৬৬।

কাজ আঞ্জাম দেওয়া? রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই সাহাবিকে বললেন, 'ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ সম্পন্ন করো।'[১]

নারীদের জন্যে পর্দাপুশিদা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর পুরুষের দায়িত্ব হলো সেটার বন্দোবস্ত করা। তাই জিহাদ থেকে নবিজি ওই সাহাবিকে তিনি নিস্তার দিলেন। বললেন, স্ত্রীর সফরসঙ্গী হওয়ার কথা। তাহলে কিভাবে আপনার স্ত্রী বিমানবালা সেজে ভিনদেশে গিয়ে পরপুরুষের সেবা করবে? 'মেয়েরা বিমানবালা সেজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভিনদেশে সময় কাটায়। অথচ নারীদের জন্যে মাহরাম ছাড়া হজ করতে যাওয়াও জায়েজ নয়। সেখানে বিমানে চড়ে দূরদেশে গিয়ে পরপুরুষের সেবা করা কিভাবে জায়েজ হবে?'[২]

পর্দা খুবই সেনসেটিভ বিষয়। এটা নারীদের সর্বোত্তম গুণের পরিচায়ক। ভদ্র ও শালীন নারীর বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমেই আলাদা হয়ে যায় রুচিশীল নারী কারা। আলি ইবনু আবি তালিব ﵁ একবার নবিজির সাথে বসা ছিলেন। ওই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি?' তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন। কেউ বলতে পারলেন না। তখন আলি ফিরে এসে তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ﵂-কে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেন। জবাব এলো—**'মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় হলো, কোনো পরপুরুষ তাকে দেখবে না (অর্থাৎ সে পর্দাবৃত থাকবে)।'** আলি ﵁ নবিজিকে উত্তরটি জানালে, তিনি ফাতিমার কথা সত্যায়ন করে বললেন, 'নিশ্চয় ফাতিমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে।'[৩]

নারীদের সবচেয়ে ভাইটাল ইস্যু যদি স্বামীর ঘরে না পালন করতে পারে, তবে সে বিয়ে করে কী করবে? যৌনতার চাহিদা তো বছর ঘুরতেই কমতে থাকবে। কিন্তু পর্দাপুশিদা-সতীত্ব রক্ষার মতো ফরজ বিধান পালন করে যেতে হবে সারাটা জীবন। এইক্ষেত্রে স্বামী যদি তাকে সহায়তা না করে, তবে এই অভাগীর কী হবে? কে দেবে তাকে উপযুক্ত পরিবেশ?

অধ্যায়ের শুরুতে একটা হাদিস বলেছিলাম, ওটা আবার রিপিট করছি:

> "মানুষ যখন বিয়ে করে, তখন সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে। **অবশিষ্টাংশ লাভের জন্য সে যেন আল্লাহভীতি অর্জন করে।**"[৪]

এই আল্লাহভীতি যেন সারাটা জীবন থাকে। বিয়ের আগে বুজুর্গ সেজে মেয়েকে, মেয়ের পরিবারকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

[১] বুখারি, ৫২৩৩।

[২] Kya Aurat Job Kar Sakti Hai? - Dr Israr Ahmed Question Answer, https://www.youtube.com/watch?v=wqzS2_LL5nI

[৩] মুসনাদুল বাযযার, ৫২৬।

[৪] শুআবুল ঈমান, ৫১০০; সহিহাহ, ৬২৫; সহিহ আল জামি, ৬১৪৮।

যার মধ্যে গাইরাত নেই, সে বসে বসে রোজা রাখুক, তসবি জপুক। কেন সে আরেকটা নারীকে বেগাইরাত বানাতে যাবে? একে তো নিজে জাহান্নামে জ্বলবে, আবার তার কারণে আরেকটা নারীর জীবনও নিঃশেষ হবে। ধুকে ধুকে মরবে ওই দ্বীনদার পর্দানশীন নারী। আর যদি স্বামীর অবহেলায় সে নিজেও পর্দার ব্যাপারে শিথীল হয়ে যায়, তবে তো ব্যাপারটা আরও মারাত্মক। নবি কারীম ﷺ বলেছেন,

> "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা বেপর্দায় চলাফেরা করে।"[১]

অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করার জন্যে যে বিয়েতে এগিয়েছিলেন, শয়তানের ধোঁকায় সেটাও মিটে যাবে। বাকি রয়ে যাবে কেবল জাহিলিয়াত আর জাহিলিয়াত। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই থাকতে হবে জাহান্নামের গহীন তলে। তাই সাবধান! বিয়ে করে আরেকটা মেয়েকে বিপদে ফেলবেন না। নিজের কাপুরুষতা নিয়ে নিজেই জ্বলেপুড়ে মরুন। আরেকজন সতীসাধ্বী নারীকে ব্যভিচারী বানাবেন না।

তাহলে কী করব!

পর্দার ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। একেবারে শুরু থেকেই। আমি একটা বাস্তব ঘটনা বলি। এক ছোটভাইয়ের বিয়েতে আমি ঘটকালি করেছি। তার বাবা-মা দ্বীন সম্পর্কে ততটা আন্তরিক ছিলেন না। তারাও সামাজিকতাকেই ভালোবাসতেন। কিন্তু ওই ছেলে ছিল নাছোড়বান্দা। ঘরে শতভাগ পর্দার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সে বিয়ে না করার পণ করেছিল। পিতার সাথে ঝগড়াও হয়েছে এটা নিয়ে। বেশ কয়েকদিন রাগারাগি করার পর ওর বিয়ের কার্যক্রম বন্ধই হয়ে যায়। এরপর একদিন তাব বাবা নিজেই **পর্দা** কিনে এনে লাগিয়ে দেন বারান্দায়।

সুবহানাল্লাহ! এই-যে পরিবর্তন, এটা তো ছেলের দৃঢ়তার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমরাই বরং ছাড় দেওয়া শুরু করি। যার কারণে গার্ডিয়ানরা আরও বেশি চাপাচাপি করার সুযোগ পায়। তারা তো বুঝে না। হিকমতের সাথে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে আমাদেরকেই। আমরাই যদি ফরজের ব্যাপারে ছাড় দিই, তবে পরিবর্তন আসবে কী করে? বিয়ের শুরু থেকেই আপনি যদি পর্দার ফরজ বিধানের ক্ষেত্রে দোনোমনো করতে থাকেন, তবে অবুঝ পিতামাতা ঠিকই পুত্রবধূকে বেপর্দা কাজ করতে বাধ্য করবে। কাজেই, **পর্দার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। আমরা কঠোর হলে পিতামাতাও একসময় ঠিকই বুঝে যাবে। পর্দাটাই তাদের কাছে হয়ে উঠবে স্বাভাবিক বিষয়।**

---

[১] বাইহাকি, ১৩২৫৬।

বিয়ের আগে ও পরে

বিয়ের ক্ষেত্রে যারা একটু যাচাই-বাছাই করতে চায়, তাদেরকে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখে। সমালোচকরা বলতে চায়, 'এত খুঁটিয়ে দেখার কী আছে? ধর মুরগি, কর জবাই।' না ভাই, ব্যাপারটা এমন না। তাড়াহুড়ো করা শয়তানের কাজ।[১] একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না। একটা ভুল পদক্ষেপ সারা জীবন আপনাকে ভোগাবে। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় বিয়ে করা কিন্তু পাহাড় টলানোর চেয়েও শক্ত কাজ। এখানে বেশিরভাগ পুরুষকেই একজন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর সেই ওয়ান এন্ড অনলি যদি মনমতো না হয়, তবে জীবনটা একেবারে ত্যানাত্যানা হয়ে যাবে।** কাজেই, একটু ঠান্ডা মাথায় বিয়ের স্টেপগুলো পাড়ি দেবেন। চেষ্টা ও দুআয় কোনো কমতি থাকা যাবে না। এরপর তাকদিরের ফয়সালা যা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। বিয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় একটু মাথায় রাখবেন :

কুফু (সমকক্ষতা)

নবি ﷺ তাঁর দুই কন্যাকে[২] পর্যায়ক্রমে বিয়ে দিয়েছিলেন উসমান ؓ-এর সাথে। অথচ উসমান ؓ সাইয়্যিদ ছিলেন না। তাঁর জন্ম হয়েছিল উমাইয়্যা বংশে। ফাতিমা বিনতু কায়িস ؓ-এর জন্য নবি ﷺ উসামা বিন যায়িদ ؓ-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। অথচ উসামা ছিলেন সাবেক দাসের পুত্র, আর বিনতু কায়িস কুরাইশ বংশের। সাহাবি আবদুর রহমান ইবনু আউফ ؓ নিজ বোনকে সাবেক দাস বিলাল ؓ-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। একইভাবে আবু হুজাইফা ؓ নিজ ভাতিজিকে বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই আজাদকৃত গোলামের সঙ্গে। **কাজেই, কুফু বলতে প্রধানত দ্বীনের সমকক্ষতা বোঝায়। বাদবাকি জিনিস শিথিলযোগ্য,**

[১] নবি ﷺ বলেছেন, "ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।" [তিরমিযি, ২০১২; তাবারানি, আল মুজামুল কাবীর, ৫৫৭০; ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি গারীব।]

[২] রুকাইয়া এবং উম্মু কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

যদি মানিয়ে নিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি হাদিস খেয়াল করুন:

☑ "নারীদেরকে সালিহ (দ্বীনদার-নেককার) পুরুষের নিকট বিবাহ দাও, আর পুরুষদেরকে সালিহা নারীর সাথে বিবাহ দাও। এর ফলে তাদের থেকে উত্তম সন্তানের জন্ম হবে।"[১]

☑ "দুনিয়ার সমস্ত কিছুই (তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী) ধন-সম্পদ। (তার মধ্যে) মুসলিম সতীসাধ্বী রমণী সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।"[২]

☑ "আদম সন্তানের সৌভাগ্যের বিষয় তিনটি। তেমনি দুর্ভাগ্যের বিষয়ও তিনটি। প্রথম তিনটি হলো, সালিহা স্ত্রী, ভালো বাসস্থান, ভালো বাহন। দ্বিতীয় তিনটি হলো, খারাপ স্ত্রী, খারাপ বাসস্থান ও খারাপ বাহন।"[৩]

☑ "চারটি বস্তু যাকে দান করা হলো, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ দান করা হলো। শোকরকারী অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা, বিপদে ধৈর্যধারণকারী শরীর এবং এমন স্ত্রী—যে নিজের ক্ষেত্রে এবং স্বামীর সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো খেয়ানত করে না।"[৪]

☑ "নারীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে তার অর্থ-সম্পদের জন্য, রূপের জন্য, তার দ্বীনের জন্য। তুমি দ্বীনদার-চরিত্রবান নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও।"[৫]

☑ "(মূলত) চারটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে—নারীর ধন-সম্পদ, অথবা বংশ-মর্যাদা, অথবা রূপ-সৌন্দর্য, অথবা তার দ্বীনদারিতার কারণে। সুতরাং দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ করে সফল হও। আর **যদি এরূপ না করো, তাহলে তোমার দু-হাত ধুলায় ধূসরিত হোক (দ্বীনদার মহিলাকে প্রাধান্য না দিলে ধ্বংস অনিবার্য)!**"[৬]

হাদিসে বলা হয়েছে *"(মূলত) চারটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে।"* আর আমরা বানিয়েছি *"চারটি গুণ দেখে নারীকে বিয়ে করো"*। দুইটি বাক্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। অথচ নবিজির স্পষ্ট বার্তা—**"যদি তোমরা (দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য) না দাও, তাহলে দুনিয়াতে বড় রকমের ফিতনা সৃষ্টি হবে।"**[৭] **"যদি এরূপ না করো, তাহলে তোমার দু-হাত ধুলায় ধূসরিত হোক!"** এই জন্যেই ইমামগণ কুফু বলতে সবার আগে দ্বীনের ক্ষেত্রে সমকক্ষ হওয়াকে

[১] সুনানে দারিমি, ২২২৭।

[২] মুসলিম, ১৪৬৭; নাসাঈ, ৩২৩২; সহিহ আল জামি, ৩৪১৩।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, ১৪৪।

[৪] তাবারানি, আল-মুজামুল কাবীর, ১১২৭৫; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭৪৩৭।

[৫] সহিহ ইবনু হিব্বান, ৪০৩৭; মুসনাদে আহমাদ, ১১৭৬৫।

[৬] বুখারি, ৫০৯০; মুসলিম, ১৪৬৬; নাসাঈ, ৩২৩০; আবু দাউদ, ২০৪৭; ইবনু মাজাহ, ১৮৫৮।

[৭] তিরমিযি, ১০৮৫; বাইহাকি, সুনানুল কুবরা, ১৩৪৮১।

বুঝিয়েছেন। ইমাম মালিকের মত বর্ণনা করে আল্লামা শাওকানি ﷺ লিখেন : 'এ হাদিস প্রমাণ করে যে, দ্বীনদারি ও চরিত্রের দিক থেকে কুফু আছে কি না, বিয়ের সময়ে তা অবশ্যই লক্ষ করতে হবে।'[১] আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ﷺ বলেন, 'কুফু ইসলামি বিদ্বানদের কাছে সর্বসম্মত ও গৃহীত। তা হতে হবে দ্বীন পালনের ব্যাপারে।' একই কথা বলেছেন আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল সায়য়ানী ও মাওলানা আবদুর রহীম ﷺ।[২] কাজেই, দ্বীন যেন সর্বপ্রথম বিবেচ্য বিষয় হয়। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের বিবাহ কোরো না। এ রূপ-সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। হয়তো এ সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিবাহ করো। **নাক-চ্যাপটা কুৎসিত দাসীও অধিক উত্তম, যদি সে ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে।**"[৩]

আবু হাতিম আল-মুযানী ﷺ হতে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের নিকট কেউ বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়, তখন দ্বীনদারি ও সচ্চরিত্রের মূল্যায়ন করে বিবাহে আবদ্ধ করো। **যদি তোমরা তা না করো, তাহলে দুনিয়াতে বড় রকমের ফিতনা সৃষ্টি হবে।**" এই কথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তার মধ্যে অন্য কোনো ত্রুটি থাকে?" জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ তিনবার বললেন, **"তোমাদের নিকট যদি এমন কারও প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারি এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেলো।"**[৪]

আরেকটি বিষয় বিবেচনায় রাখা জরুরি। **সেটা হলো বর-কনের সামাজিক অবস্থান। এটা একটা বাস্তবতা। এই বাস্তবতা আমরা হয়তো এড়িয়ে যেতে পারব না।** এই ব্যাপারে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন মাওলানা আবদুর রহীম ﷺ। আমরা তাঁর কথাগুলো তুলে ধরছি :

☑ বিয়ে বাস্তবভাবে দাম্পত্য-জীবন যাপনের বাহন। এই জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যথাসম্ভব সার্বিক ঐক্য ও সমতা না হলে, বাস্তব জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে ইসলামে বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গিও যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে গণ্য করা হয়েছে। ইসলামের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীও এর অনুকূলে মত প্রদান করেছেন।

---

[১] শাওকানি, নাইলুল আওতার, ৬/২৬২।

[২] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ৯১।

[৩] ইবনু মাজাহ, ১৮৫৯; আত-তালীকুর রাগীব, ৩/৭০। সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

[৪] তিরমিযি, ১০৮৫; বাইহাকি, সুনানে কুবরা, ১৩৪৮১।

☑ ইমাম খাত্তাবি ﷺ লিখেছেন : বহু সংখ্যক মনীষীর মতে চারটি বিষয়ে কুফুর বিচার গণ্য হবে—দ্বীনদারি, আজাদি, বংশ ও পেশা-জীবিকা। তাদের অনেকে আবার দোষত্রুটিমুক্ত ও আর্থিক সচ্ছলতার দিক দিয়েও কুফুর বিচার গণ্য করেছেন।

☑ হানাফি মাজহাবে কুফুর বিচারে বংশমর্যাদা ও আর্থিক অবস্থাও বিশেষভাবে গণ্য। এর কারণ হলো, বংশমর্যাদার দিক থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য হলে যদিও একজন অপরজনকে ন্যায়ত ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু একজন অপরজনকে যে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে অসমর্থ হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। **একজন যদি হয় ধনীর দুলাল, আর-একজন যদি হয় গরিবের সন্তান, তখন কিন্তু একজন অন্যজনের কাছে আদরণীয় নাও হতে পারে। এসব বাস্তবতার কারণে দ্বীনদারি ও নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বংশমর্যাদা, জীবন-জীবিকার উপায় ও আর্থিক অবস্থার বিচার হওয়াও অন্যায় কিছু নয়।**[1]

পাক-বাংলার স্বনামধন্য মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী ﷺ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি কয়েকটি দিক খেয়াল রাখার কথা বলেছেন,

☑ **১. বংশগত সমকক্ষতা:** অনারবদের বেলায় বংশগত সমকক্ষতার বিষয়টি প্রযোজ্য নয়।

☑ **২. সম্ভ্রান্তে সমকক্ষতা:** সম্ভ্রান্তের ভিত্তি হলো ধার্মিকতা, স্বভাব-চরিত্রের মাধুর্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি।

☑ **৩. দ্বীনদারির সমকক্ষতা:** ফাসিক ও বেদ্বীন পুরুষ নেককার নারীর সমকক্ষ নয়। ঠিক তেমনি ফাসিক নারীও দ্বীনদার পুরুষের সমান নয়।

☑ **৪. পেশাগত সমকক্ষতা:** নারী যদি উচ্চ পর্যায়ের পেশাজীবী পরিবারের সন্তান হয়, তাহলে তার জন্য সে ধরনের বা কাছাকাছি ধরনের উচ্চপর্যায়ের পেশাজীবী ছেলেকে বিয়ে করাই সংগত। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বিবেচনাবোধকে আমলে নেওয়া হবে।

☑ **৫. অর্থ-সম্পদে সমকক্ষতা:** অর্থাৎ নারী যদি বিত্তশালী পরিবারের হয়, তাহলে ছেলেকেও বিত্তশালী পরিবারের হতে হবে। উল্লেখ্য, এ কথার অর্থ হলো, স্বামী এই পরিমাণ সচ্ছল হওয়া, যেন সে স্ত্রীর মর্যাদানুসারে তার ভরণপোষণ ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে পারে; যাতে করে উভয়ের সম্প্রীতির বন্ধন অটুট থাকে এবং আর্থিক অসংগতির কারণে যেন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। ছেলের পরিবার যদি অর্থনৈতিকভাবে মেয়ের ভরণপোষণ এবং মোহর আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে

[১] আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ৯৫।

অসমকক্ষ বলে গণ্য হবে।

☑ ৬. **স্বাধীন হওয়ার মাঝে সমকক্ষতা :** অর্থাৎ স্ত্রী যদি স্বাধীন হয়, তবে স্বামীকেও স্বাধীন পুরুষ হতে হবে। কারও অধিকারভুক্ত দাস হওয়া চলবে না।[১]

গরিব ঘরে বিয়ে করলেই ভালো বউ পাবেন, এটা ঠিক না। অনেক সময় মন-মাসনিকতা মেলানো কষ্ট হয়ে যায় এইসব ক্ষেত্রে। আবার নিজের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি বেশি ধনীর দুলালি খুঁজলেও সমস্যা হতে পারে। যে মেয়ে বড়ই হয়েছে বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্যের মাঝে, সে আপনার কুড়েঘরে এসে মানিয়ে নাও নিতে পারে। তার লাইফস্টাইল আর আপনার লাইফস্টাইলের মধ্যে বিরাট ফারাক। **তাই হবু স্ত্রীর দুনিয়াবি অবস্থান আমলে নিতে পারেন। সামাজিক অবস্থান কাছাকাছি হলে দুজনার মানিয়ে নিতে সহজ হবে। সেও আপনার দুঃখ বুঝতে পারবে, আর আপনিও তার চাওয়া-পাওয়া মেটাতে সক্ষম হবেন।** নয়তো বিয়ের পর শুনতে হতে পারে—'ভুল করেছি বিয়ে করে, এবার দাও হাতটি ছেড়ে।'

আলোচনার সাথে আরেকটি পয়েন্ট যোগ করতে চাচ্ছি। অনেকেই নিয়ত করেন—বেদ্বীন মেয়ে বিয়ে করে দ্বীনে ফেরাবেন। বেশ ভালো কথা। ফেরাতে পারলে তো ভালো। অনেক সওয়াবের ভাগীদার হবেন। কিন্তু কে কাকে ফেরায়, সেটাও কিন্তু ভাবতে হবে। আপনি যেমন তাকে প্রভাবিত করার স্বপ্ন দেখছেন, সেও হয়তো আপনাকে প্রভাবিত করার স্বপ্ন নিয়েই বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আর আপনিই যে প্রভাবক হিসেবে জয়ী হবেন, তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই। উলটো সে তার জাদুকরী ক্ষমতা দিয়ে আপনাকে বশ করে ফেলতে পারে।

হিদায়াত আল্লাহর হাতে। এটা তিনি কখন কাকে দেবেন, সেই হিসাব মানুষের কাছে নেই। **কাজেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, এমন নারীকে বিয়ে করাই আপনার জন্যে নিরাপদ। অযথা বাড়তি রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই।** যে নারী আল্লাহকে ভয় করে পর্দাকে আঁকড়ে ধরেছে, তাকে আপনার শাসন করে চোখ রাঙিয়ে পর্দা করাতে হবে না। উলটো সে নিজ থেকেই সতর্ক হয়ে যাবে। আপনি বাসায় না থাকলেও শতভাগ পর্দা মেনে চলবে। আর যে নারী আপনার চাপে পড়ে পর্দার অভিনয় করছে, সে তো চোখের আড়াল হলেই নিজের আসল চরিত্র প্রকাশ করে দেবে। সারাক্ষণ চিন্তায় থাকতে হবে মেয়েটাকে নিয়ে। তাই আল্লাহভীরু কনেকেই প্রাধান্য দিয়েন বিয়ের ক্ষেত্রে। ফাসিক, বেপর্দা ও দ্বীনবিমুখ নারী বিয়ে করা মানে নিজে পায়ে নিজেই কুড়াল মারা।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

[১] সূত্র : মাকালাতে চাটগামী, https://alihasanosama.com/mufti-azam-1/

> "যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ফাসিক ব্যক্তির মতো? তারা সমান নয়।"[১]

একজন ফাসিক কখনোই ধর্মভীরুর সমকক্ষ হতে পারে না। যেসব নারী তার ক্লাসমেটের সাথে রাত্রিকালীন টি-টোয়েন্টি খেলে অভ্যস্ত, তাকে দিয়ে আপনি কী করবেন? অন্যের ঝুটা ভাত তো বিড়ালেও খেতে চায় না।

اَلزَّانِیۡ لَا یَنۡکِحُ اِلَّا زَانِیَۃً اَوۡ مُشۡرِکَۃً ۫ وَّ الزَّانِیَۃُ لَا یَنۡکِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوۡ مُشۡرِکٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۳﴾

> "ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিণীকে যেন ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া আর কেউ বিয়ে না করে। আর এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে মুমিনদের জন্য।"[২]

আয়াতটির একটু ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। নয়তো আবার তাওবা করে দ্বীনে প্রত্যাবর্তনকারীকেও আমরা ঘৃণার চোখে দেখা শুরু করব। মুফতি তাকী উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, "বিবাহের জন্য ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে পছন্দ করা মুমিনদের জন্য হারাম। জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের উচিত চারিত্রিক পবিত্রতাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা। এটা ভিন্ন কথা যে, কেউ কোনো ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করে ফেললে তার সে বিবাহকে বাতিল করা হবে না এবং বিবাহজনিত সমস্ত বিধান ও দায়-দায়িত্ব সে ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কিন্তু সে কেন ভুল নির্বাচন করল, সেজন্য অবশ্যই গুনাহগার হবে। **প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান কেবল সেই ব্যভিচারীর জন্য, যে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং তা থেকে তাওবার গরজ বোধ করে না। কেউ যদি ব্যভিচারের পর আন্তরিকভাবে তাওবা করে ফেলে, তার সঙ্গে বিবাহে কোনো দোষ নেই।**"[৩]

যে-নারী/পুরুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করেছে, তাকে বিয়ে করতে দোষ নেই। সবাই তো জাহিলি লাইফে ব্যভিচার করে অভ্যস্ত না। অনেক ভালো মানসিকতার লোকও আছে।

যারা আগে জাহিল ছিল আর এখন আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে মূলত দ্বীনকে বুঝেশুনে গ্রহণ করছে। জেনেবুঝে দ্বীনের পথে আসায়, তাদের অন্যরকম একটা টান থাকবে ইসলামি বিধিবিধানের প্রতি। দেখবেন, এরা অন্যদের চেয়ে খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে। অল্প বোঝালে বা সতর্ক করলেই নিজের ভুল স্বীকার করে নেবে।

---

[১] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৮।

[২] সূরা নূর, ২৪ : ৩।

[৩] তাকী উসমানী, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ২/৪২০।

সৌন্দর্য

সুন্দর মানে সাদা—এটা একটা বর্ণবাদী চিন্তাভাবনা। এই বর্ণবাদ এসেছে পশ্চিমা ফিরিঙ্গিদের থেকে। সাদা চামড়া মানেই সুন্দরের প্রতিচ্ছবি নয়। **মানুষের আসল সৌন্দর্য হলো তার চরিত্রের ভেতর।** শাইখ সালেহ আল-উসাইমিন ﷬ বলেন, "তোমাকে এটি (দ্বীনদারিকে প্রাধান্য) দিতেই হবে। এমন নারীই বিবাহের জন্য সব থেকে উত্তম। তার চেহারা যদি সুন্দর নাও হয়ে থাকে, **তার চরিত্র এবং দ্বীন তাকে (প্রকৃত) সুন্দর করে তোলে।**"[১]

চামড়া সাদা মানুষ পেলেন, কিন্তু মনটা কুচকুচে কালো—তখন কী করবেন? শরীর সাদা হলে মনটাও যে সাদা হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। বরং নম্র-ভদ্র-লজ্জাশীল সঙ্গীই সৌন্দর্যের দিক থেকে এগিয়ে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা—নবুওয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।"[২]

চরিত্রবান মুমিন-মুমিনা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে:

- ☑ "তোমাদের মাঝে উত্তম সে, যে চরিত্রবান।"[৩]
- ☑ "যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো, কিয়ামতের দিন সে হবে আমার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়।"[৪]
- ☑ "কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে বেশি ওজনদার ও ভারী হবে সচ্চরিত্র। কেননা, আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।"[৫]
- ☑ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, 'কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?' তিনি বলেন, 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি।' তারা বলেন, 'সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে?' তিনি বলেন, 'সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার কোনো গুনাহ নেই, নেই কোনো দুশমনি-হিংসা-বিদ্বেষ-আত্ম-অহমিকা ও কপটতা।'[৬]

সুন্দর চরিত্রই মুমিনের সৌন্দর্য। অন্তরের বিশুদ্ধতাই তাকওয়ার পরিচয় বহন করে। কাজেই, এটা প্রথমে খেয়াল রাখা উচিত। সৌন্দর্য বলতেই চোখ

---

[১] ইবনু উসাইমিন, শারহু রিয়াদুস সালিহীন, ২/১২৭-১২৮।

[২] আবু দাউদ, ৪৭৭৬; সহিহ আল জামি, ১৯৯২-৯৩।

[৩] মুসলিম, ২৩২১।

[৪] তিরমিযি, ২০১৮; সিলসিলা সহিহাহ, ৭৯১।

[৫] তিরমিযি, ২০০২; সিলসিলা সহিহাহ, ৮৭৬।

[৬] ইবনু মাজাহ, ৪২১৬; সিলসিলা সহিহাহ, ৯৪৮।

যেন গায়ের রঙের দিকে না যায়। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'তুমি আদব অন্বেষণ করো। কারণ আদব হলো বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলিল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রবাসজীবনের সঙ্গী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ।'[১]

কাজেই, আদবকেতা ও উত্তম চরিত্র বিবেচনায় রেখেই সৌন্দর্য খুঁজবেন। সৌন্দর্য মানে অমুক-তমুক নায়িকাদের মতো হতে হবে, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। মুভিতে যা দেখানো হয়, তার বাস্তবতার অনেক ফারাক রয়েছে। নায়িকাদের ছবি ইলাস্ট্রেটরে এডিট করে রংচং মাখিয়ে উপস্থাপন করা হয়। তার ওপর আবার আটা-ময়দার প্রলেপ তো আছেই। কাজেই, মিডিয়ার আতশকাচ দিয়ে সৌন্দর্য মাপবেন না। আপনার চোখে যেটা সুন্দর, সেটাই তালাশ করবেন।

প্রতিটি মানুষের অন্তরেই তার জীবনসঙ্গীর একটি স্কেচ আঁকা থাকে। আপনার যেমন আকার-আকৃতি-ফিগার পছন্দ, সেইমতো আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। তাঁর খাজানায় নিয়ামতের কোনো অভাব নেই। তিনি কাউকে-না-কাউকে মিলিয়েই দেবেন। তবে জীবনসঙ্গীর যে-চিত্র মানসপটে আঁকা রয়েছে, হুবহু তেমনটা হয়তো পাবেন না। এর কাছাকাছি হলেই প্রাপ্তির খাতায় একশোতে একশো দেবেন। বিশেষ করে উত্তম চরিত্রের কেউ যদি মিলে যায়, তবে একশোতে দেবেন এক হাজার।

সিলেকশন

যাতুর রিকার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন সাহাবি জাবির ﷺ। এমন সময় পিছন থেকে আওয়াজ এলো—'বিয়ে করেছো নাকি?' থমকে গেলেন তিনি। আওয়াজটা তাঁর প্রিয়তম রাসূলের। কিছুটা লাজুক গলায় তিনি উত্তর দিলেন, 'জি, আল্লাহর রাসূল।'

নবি ﷺ বললেন, 'কুমারী নাকি বিধবা?'

'বিধবা।'

'কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো খুনশুটি করতে পারতে।'

'আমার কয়েকজন ইয়াতিম বোন আছে। তাই এমন মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল, যে তাদেরকে আগলে রাখতে পারবে। তাদের চুল পরিপাটি করে দেবে, তাদেরকে আদবকায়দা শেখাবে।'[২]

উহুদের যুদ্ধে জাবিরের পিতা আবদুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়েছিলেন। তিনি রেখে গিয়েছিলেন ছয়-ছয়টি ইয়াতিম কন্যা। তাদেরকে ভদ্রতা শেখানো ও পরিচর্যা

---

[১] সাফারিঈনী, গিযাউল আলবাব, ১/৩৬-৩৭।
[২] বুখারি, ২৫৯০।

করার জন্যে বিধবা মেয়ে বিয়ে করেছিলেন জাবির ﷺ। তাই **বিশেষ প্রয়োজনে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মেয়ে বিয়ে করতে পারেন**। এতে করে অবশ্যই বিশাল সওয়াব পাবেন। **তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, সিদ্ধান্তটা যেন আবেগের বশে বা জোশের কারণে না হয়**। আমি বেশ কিছু ঘটনা দেখেই কথাটা বলছি। আমার পরিচিত দুজন ভাই বিধবা মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

আবেগের সময় পেরিয়ে যখন বাস্তবতা সামনে চলে আসে, তখন জোশের মোহ জানালা দিয়ে পালায়। **কাজেই, কোনো প্রকার ফ্যান্টাসি নিয়ে বিধবা মেয়ের জীবন নষ্ট করবেন না। ভেবেচিন্তে জিম্মাদারি নিতে পারলে আগান। আর নয়তো কুমারী মেয়ে তালাশ করুন**। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "তোমরা কুমারী রমণী বিয়ে করো। কেননা কুমারীর মুখে মধুময়তা বেশি, তারা অধিক গর্ভধাণের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অল্পতুষ্টির অধিকারী।"[১]

দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে মাসনা-সুলাসা-রুবাআর জায়গাটা তালাকপ্রাপ্তা বা বন্ধ্যা নারীকে দিয়ে পূর্ণ করতে পারেন। **কিন্তু যদি একটাই সীমাবদ্ধ থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে একটু ভেবেচিন্তে আগাবেন। হুটহাট জোশের বশে এই ধরনের সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো**। বিজ্ঞজনের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিলে ভবিষ্যতে পস্তানো থেকে রক্ষা পাবেন ইন-শা-আল্লাহ।

আরেকটা কথা, প্রথম স্ত্রী হিসেবে জেনেশুনে বন্ধ্যা নারীকে বেছে নেবেন না। মাকাল ইবনু ইয়াসার ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, যে বংশ-গৌরবের অধিকারী ও মর্যাদাবান। কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিবাহ করব?' নবি কারীম ﷺ তাকে নিষেধ করে বললেন,

> 'তোমরা এমন নারীদের বিবাহ করবে, **যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে থাকে**। কেননা, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর) গর্ব প্রকাশ করব।'[২]

কনে দেখা

'চেক এন্ড ডাবল চেক' উসূলের ওপর আমল করবেন। অমুক ঘটক, তমুক বড়ভাই বা অনলাইনের বায়োডাটাই যেন শেষকথা না হয়। একেবারে ভালো করে খোঁজখবর নেবেন। বিয়ের আগে কন্যাকে স্বশরীরে দেখা, কথা বলা,

[১] ইবনু মাজাহ, ১৮৬১; সহিহাহ, ৬২৩; সহিহ আল জামি, ৪০৫৩।

[২] নাসাঈ, ৩২৩০; সহিহ আবু দাউদ, ১৭৮৯; হাসান।

নিজের চাওয়া-পাওয়া শেয়ার করা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল—আমি এক আনসারি নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছি। এই ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, **'বিয়ের পূর্বে তাকে দেখে নাও। কেননা, আনসারি নারীদের কিছু দোষ থাকে।'**[১]

মুগীরাহ ইবনু শুবাহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জানতে চাইলেন আমি কন্যাকে দেখেছি কি না। আমি বললাম, 'না, দেখিনি।' তখন তিনি বললেন, **'তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, এই দেখা তোমাদের মাঝে ভালোবাসার জন্ম দেবে।'**[২]

☑ পাত্রী কিন্তু একাকী এক রুমে দেখা যাবে না। অবশ্যই তার মাহরাম সাথে থাকবে। আর পাত্রী দেখার সময় মুরুব্বি কোনো মাহরাম মহিলাকে সাথে নেবেন। যেমন : মা, ফুফু, খালা ইত্যাদি। কারণ অবিবাহিত ছেলেপেলের কাছে দুনিয়ার সবকিছুই রঙিন লাগে। তাই কন্যাকে খতিয়ে দেখার জন্যে অভিজ্ঞ নারী প্রয়োজন।

☑ একবারে সব বলা যায় না। যদি মোবাইলে কিছু বলতে চান, তবে আপনি কথা বলবেন আপনার মাহরামকে সামনে রেখে। আর ওইদিকেও একজন মাহরাম দাঁড়িয়ে থাকবে। এইভাবে বাকি কথাবার্তা সেরে নিতে পারেন। কথার ফাঁকে কিছু টুইস্ট রাখতে পারেন—'বিয়ের পর আপনি কী ধরনের চাকরি করতে চান?' 'রান্নাবাড়া তো অনেক ঝামেলার কাজ, সামলে নিতে কষ্ট হবে আপনার।' 'মানুষ হুদাই স্বামীর খেদমতের প্রতি এত জোর দেয়, স্বামীর খেদমত ছাড়াও তো জান্নাত পাওয়া যায়।'—এই টাইপের প্রশ্নগুলো আপনাকে অনেক গভীরের কথা বুঝতে সহায়তা করবে।

☑ কথা বলার সময় নিজের চাওয়া-পাওয়া, ইনকাম, দ্বীনি অবস্থা ইত্যাদি খুলে বলবেন। লুকোছাপা যেন না থাকে। দেখা গেল বেতন পান মাসে বিশ হাজার, আর বলে দিলেন চল্লিশের কথা—তখন কিন্তু ফেঁসে যাবেন। এগুলো প্রতারণা। বিয়ের শুরুতেই মিথ্যার আশ্রয় নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

☑ কারও বাহ্যিক পোশাক-আশাক কিংবা সৌন্দর্য দেখেই পাগল হবেন না। ফেসবুকের প্রোফাইল বা পোস্ট যেন আপনাকে মোহিত করে না ফেলে। ভার্চুয়াল লাইফের সাথে বাস্তবতার মিল নাও থাকতে পারে। কথাটা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই প্রজোয্য। অনেক বোন দ্বীনি লেবাস কিংবা সেলিব্রিটি

---

[১] মুসলিম, ১৪২৪; নাসাঈ, ৩২৪৬।

[২] নাসাঈ, ৩২৩৫; তিরমিযি, ১০৮৭; ইবনু মাজাহ, ৮৬৬৫; সহিহাহ, ৯৬।

দেখে বিয়ে করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

☑ আখলাক, কর্মনিষ্ঠা, মুরুব্বিদের সাথে আচরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খবর ইত্যাদি ভালো করে জেনে নেবেন। আচার-ব্যবহার সম্পর্কে ভালো করে জানার চেষ্টা করবেন। বেয়াদবের সাথে সংসার করার চেয়ে বাঘের খাচায় বন্দি থাকা উত্তম। প্রয়োজনে কিছুদিন সময় নিয়ে তাদের এলাকায় ইনভেস্টিগেট করতে পারেন। এটা আপনার অধিকার। তেমনি পাত্রীপক্ষেরও অধিকার আছে আপনার ব্যাপারে সম্যক খবর নেওয়ার।

☑ বেদ্বীন কারও কথায় অতি উৎসাহী হয়ে উঠবেন না। পরে দেখা যাবে, প্রেমিকের সাথে রাতকাটানো বউ চলে এসেছে আপনার ঘরে। একটা ঘটনা শেয়ার করি। আমি তখন বিয়ের জন্যে পাত্রী খুঁজছিলাম। এক লোক আমাকে বলল, 'অমুক মেয়ে খুব ভালো। তাকে দেখতে পারো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তার স্পেশালিটি কী?' লোকটা বলল, 'সে এই জামানাতেও মোবাইল ইউজ করে না। পর্দা করে, নামাজ পড়ে...।' আমি মনে মনে ভাবলাম, তাহলে তো আগানোই যায়। পরে দেখা গেল, মেয়েটা প্রেম করে ধরা খেয়েছে। তাই ওর বাবা-মা এখন আর মোবাইল চালাতে দেয় না। আর বোরখা পরে বাইরে যেতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে, যাতে এক্স-বয়ফ্রেন্ড ওকে চিনতে না পারে। নামাজের বিষয়টা অবশ্য জানতে পারিনি। কাহিনিটা সুন্দর না?

☑ সাবধান! হুঁশিয়ার! অনেক সময় ছেলের পিতা, দুলাভাই, ফুফা, চাচা বাগড়া ধরে বসে কনে দেখার জন্যে। জাহিলি সমাজে এগুলো অহরহ হয়। কনেকে সামনে নিয়ে একদল বেগানা পুরুষ জেরা করতে থাকে। চুল-চেহারা-অবয়ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কোনোভাবেই এটা করা যাবে না। হারাম কাজ এগুলো। কোনো গাইরে মাহরাম আপনার হবু স্ত্রীকে দেখতে পারবে না। আপনার পিতা কেবল বিয়ের পরই মাহরাম সাব্যস্ত হবেন। এর আগে না। বিয়ের আগে পরপুরুষদের মধ্যে কেবল হবু বরই দেখার যোগ্যতা রাখে। তাও আবার লিমিটেড অংশ। কাজেই বাবা বা চাচা যদি বায়না ধরে, তবে বুঝিয়ে বলুন। পর্দার ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই। বেগাইরাত পুরুষ বিয়ের অনুপযুক্ত।

☑ মেয়ের পিতাদের ব্যাপারে কথা আগেই বলেছি। তারাও খুব সতর্কভাবে পাত্রের খোঁজ নেবেন। সেলিব্রিটি কিংবা টাকা-পয়সাই যেন শেষ কথা না হয়।

ইস্তিখারা

মুমিন একটা কাজ করবে, আর আল্লাহর সাথে পরামর্শ করবে না, তা কি হয়? জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তো আল্লাহর কাছে চাইতে বলা হয়েছে।[১] সেখানে নেককার স্ত্রীর মতো বিশাল বড় নিয়ামত কি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে না?

বিয়ের আগে মুমিনদের সাথে পরামর্শের পাশাপাশি আল্লাহর সাথে ইস্তিখারা (কল্যাণ-প্রার্থনা) করবেন। আনাস ﵁-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নবি ﷺ বলেছেন, "হে আনাস! তুমি কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করলে, তোমার রবের কাছে সাত বার ইস্তিখারা কোরো। তারপর তোমার অন্তর যেদিক ঝুঁকে পড়ে ওইদিকে নজর দেবে। কারণ, তার মধ্যে কল্যাণ আছে।"[২]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি স্রষ্টার কাছে ইস্তিখারা করে সৃষ্টির সাথে পরামর্শ করে, তাকে পরে আর আফসোস করতে হয় না।'[৩]

ইস্তিখারার পদ্ধতি খুবই সহজ :

☑ প্রথমে ভালোভাবে ওজু।

☑ এরপর দুই রাকাত নফল নামাজ।

☑ নামাজের পর সালাম ফিরিয়ে ইস্তিখারার দুআ।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে কুরআন কারীমের সূরা যেমন শেখাতেন, তেমনিভাবে সব বিষয়ে ইস্তিখারা করতেও শেখাতেন। তিনি বলতেন, 'তোমাদের কারও কোনো কাজ করার ইচ্ছা হলে সে যেন দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তারপর বলে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

> হে আল্লাহ! আমি চাই আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গল, আপনার ক্ষমতার দ্বারা আমার কাজের সক্ষমতা এবং আমি প্রার্থনা করি আপনার মহান অনুগ্রহ। কারণ আপনি ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই; আপনি অবগত, আমার অবগতি নেই, গায়েব সম্পর্কে আপনি ভালোভাবে জ্ঞান রাখেন।'

---

[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে।" [তিরমিযি, ৩৯৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪৮, ৩/১৭৬; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৫০]

[২] ইবনুস সুন্নী, ৫৯২; একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত।

[৩] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-কালিমুত তাইয়্যিব, পৃ. ১০৫।

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهٖ

> ‘হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞান অনুসারে এ কাজটিকে যদি—আমার দ্বীন, আমার জীবনধারণ এবং শেষ পরিণতি, (কিংবা) আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিক থেকে কল্যাণকর মনে করেন—তাহলে আমার জন্য তা নির্ধারণ করে দিন। আর এ কাজটি যদি আমার দ্বীন, জীবনধারণ এবং শেষ পরিণতি, (কিংবা তিনি বলেছেন) আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিক থেকে অকল্যাণকর মনে করেন, তবে আমার থেকে তা সরিয়ে নিন এবং আমাকেও তা থেকে সরিয়ে রাখুন। আমাব জন্যে কল্যাণকর জিনিস আপনি নির্ধারণ করে দিন, সেটা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর আমার জন্যে নির্ধারিত জিনিসের প্রতি আমাকে তৃপ্ত করে দিন।’[১]

আরও কিছু জীবনঘনিষ্ঠ দুআ রয়েছে। সেগুলো দিয়েও দুআ করবেন। দুআ কবুলের মুহূর্তগুলি খেয়াল রাখবেন।[২] কুরআনের একটি বিখ্যাত দুআ এখনি মুখস্থ করে ফেলুন। সময় পেলেই এটা দিয়ে দুআ করবেন :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

> ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।’[৩]

অমুককে আমার লাগবেই, তমুকে আমার চাই-ই চাই, ওই মেয়েকে পেলেই জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে—কারও ব্যাপারে এতটা কনফিডেন্ট হবেন না।

وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

> “হতে পারে—কোনো জিনিস তোমরা অপছন্দ করছো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হতে পারে কোনো জিনিস তোমরা পছন্দ করছো,

---

[১] বুখারি, ৬৩৮২।

[২] যেমন : সিজদারত অবস্থায়, সন্ধ্যার আগে, ফরজ নামাজের পর, তাহাজ্জুদের সময় ইত্যাদি।

[৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪।

> অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[১]

ভবিষ্যৎ গায়েবের বিষয়। কেউ তা জানে না। আল্লাহ তাআলা ওই মেয়ের মধ্যে আপনার জন্যে কল্যাণ রেখেছেন কি না, এটা কেবল তিনিই জানেন। তাই বিয়ের ফয়সালা আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে দিন। বিয়ের দিন পর্যন্ত একটাই দুআ চলমান থাকুক—"হে আল্লাহ! অমুককে যদি আমার জন্যে সবদিক থেকে কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তাকে নির্ধারণ করে দিন।" তিনি তাঁর ইলম দিয়ে যেটা ভালো মনে করবেন, সেটাই নির্ধারণ করবেন বান্দার জন্যে। আপনি তাঁর কাছে শুধু কুররাতু আইয়ুন (চোখ-জুড়ানো স্ত্রী) চেয়ে যান। এটাই হোক দুআ—বিয়ের খুতবা চলাকালীন সময় পর্যন্ত।

মোহরানা

আপনি যতটুকু দিতে পারবেন, ততটুকুই নির্ধারণ করবেন। অতি পণ্ডিতি দেখিয়ে লাটবাহাদুর সাজতে যাবেন না। 'বিয়ে করে লাইফে বারাকাহ আসবে, তখন ম্যানেজ করে ফেলব'—এসব ফাও চিন্তা বাদ দেন। এখন যা সামর্থ্য আছে, সেটার ওপর আমল করুন। ভবিষ্যতে কী হবে, কেউ জানে না। আপনার সামর্থ্য মোতাবেক পাত্রীপক্ষ যদি রাজি না হয়, তাহলে বিদায় নিন। তবে যাওয়ার আগে কয়েকটি হাদিস শুনিয়ে যাবেন :

- ☑ "সর্বোত্তম মোহরানা হচ্ছে সহজসাধ্য মোহরানা।"[২]
- ☑ "সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে সহজসাধ্য মোহরানা।"[৩]
- ☑ **"কনের বরকতের আলামত হচ্ছে বিয়ের প্রস্তাবনা সহজ হওয়া, মোহরানা সহজসাধ্য হওয়া এবং গর্ভধারণ সহজ হওয়া।"**[৪]
- ☑ আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলেন : "সাবধান, তোমরা নারীদের মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। যদি মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা দুনিয়াতে সম্মানের বিষয় হতো কিংবা আল্লাহর কাছে তাকওয়া হতো, তাহলে তোমাদের নবিজি তা করতেন। আমার জানামতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব নারীদেরকে বিয়ে করেছেন কিংবা তাঁর মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের কারও মোহরানা

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২১৬।

[২] বাইহাকি, ১৪৭২১।

[৩] আবু দাউদ, ২১১৭; আলবানি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন।

[৪] আহমাদ, ২৩৯৫৭; ইবনু হিব্বান, ৪০৯৫; সহিহ আল জামি (২২৩৫) গ্রন্থে আলবানি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন।

১২ উকিয়ার[১] বেশি ছিল না।"[২]

অসাধ্য মোহর ধার্য করা যেমন শরীয়তে কাম্য নয়, তেমনি স্ত্রীকে ঠকানোটাও পুরুষত্বের পরিচয় নয়। আপনার যা সাধ্যে কুলাবে, তার সর্বোচ্চটা দেবেন। নবি ﷺ-এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ রীতি এ ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ। আবু সালামা ইবনু আবদুর রহমান বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবি ﷺ কী পরিমাণ মোহর দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'নবি ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে সাড়ে বারো উকিয়া অর্থাৎ পাঁচশো দিরহাম মোহর দিয়েছেন।'[৩]

আবু হুরাইরা ﵁ বলেছেন, 'নবি ﷺ-এর যুগে আমাদের সাধারণ মোহর ছিল দশ উকিয়া[৪] (চারশো দিরহাম)।'[৫]

এক দিরহামের ওজন হলো ৩.০৬১৮ গ্রাম রুপার সমান।[৬] সেই হিসেবে চারশো দিরহামে হয় ১,২২৪.৭২ গ্রাম। বর্তমানে প্রতি গ্রাম রুপার মূল্য ১৪৭৳ (২২ ক্যারেট) ধরে হিসাব করলে টাকার অঙ্কে আসে ১,৮০,০৩৩৳। আর মোহরে ফাতিমীর কথা ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। সামর্থ্য থাকলে এর চেয়েও বেশি দিতে পারেন। আর একেবারে গরিব হলে হানাফি মাযহাব অনুসারে ১০ দিরহাম (৪,৫০০৳)। **(রুপার মূল্য ওঠানামা করলে, টাকার পরিমাণও কমবেশি হবে।)**

লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে কাবিননামায় অধিক মোহর লেখা এবং পরে স্ত্রীর হাত ধরে মাফ চাওয়া কাপুরুষতার শামিল। সেইসাথে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার যে কুপ্রথা রয়েছে, সেটাও চরম ধোঁকাবাজি। যে স্বামীর মনে স্ত্রীর মোহর আদায়ের ইচ্ছাটুকুও নেই, হাদিসে তাকে বলা হয়েছে 'ব্যভিচারী'।

> "যে ব্যক্তি মোহরের বিনিময়ে কোনো মহিলাকে বিবাহ করল, অথচ মোহর পরিশোধ করবে না বলে নিয়ত করল, সে ব্যভিচারী।"[৭]

---

[১] এক উকিয়া হচ্ছে ৪০ দিরহাম। গ্রামের হিসেবে দিরহামের ওজন হচ্ছে ২.৯৭৫ গ্রাম।

[২] সুনানে তিরমিযি, ১১১৪। (আলবানি হাদিসটিকে সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে 'সহিহ' আখ্যায়িত করেছেন।)

[৩] মুসলিম, ১৪২৬; আবু দাউদ, ২১০৫। উম্মুল মুমিনীনদের মাঝে উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহার মোহর বেশি ছিল। তাঁর মোহর ছিল চার হাজার দিরহাম। হাবশার বাদশাহ নাজাশি তাঁকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং মোহরও তিনিই পরিশোধ করেছিলেন। [আবু দাউদ, ২১০৭]

[৪] ১ উকিয়া = ৪০ দিরহাম।

[৫] নাসাঈ, ৬/১১৭।

[৬] এক দিরহামের ওজন হলো ৩.০৬১৮ গ্রাম। (শরহু মুখতাসারিত তাহাবী, ৪/৩৯৮)

[৭] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৫৫৪৯; আলবানি, সহিহ আত-তারগীব, ১৮০৬।

যৌতুক

যৌতুক একতা হিন্দুয়ানি কালচার। ওটা নিয়ে আমাদের ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই। শূকরের পায়খানা খাওয়া যেমন হারাম, যৌতুক ঠিক তেমনি হারাম। আজকাল দেখা যায়, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মসজিদে মসজিদে ঘুরছে মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় করার জন্যে। অথচ ইসলামে মেয়ের বাবার কোনো খরচ নেই। বর উপযুক্ত মোহরানা দিয়ে কন্যাকে নিয়ে যাবে। বৌভাত বা ওয়ালিমা হবে বরের বাসায়। মেয়ের বাবার দায়িত্ব হলো, কনের কাছ থেকে সম্মতি এনে বরের সামনে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া। ব্যস, তার কাজ শেষ।

বরযাত্রী নাকি বদযাত্রী?

বান্দরবানের লামায় বিয়ে বাড়িতে গেইটের চাঁদা নিয়ে ত্রিমুখী সংঘর্ষে বর-সহ আহত হয়েছে ১৭ জন। এ সময় ধাওয়া পালটা-ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। ঘণ্টাব্যাপী মারামারিতে বর, কনের বাবা-মা, সমাজের সর্দার-সহ তিন পক্ষের ১৭ জন আহত হয়েছে।[১] বরিশালের বাবুগঞ্জে বৌভাতের অনুষ্ঠানে খাবারে মাংস কম দেওয়ার অভিযোগ থেকে বিতর্ক শুরু। বাকবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি ও লাঠালাঠি। শেষ পর্যন্ত পাত্রের একজন অভিভাবকের মৃত্যুতে শান্ত হয় লড়াই। নিহত আজহার মীর বরের চাচা এবং একমাত্র অভিভাবক বলে জানা যাচ্ছে।[২] চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মাংস না দেওয়াকে কেন্দ্র করে বর ও কনেপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ। অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। মেয়ের চাচা আলাউদ্দিন জানান, বিয়েতে বরপক্ষের ৩০০ লোককে খাওয়ানোর কথা থাকলেও বেলা দেড়টা পর্যন্ত তাদের ৪০০ জনেরও বেশি লোককে খাওয়ানো হয়। এ সময় খাবার টেবিলে বরপক্ষের এক ব্যক্তিকে তৃতীয়বার অতিরিক্ত গরুর মাংস এনে না দেওয়ায় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। ঘটনা থামাতে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে তাদেরও মারধর করা হয়। পরে বর নিজে এসে মারামারিতে যোগ দেন।[৩]

কোত্থেকে এলো এইসব জাহিলিয়াত?

একবার আবু শুআইব নামক এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে বলল, 'তুমি আমাদের জন্য পাঁচজনের অনুপাতে খাদ্য প্রস্তুত করো। আমি নবি ﷺ-কে

---

[১] বিয়ে বাড়িতে মারামারি, বর সহ আহত ১৭, কালের কণ্ঠ, ২৫ অক্টোবর ২০২৩।

[২] বৌভাতের খাবারে মাংস কম থাকায় সংঘর্ষ, মৃত্যু, নববধূর রাত কাটলো থানায়, বিবিসি, ৬ জানুয়ারি ২০২১।

[৩] মাংস না দেয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠানে সংঘর্ষ, নিউজবাংলা টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৩০ অক্টোবর, ২০২১

দাওয়াত দিয়ে আসছি।' হিসাবমতো গোলামটি খাবার তৈরি শুরু করল। আবু শুআইবের দাওয়াত পেয়ে চারজন সাহাবিকে নিয়ে রওনা হলেন বিশ্বনবি ﷺ। পথিমধ্যে তাঁদের সাথে অতরিক্ত একজন যুক্ত হলো। এতে করে লোকসংখ্যা দাঁড়াল ছয়ে। নবি ﷺ তখন আবু শুআইবকে ডেকে বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে একে (অতিরিক্ত লোকটিকে) অনুমতি দিতে পারো, ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারো।' সে বলল, 'আমি তাকে অনুমতি দিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ।'[১]

সুবহানাল্লাহ! মাত্র একজন লোক মেজবানের বাড়িতে বেশি যাচ্ছে, সেটার জন্যেও অনুমতি চাচ্ছেন প্রিয়নবি। আর আমরা দশজনের কথা বলে একশোজন চলে যাই! তিনশো লোকের কথা বলে পাঁচশো লোক নিয়ে হামলে পড়ি! কী বিব্রতকর অবস্থায়-ই না পড়তে হয় মেয়ের বাবাকে! এরা আসলে বরযাত্রী নয়, বদযাত্রী। এতই যখন খাওয়ার শখ, তখন নিজেরা গরু জবাই করে কবজি ডুবিয়ে খেতে পারে না? পরের ধনে পোদ্দারি করতে এত মজা লাগে কেন ওদের? ছোটলোক কোথাকার!

মেয়ের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান (বৌভাত) নেই। পারলে মেয়েদের এলাকার কোনো মসজিদে বিয়ে করুন।[২] মেয়ের বাবা সেখানে অনুমতি নিয়ে আসবে, আর আপনি সাক্ষী রেখে কবুল বলবেন। খেজুর বা মিষ্টান্ন বিলিয়ে দুআ চাইবেন সবার কাছে। ব্যস, ওখান থেকেই চলে আসবেন বউ নিয়ে। দরকার হলে শ্বশুরমশাই তার মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে যাবেন আপনার বাড়িতে। তবে একান্তই যদি তারা দাওয়াত দেয়, জোরাজুরি করে, তবে বাসায় যেতে পারেন। যাওয়ার আগে অবশ্যই দাওয়াতি মেহমানের সংখ্যা জেনে নেবেন। তারা যতজন দাওয়াত দিয়েছে, ততজনই যাবেন। পারলে আপনার লোকদের খাবার খরচ আপনি নিজেই বহন করবেন। দাওয়াতি লোকের চেয়ে বেশি যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "যে ব্যক্তি দাওয়াত পেয়ে (ওজর ছাড়াই) প্রত্যাখ্যান করে, সে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল। **আর যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে আসলো, সে যেন চোর সেজে ঢুকেছে এবং লুণ্ঠনকারীরূপে বের হয়ে গেছে।**"[৩]

---

[১] বুখারি, ৫৪৬১; মুসলিম, ২০৩৬; তিরমিযি, ১০৯৯।

[২] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা বিয়ের ঘোষণা দেবে, বিয়ের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে এবং এতে দফ পিটাবে।" [তিরমিযি, ১০৮৯; হাদিসটি যয়ীফ] মসজিদে বিয়ে করা, খেজুর ছিটানো সংক্রান্ত যতগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে সবগুলোই যয়ীফ। তাই মসজিদে খুরমা-খেজুর ছিটানো থেকে আমরা বিরত থাকব। আর বিয়ের জন্যে হাদিসে নির্ধারিত বিশেষ কোনো বরকতপূর্ণ স্থান নেই, সুবিধামতো জায়গায় বিয়ে করলেই হলো।- শারঈ সম্পাদক।

[৩] আবু দাউদ, ৩৭৪১; আলবানি, ইরওয়া, ১৯৫৪।

সামাজিকতা যেন আপনার ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়। আমরা ইসলামের জন্যে বাঁচি, ইসলামের জন্যেই মরি। সামাজিকতার দোহাই দিয়ে কনের বাবার ওপর জুলুম কবার কোনো অধিকার আমাদের নেই। এখন অবশ্য যুক্ত হয়েছে দ্বীনি ভাই কালচার। অমুক অমুক ভাইকে না নিলে তারা কী মনে করবে! আরে, সাহাবিরা বিয়ে করতে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকেও নিয়ে যাননি। জাবির ﷺ যে বিয়ে করেছিলেন, সেটা তো নবিজি পরে জানতে পেরেছেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফের গায়ে হলুদ রং দেখে নবিজি বুঝে নিয়েছেন যে, এই সাহাবি বিয়ে করেছে। তাহলে আপনি কী বোঝাতে চান?

লুকোছাপা নয়, জানিয়ে দিন

আমি এক ডাক্তার ভাইয়ের কথা জানি। সে তার পরিবারকে না জানিয়ে চুপিচুপি বিয়ে করেছিল। কিন্তু তিন মাসের মাথায় ডিভোর্স দিতে বাধ্য হয়েছে। এরপর সে দোষারোপ শুরু করেছে তার বন্ধুদেরকে, যারা তাকে বিয়েতে সহায়তা করেছিল। বাংলাবাজারের আরেক ছেলে পার্ট টাইম সংসারও পেতেছিল এক মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু শেষমেশ গোপনেই ওই মেয়েকে তালাক দিতে হয়েছে। কারণ, মেয়ের বাবা এই সম্পর্ক মেনে নেবে না জেনে, কন্যা নিজেই তালাক চেয়েছে।

কী আজিব এক পরিবর্তন! আবেগ যখন কেটে যায়, বাস্তবতা যখন সামনে চলে আসে, তখন আমরা জোশ হারিয়ে ফেলি। অথচ জোশটা দরকার ছিল ঠিক সে সময়টাতেই। আবেগী সিদ্ধান্ত বা হুটহাট পদক্ষেপ না নিয়ে ভাবা দরকার—জাহিলি সমাজের সাথে ফাইট করার জন্যে আমি প্রস্তুত কি না। যদি উত্তর নেগেটিভ হয়, তবে শতবার ভাবা উচিত। আমার কারণে যেন একটা মেয়ের জীবন নষ্ট না হয়। আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহ খুব কঠিন হয়ে গেছে। এই মেয়ের যদি একবার তালাক হয়, তবে তার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একটা মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করলাম, এরপর পরিবার-সমাজের চাপে তাকে ছেড়ে দিলাম, এর মানে কী? কেন ওই মেয়ের বিশ্বাস ভঙ্গ করলাম? তবে কি তাকে ভোগ করাই মূল লক্ষ্য ছিল? নাউযুবিল্লাহ!

আমি চট্টগ্রামের এক ছেলেকে চিনি। সেও দ্বীনি ভাইদের সাহায্যে গোপনে গোপনে বিয়ে করেছিল। কিন্তু একদিনের জন্যেও স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারেনি। শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কোথাও দেখা করেছে, আর ফোনে কথা বলেছে। ব্যস, এতটুকুই। এই বিয়ে পরে আর টেকেনি। পরে অবশ্য ওই মেয়ের অন্যত্র বিয়ে হয়। বিয়ের আগে বরকে জানানো হয়নি যে, এই মেয়ে ডিভোর্সি। তালাকপ্রাপ্তা

মেয়ে ইসলামে কোনো সমস্যা না। কিন্তু বিয়ের আগে অন্তত তো জানিয়ে দিতে হবে যে, মেয়ের অন্যত্র বিয়ে হয়েছিল। নয়তো ওই ছেলে যখন ভবিষ্যতে জানতে পারবে যে, তার স্ত্রীর গোপনে আরেক জায়গায় বিয়ে হয়েছিল—এই ধাক্কা সে কি সামলাতে পারবে? হয়তো খুব বেশি বুজুর্গ হলে পারবে। কিন্তু সারা জীবন একটা খচখচানি থেকে যাবে। সে তো কুমারী মনে করে তাকে বিয়ে করেছিল! তার মনে হবে, স্ত্রী তার সাথে প্রতারণা করেছে। তাকে ধোঁকা দিয়েছে। সংসার টেকানো কঠিন হয়ে যাবে তার জন্যে।

পরিবার টিকে থাকে বিশ্বস্ততার ওপরে। আল্লাহর কসম! সন্দেহ দানা বাঁধলে সম্পর্ক জোড়া দেওয়া বড্ড কঠিন হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী যদি কেউ কাউকে সন্দেহ করে, তবে আন্তরিক ভালোবাসা জন্মায় না কখনো। একটা সূক্ষ্ম দূরত্ব চিরদিনের জন্যে থেকেই যায়। একই বিছানায়, একই ছাদের নিচে থাকার পরেও মনে হয় দুইজন দুই গ্রহের বাসিন্দা। তাই অনুরোধ থাকবে, বিয়েটা প্রকাশ্যে করার। সবাইকে জানিয়ে করার।

অনেক জাহিল মনে করে, আকাশ-বাতাসকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করলেই বোধ হয় বিয়ে হয়ে যায়। আরে বোকা! হানাফি মাযহাব মেনেও যদি বিয়ে করতে চাও, তবুও প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হবে না। বিয়ের শর্ত হলো[১]:

☑ ১. বর-কনে উভয়কে সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া। অর্থাৎ কার বিয়ে হচ্ছে, কার সাথে হচ্ছে—সেটা স্পষ্ট থাকতে হবে।

☑ ২. বর-কনের অনুমতি থাকা। ছেলে কিংবা মেয়েকে তাদের সম্মতি ছাড়া জোর করে বিয়ে দেওয়া যাবে না।[২]

☑ ৩. বিয়ের আকদের সময় সাক্ষী রাখতে হবে। দুইজন আযাদ পুরুষ, বা একজন আযাদ পুরুষ ও দুইজন মহিলা বিয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবে।[৩]–[৪]

আরেকটি শর্তের কথা অন্যান্য মাযহাবে বলা হয়েছে। সেটা হলো মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি। তারা বলেন, কুমারী বিয়ের আকদ করানোর দায়িত্ব অভিভাবককে পালন করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বিয়ে দেওয়ার জন্য

---

[১] বিয়ের রুকন ও শর্ত কী কী? https://islamqa.info/bn/answers/2127

[২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবি ﷺ বলেছেন, কোনো বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারী নারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কেমন করে কুমারীর অনুমতি নেওয়া হবে? তিনি বললেন, তার চুপ থাকাটাই হচ্ছে তার সম্মতি। [বুখারি, ৪৭৪১]

[৩] নবি ﷺ বলেছেন, "অভিভাবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।" [সহিহ আল জামি, ৭৫৫৮]।

[৪] আদ-দুররুল মুখতার, ৩/৯; ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/২৬৮।

মেয়ের অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশনা জারি করেছেন।[১] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসে নবি কারীম ﷺ বলেছেন : "যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।"[২] এই হাদিসকে অবশ্য অন্যান্য দলিলের আলোকে ব্যাখ্যা করে থাকেন হানাফি উলামায়ে কেরাম। যেমন : অভিভাবক ছাড়া বিয়ে না-হওয়ার হাদিসটি আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি নিজেই তাঁর ভাতিজি হাফসাকে বিয়ে দিয়েছিলেন মুনজির বিন যুবাইরের সাথে। ওই সময় তাঁর ভাই আবদুর রহমান ﷺ (অর্থাৎ হাফসার পিতা) উপস্থিত ছিলেন না।[৩] এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইমাম আবু বকর জাসসাস ﷺ। দেখে নিতে পারেন ইন-শা-আল্লাহ।[৪]

বিয়ে হয়ে গেলে সেটা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিতে হবে। **বিয়ে কোনো লুকোচুরি খেলা নয়, চুক্তিবদ্ধ যৌনতা নয়; এটা একটা প্রকাশ্য ইবাদত। বিয়ের প্রচার-প্রচারণা অবশ্যই করতে হবে। গোপনে গোপনে যারা কাজ সারে, তারাই মাইনকা চিপায় পড়ে।** ফ্যামিলি মেনে নিতে চায় না, স্ত্রীকে নিয়ে একসাথে থাকতে পারে না, সুকুন পায় না...। যারা লুকিয়ে বিয়ে করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন; ওরাই হড়হড় করে সব বলে দেবে। ওদের বাস্তব অভিজ্ঞতা খুব-একটা সুখের না। সে জন্যেই নবি ﷺ বলেছেন, **"তোমরা বিয়ের বিষয়টি ঘোষণা করো।"**[৫]

- ☑ আলি ﷺ যখন ফাতিমা ﷺ-কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন : **"অবশ্যই নববধূর জন্যে ওয়ালিমা করতে হবে।"**[৬]
- ☑ আবদুর রহমান বিন আউফ ﷺ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। তখন তাঁর মাঝে (জাফরানের) হলুদ রং দেখে নবিজি এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমি এক আনসারি নারীকে বিয়ে করেছি।' নবি ﷺ বললেন, 'তুমি তাকে কত মোহরানা দিয়েছো?' জবাবে তিনি বললেন, 'এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **'তুমি একটি ভেড়া দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করো।'**[৭]

বিয়ে করেছেন, চুরি তো করেননি। তাহলে কিসের ভয়? কিসের লুকোচুরি?

---

[১] "আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অবিবাহিত নারী-পুরুষদের বিবাহ দাও।" [সূরা নূর, ২৪ : ৩২]

[২] তিরমিযি, ১০২১; সহিহ।

[৩] মুয়াত্তা মালিক, ২০৪০; তাহাবি শরীফ, ৪২৫৫; মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা, ১৫৯৫৫।

[৪] আবু বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ১/৬০৪-৬০৮।

[৫] তিরমিযি, ১০৮৯; আলবানি, সহিহ আল জামি, ১০৭২।

[৬] এই হাদিসকে সামনে রেখে শাইখ আলবানি বলেন, 'অবশ্যই সহবাসের পর ওয়ালিমা করতে হবে।' আলবানি, আদাবুয যিফাফ, পৃ. ৬৮।

[৭] বুখারি, ৪৭৫৬; ইবনু মাজাহ, ১৯০৭; তিরমিযি, ১০৯৪।

নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়ালিমা করে লোকদেরকে জানান। অন্তত একটা ছাগল জবাই করে হলেও এই দায়িত্ব আদায় করুন। লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করলে একটা সময় ঠিকই দৌড়ের ওপর থাকবেন।

হাদিয়া বাণিজ্য

বৌভাত হবে ছেলের বাড়িতে। ছেলে তার সাধ্যমতো ওয়ালিমা করবে। সামর্থ্য থাকলে পুরো গ্রামের লোককে খাওয়াবে। এটা তার ব্যাপার। তবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা চাই।

☑ শুধুমাত্র ধনীদেরকে বাছাই করে করে দাওয়াত না দেওয়া। গরিবরাও যেন খাওয়ার সুযোগ পায়। তাদের জন্যে আলাদা করে রান্না নয়। অন্যেরা যা খাবে, তাদের জন্যেও থাকবে একই মেন্যু। আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "যে ওয়ালিমায় কেবল ধনীদেরকেই আমন্ত্রণ জানানো হয় আর গরিবদেরকে বর্জন করা হয়, সে ওয়ালিমায় খাবার অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"[১]

☑ অনেকেই হাদিয়া দেয়ার ভয়ে দাওয়াতে যায় না। আমাদের সমাজ হাদিয়ার বিনিময়ে দাওয়াত খাওয়াকে আবশ্যক বানিয়ে ফেলেছে। যাদের টানাটানির সংসার, তারা এইসব বৌভাতে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। কারণ, সেখানে একটা মানসম্মত 'গিফট' না দিলে লোকেরা বাঁকা চোখে দেখবে। বেচারা পড়ে যায় উভয় সংকটে। সামর্থ্য যতটুকু কুলায়, তাতে মান রক্ষা হয় না। আর মান রক্ষা করতে গেলে নিজের ক্ষমতায় কুলায় না। কত জাহিলি রং-তামাশা যে মিশে গেছে বিয়ের মধ্যে! আমি এক আত্মীয়ের বিয়েতে গেলাম, দেখলাম ওরা টাকা উঠানোর লিস্ট করছে। দাওয়াত শেষে ওদের সবার কপালে ভাঁজ! কাহিনি কী? যা খরচ করেছিল, টাকা উঠেছে তার চেয়ে কম। এই জন্যে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে! আরে বাবা! বৌভাতের দিন কি রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন নাকি? প্রত্যেককে কি বিল দিয়ে তারপর খেতে হবে? দিয়েছেন দাওয়াত, আবার মনে মনে আশায় আছেন হাদিয়ার—এ কেমন ছোটলোকি? অনেক মেহমানও বেশ শেয়ানা। কত টাকা দেবে, কতজন খেলে তা উসুল হবে—এইসব হিসাব কষেই তারা ওয়ালিমায় আসে। আল্লাহর ওয়াস্তে এইসব ছোটলোকামো বাদ দিন। দাওয়াত, দাওয়াতের মতোই হোক। আর যদি টাকা কামানোর ধান্ধা থাকে, তাহলে হোটেল ব্যবসায় নেমে পড়ুন।

---

[১] বুখারি, ৫১৭৭; মুসলিম, ১৪৩২; আবু দাউদ, ৩৭৪২; ইবনু মাজাহ, ১৯১৩।

☑ জাহিলি বিয়েগুলোতে দেখা যায়, টানা কয়েকদিন ডিজে গান চলে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে লাইটিং করা হয়। প্যান্ডেল সাজানো হয় অতিথিদের জন্যে। আর বিয়ের দিনগুলোতে গাইরে মাহরামরা এতটাই মাখামাখি করে যে, স্বামী-স্ত্রীও তা করে না। **এক দিনই তো—এই কথা মনে করে অনেকেই ছাড় দেয়। দেখেও না দেখার ভান করে। প্রিয় ভাই, যে বিয়ের শুরুতেই যিনা, সে বিয়ে কখনো কল্যাণকর হতে পারে না।** বাদ্যযন্ত্র, গান-বাজনা-অশ্লীলতা ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে চিরদিনের জন্যে।[১] তাই খুব কঠোরভাবে এগুলো এভয়েড করতে হবে। তবে আনন্দ প্রকাশের জন্যে নাশিদ সন্ধ্যার আয়োজন করতে পারেন। ছোট মেয়েরা 'দফ' বাজিয়ে ইসলামি সংগীত পরিবেশন করতে পারে।[২]

আরও অনেককিছু লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রকাশ মহোদয় জানালেন, বই ছোট হলে মানুষ কিনতে আগ্রহ বোধ করে। বড় বই মানুষ কিনে কম, পড়েও কম। তাই আর কলেবর বাড়ালাম না। মনের বাকি কথাগুলো নিয়ে হাজির হব অন্য কোনো সময়, অন্য কোনো দিন। কষ্ট করে লেখাগুলো পড়ার জন্যে জাজাকাল্লাহ!

[১] আল্লাহ তাআলা বলেন, 'লোকদের মধ্যে কিছু লোক অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' (সূরা লুকমান : ৬) ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এখানে 'বাজে কথা' অর্থ গান-বাজনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের মধ্যকার কিছু লোক রেশমী কাতান, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে। (বুখারি, ৫৫৯০; মিশকাত, ৫৩৪৩)

[২] বুখারি, ৫১৪৭; মিশকাত, ৩১৪০, ৩১৫৩।

তথ্যসূত্র

☑ কিতাবপত্র

আল-কুরআনুল কারীম

আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২৪তম প্রকাশ, মার্চ, ২০২০)

আবদুল্লাহ আল-খাতির, *পশ্চিমা নারীদের আর্তনাদ,* (ঢাকা: সাবিল পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, ২০২৩)

আবু বকর জাসসাস, *আহকামুল কুরআন,* প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬)

আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনু হিশাম, *সীরাতুন নবী ﷺ,* দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৮)

আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাসির, *বিদায়া ওয়ান নিয়াহা;* তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৩)

________, *আত-তাফসীর,* চতুর্থ ও নবম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০১৪)

আলি সাল্লাবি, *সীরাতুন নবি ﷺ,* তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: কালান্তর প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, মার্চ, ২০২০)

________, *আমিরুল মুমিনিন আলি,* প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: কালান্তর প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, পহেলা অক্টোবর, ২০১৯)

আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ, ১৯৯৮)

আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আয-যুহুদ,* অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া; (ঢাকা: মাকতাবাতুল বায়ান, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭)

তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদুল হালিম ইবনু তাইমিয়া, *আল-কালিমুত তাইয়্যিব,* (ঢাকা: মাকতাবাতুল বায়ান, প্রথম সংস্করণ, ২০১৮)

তাকি উসমানী, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন,* দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, অক্টোবর, ২০১০)

নাসিরুদ্দীন আল-আলবানি, *আদাবুয যিফাফ,* (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, তা. বি.)

বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ, (https://www.bible.com)

_____, কিতাবুল মোকাদ্দস সংস্করণ (https://www.bible.com)

মুহাম্মাদ আসাদ, *ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাত,* (ঢাকা: সাবিল পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, ২০২২)

মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী, *সীরাতুল মুস্তফা,* তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট, ২০১৩)

মুহাম্মাদ শফী, *মাআরেফুল কুরআন,* সপ্তম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, অষ্টম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১০)

সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম,* (বারিধারা: আল কুরআন একাডেমী, নবম সংস্করণ, ২০০৩)

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *হজরত আলী : জীবন ও খিলাফত,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮), পৃ. ৪৫।

সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন,* দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী)

সাইয়্যিদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন,* ১৪তম ও ১৬তম খণ্ড, (বারিধারা: আল কুরআন একাডেমী, ১১ তম সংস্করণ, মার্চ, ২০১১)

সালাহুদ্দীন ইউসুফ, *তাফসীরে আহসানুল বায়ান,* আব্দুল হামীদ ফাইযী সম্পাদিত, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, তা. বি.)

সালেহ আহমাদ শামী, *বিশ্বনবি মুহাম্মাদ,* (ঢাকা: সন্দীপন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০২৩)

সীরাহ, জীম তানভীর সম্পাদিত, (ঢাকা: রেইনড্রপস পাবলিকেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৮)

সৈয়দ মুজতবা আলী, *দেশে বিদেশে,* (ঢাকা: বাংলাবাজার, স্টুডেন্ট ওয়েজ পাবলিকেশন, ফাল্গুন ১৪৩২)

A. Justin Sterling, *What REALLY Works with Men: Solve 95 % of your relationship problems* (Grand Central Pub, First Edition, 1 January, 1992)

Anne Moir, PhD, David Jessel, *Brain Sex: The Real Difference Between Men and Women,* (Britain: Reed International Books Ltd., 1991)

Deborah Tannen, *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation* (William Morrow Paperbacks; 1st edition, February 2007 ,6)

Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com

Francesca Cancian, *Love in America : Gender and Self-Development,* (Cambridge: Cambridge University Press, First edn. 1987)

Gohar Mushtaq, PhD, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce,* (https://www.kalamullah.com/encouraging-marriage.html)

Havelock Ellis, *Psychology of Sex,* Vol. 6, (Philadelphia: F. A Devis Company, 1931)

John Gray, *Men are from Mars: Women are from Venus: A Practical Guide for Improving Communication and Getting What You Want in Your Relationships,* (UK: HarperCollins, 1992)

Laura Doyle, The Surrendered Wife: A Practical Guide To Finding Intimacy, Passion and Peace, (New York: Simon & Schuster, 2001)

Lee, John Alan, *The colors of love* (Toronto: New Press, 1st edition, 1973)

McGill, M., Rinehart H. and Winston, *The McGill Report on Male Intimacy,* (New York: 1985).

Muhammad Abdul-Rauf, Ph.D, *The Islamic View of Women and The Family,* (USA: Al-Saadawi Publications, November 2000)

Shulamith Firestone, *The Dialectic of Sex: The Case for a Feminist Revolution* (Straus and Giroux; 1st edition, 1971)

Sigmund Freud, *Three Essays on the Theory of Sexuality,* (Welwyn Garden City, England: Alcuin Press 1949)

Will Durant, *The Pleasures of Philosophy;* (New York: Simon and Schuster, 1952)

☑ জার্নাল ও রিসার্চ পেপার

An investigative tv report by Farabi Hafiz (https://m.youtube.com/watch?v=jUxXQB8PW7s)

About 333,000 children were abused within France's Catholic Church, https://www.npr.org/1043302348/05/10/2021/france-catholic-church-sexual-abuse-report-children

Addressing challenges of children without parental care in conflict settings, OCHA, https://reliefweb.int/report/world/addressing-challenges-children-without-parental-care-conflict-settings

Allied Market Research, Contraceptive Market by Product, https://www.alliedmarketresearch.com/contraceptives-market

——Kids Toys Market Research, https://www.alliedmarketresearch.com/kids-toys-market-A06531

Are women really better at multitasking?, https://www.sciencefocus.com/the-human-body/are-women-really-better-at-multitasking

Aron, A. and E.N. Aron. 1998. "Love and sexuality." In Sexuality and close relationships, edited by K. S. McKinney and S. Sprecher, 48–25.

Ari Klængur Jónsson, A Nation of Bastards? https://link.springer.com/article/10.1007/s2-09560-020-10680

Basow, S. H. (1992). Gender: Stereotypes and roles. (3rd ed.). Brooks/Cole.

BBC, Millions become millionaires during Covid pandemic, 23 June 2021, https://www.bbc.com/news/business-57575077

Beauty & Personal Care - Worldwide, https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/worldwide

Brennan, K.A., C.L. Clark and P.R. Shaver. 1998. "Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview." In Attachment theory and close relationships, edited by J. A. Simpson and W. S. Rholes, 76-46. New York, NY, USA: The Guilford Press.

Can Allah be described as having protective jealousy (gheerah)? IslamQA, https://islamqa.info/en/answers/161451/

Can Women Work in Islam? IslamQA, 2023-10-24, https://islamqa.info/en/answers/106815/can-women-work-in-islam

Children in alternative care, UNICEF, https://www.unicef.org/protection/children-in-alternative-care

Children lacking parental care, UNICEF, https://www.unicef.org/greece/en/children-lacking-parental-care

Chowdhury, M.R.H.K., Chowdhury, M.R.K., Kabir, R., Perera, N.K.P., & Kader, M. (2018). Does the addiction in online pornography affect the behavioral pattern of undergrad private university students in Bangladesh? International Journal of Health Sciences, 74-67 ,(3)12.

Chen P, Coccaro EF, Jacobson KC. Hostile attributional bias, negative emotional responding, and aggression in adults: moderating effects of gender and impulsivity. Aggressive Behav. 63–47:(1)38;2012.

Correlation Between Personality Traits and Testosterone Concentrations in Healthy Population, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4649825/

Daily Star, The Price of Passion, Volume 62 4 | September 2005 ,9 https://www.thedailystar.net/magazine/02/09/2005/cover.htm

Daulatdia: A Look Into One of the World's Largest Brothels, https://www.newsecuritybeat.org/09/2019/daulatdia-worlds-largest-brothels/

De Andrade, A. L. and A. Garcia. 2014. "Escala de crenças sobre amor romântico: Indicadores de validade e precisão." Psicologia: Teoria e Pesquisa 71-63 :(1) 30. DOI: 10.1590/S-0102 37722014000100008.

Dion, K.K. and K.L. Dion. 1993. "Individualistic and collectivistic perspectives on gender and the cultural context of love and intimacy." Journal of Social Issues 69-53 :(3)49.

Do single people masturbate more? FiveThirtyEight, https://fivethirtyeight.com/features/dear-mona-p-s-do-single-people- masturbate-more/

"Does Sex Make a Difference?" FDA Consumer magazine. Archived from the original on March

2009 ,26, https://bit.ly/3dRy7Ep

Dr. Bibi Alia et al., Psychological behavior of Male and Female and its dynamics in Islam, The Islamic Culture, Volume: 47, Issue: 1

Eagly, A.H. and M. Crowley. 1986. "Gender and helping behaviours: A metaanalytic view of the social psychological literature." Psychological Bulletin 71-65 :100.

"Elderly citizens accounted for record %28.4 of Japan's population in 2018, data show",. *The Japan Times,* 15 September 2019. Retrieved 7 June 2020.

Etsuro Ito, Rei Shima, Tohru Yoshioka, A novel role of oxytocin: Oxytocin-induced well-being in humans, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6446474

Facebook Revenue and Usage Statistics, https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/

Female social and sexual interest across the menstrual cycle: the roles of pain, sleep and hormones, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887768

Félix Neto, Gender Differences in Estimates of Love Styles for Self and Others, Sexuality & Culture (The Springer), Accepted: 26 March 2021.

Forbes' 2021 World's Billionaires list, Apr 2021 ,6, https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/06/04/2021/nearly-500-people-have-become-billionaires-during-the-pandemic-year/?sh=b4c8d0225c08

Gerressu, M.; Mercer, C.H.; Graham, C.A.; Wellings, K.; Johnson, A.M. Prevalence of masturbation and associated factors in a british national probability survey. Arch. Sex. Behav. 278–266 ,37 ,2007.

Child Care Market Size & Share Analysis: Growth Trends & Forecasts (2029-2024), Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/child-care-market

Gibson, Lacey S. 2015. "The Science of Romantic Love: Distinct Evolutionary, Neural, and Hormonal Characteristics." International Journal of Undergraduate Research and Creative Activities 9-1 :7.

Global Child Care market Overview, https://www.marketresearchfuture.com/reports/child-care-market-12008

Global Child Care Opportunities and Strategies Market, The Business Research Company, https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/child-care-market

Global Sex Toys Market Report 54.6$:2022 Billion by 2026, Market to Reach, https://www.businesswire.com/news/home/20220117005401/en/Global-Sex-Toys-Market-Report-2022-Market-to-Reach-54.6-Billion-by-2026

Global Sexually Transmitted Disease Market, June 2023, https://market.us/report/sexually-transmitted-disease-market/

Grand View Research, Contraceptive Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/contraceptives-market

Haomiao Jia, and Erica I. Lubetkin, Life expectancy and active life expectancy by marital status among older U.S. adults, 2020 Aug 15, https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7452000/

Harvard Health Publishing, Oxytocin: The love hormone, June 2023 ,13, https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/oxytocin-the-love-hormone

Hillsdale, Diamond, L.M. 2003. "What does sexual orientation orient? A bio-behavioural model distinguishing romantic love and sexual desire." Psychological Review 192–173 :110.

How China is seeking to boost its falling birth rate, https://www.reuters.com/world/china/how-china-is-seeking-boost-its-falling-birth-rate-17-01-2023/

How much to spend on your significant other during the holidays, based on how long you've been together, https://www.insider.com/how-much-to-spend-on-present-spouse-girlfriend-boyfriend-significant-other-12-2018

Hwang, T. Plante and K. Lackey. 2008. "The development of the Santa Clara Brief Compassion Scale: An abbreviation of Sprecher and Fehr's Compassionate Love Scale." Pastoral Psychology 428-421 :56.

Japan: Can anything be done to stop population decline? https://www.dw.com/en/japan-can-anything-be-done-to-stop-population-decline/a-66432824

John Naughton, The growth of internet porn tells us more about ourselves than technology, The Guardian 30 Dec 2018, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/30/internet-porn-says-more-about-ourselves-than-technology

Incidence, Prevalence, and Cost of Sexually Transmitted Infections in the United States https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/fact-sheets/std/STI-Incidence-Prevalence-Cost-Factsheet

Kaplan, D. L. and C.B. Keys. 1997. "Sex and relationship variables as predictors of sexual attraction in cross-sex platonic friendships between young heterosexual adults." Journal of Social and Personal Relationships 206-191 :14.

Kirsten Jordan et al., Sex Differences in Left/Right Confusion, https://www.researchgate.net/publication/7268894_Sex_Differences_in_LeftRight_Confusion

Kya Aurat Job Kar Sakti Hai? - Dr Israr Ahmed, https://www.youtube.com/watch?v=wqzS2_LL5nI

Larki Ka Job krna Kysa Hai? - Dr. Israr Ahmed, https://www.youtube.com/watch?v=nels6vl9tjo

Leading Like A Woman: Understanding why the gender gap in personality traits is widening, https://warwick.ac.uk/newsandevents/knowledgecentre/science/psychology/personality_traits_and_gender/

Let's talk about the gender differences that really matter – in mental health https://www.theguardian.com/science/blog/2013/dec/13/gender-differences-mental-health

Lin, L.W. and C.A. Huddleston-Casas. 2005. "Agape love in couple relationships." Marriage & Family Review 48-29 :(4) 37. DOI: 10.1300/J002v37n03_04

Marriage and men's health, https://www.health.harvard.edu/mens-health/marriage-and-mens-health

Marriage Linked to Lower Heart Risks in Study of 3.5+ Million Adults, https://www.acc.org/About-ACC/Press-Releases/55/09/28/03/2014/Alviar-Marital-Status

Masturbation Experience: A Case Study of Undergraduate Students in Bangladesh, https://core.ac.uk/download/pdf/327077605.pdf

Men perspire, women glow: Men are more efficient at sweating, study finds https://www.sciencedaily.com/releases/101007210546/10/2010.htm

Mooij SH et al. Oral human papillomavirus infection in HIV-negative and HIV-infected men who have sex with men: the HIV & HPV in MSM (H2M) study. AIDS 27

Neuroscientists have shown that females are biologically more caring than males- The Social Science Journal, Volume 51, Issue 3, September 2014, pp. 360-350.

Over half of children in England and Wales now born to unmarried parents, https://www.manchester.ac.uk/discover/news/over-half-of-children-in-england-and-wales-now-born-to-unmarried-parents/

Ogden et al (2004). Mean Body Weight, Height, and Body Mass Index, United States 2002–1960 Advance Data from Vital and Health Statistics, Number 347, October 2004 ,27.

Pandemic creates new billionaire every 30 hours, *Oxfam,* May 2022, https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-creates-new-billionaire-every-30-hours-now-million-people-could-fall

Parental mental health problems, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 26 Jul 2021, https://learning.nspcc.org.uk/children-and-families-at-risk/parental-mental-health-problems/

Percentage of Births to Unmarried Women, *Center for Equal Opportunity,* 2020 ,26

P J Arciero, M I Goran, E T Poehlman, Resting metabolic rate is lower in women than in men https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8125870/

Pornography Industry Statistics, https://blog.gitnux.com/pornography-industry-statistics/

Prophet's (peace be upon him) Wives: Who Are They? 2004-07-18 https://islamqa.info/en/answers/47072/prophets-peace-be-upon-him-wives-who-are-they

Reactive Attachment Disorder (RAD), Cleveland Clinic, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17904-reactive-attachment-disorder

Rising rates of sexually transmitted infections across Europe, https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/rising-rates-sexually-transmitted-infections-across-europe

Rotenberg, K. J., & Korol, S. (1995). The role of loneliness and gender in individuals' love styles. Journal of Social Behavior and Personality, 546–537 ,10.

South Korea has so few babies it is offering new parents $10,500, *Al Jazeera,* https://www.aljazeera.com/news/12/4/2023/south-korea-splashes-the-cash-in-scramble-to-fix-fertility-crisis

Too Much Testosterone Linked to Inflated Ego: Study, https://www.healthday.com/health-news/public-health/too-much-testosterone-linked-to-inflated-ego-study-661269.html

The costs of child care around the world, *CNN,* https://edition.cnn.com/25/04/2018/health/child-care-parenting-explainer-intl/index.html

The commercial surrogacy industry is booming as demand for babies rises, *CNBC,* MAR 7 2023, https://www.cnbc.com/07/03/2023/womb-for-rent-more-women-are-working-in-commercial-surrogacy-industry.html

The Earning and Spending Habits of Male Sex Workers in Lima, Peru, 2018 Jan 24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6138051/

The Government Will Pay You to Have Babies in These Countries, https://money.com/government-pays-have-a-baby-low-birth-rate/

The neural correlates of sex differences in left–right confusion, https://www.sciencedirect.

com/science/article/pii/S1053811915001901

In-Depth Report Details Economics of Sex Trade, *The New York Times,* https://www.nytimes.com/12/03/2014/us/in-depth-report-details-economics-of-sex-trade

Toys & Games - Worldwide, https://www.statista.com/outlook/cmo/toys-hobby/toys-games/worldwide#sales-channels

Rising rates of sexually transmitted infections across Europe, https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/rising-rates-sexually-transmitted-infections-across-europe

Ryan P. Badman, Robert Nordström, Michiko Ueda & Rei Akaishi Perceptions of social rigidity predict loneliness across the Japanese population, 27 September 2022, https://www.nature.com/articles/s5-20561-022-41598

Schizophrenia, *Royal College of Psychiatrists,* https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/translations/bengali/schizophrenia

Sex industry assuming massive proportions in Southeast Asia, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007994/lang

Sperm Bank Market by Donor Type and Service Type: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, Allied market research 2027, https://www.alliedmarketresearch.com/sperm-bank-market-A10372

Simon, R.W. and L.E. Nath. 2014. "Gender and emotion in the United States: Do men and women differ in self-reports of feelings and expressive behaviour?" American Journal of Sociology 1176–1137 :(5) 109

Statistics Bureau of Japan, May 2023 ,1 (Final estimates), October 2023 ,1 (Provisional estimates), https://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.html

Statista, Size of the sex toy market worldwide from 2016 to 2030, Apr 2023 ,17, https://www.statista.com/statistics/587109/size-of-the-global-sex-toy-market/

_____%60 of Porn Websites Are Hosted in the United States, https://www.statista.com/chart/1383/top-10-adult-website-host-countries/

Sukanta Goswami, L. N. Sarkar, "Gender Differences in Styles of Loving: Who Are More Romantic in Relationship in Indian Scenario?", 44 RSC Volume 10, Issue 3, September 2018

Ubando, Melissa. 2016. "Gender Differences in Intimacy, Emotional Expressivity, and Relationship Satisfaction." Pepperdine Journal of Communication Research -19 :(13 4 29.

Violence against women, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Women feel the cold more than men do because of our metabolisms https://bit.ly/3eZ1kP8

World's biggest entertainment industry, *The Economic Times,* https://economictimes.indiatimes.com/worlds-biggest-entertainment-industry/articleshow/1362361.cms

World'slargest masturbation survey, *PR Newswire,* https://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-largest-masturbation-survey%20-uncovers-how-traditional-views-of-masculinity-prevent-men-from-having-fulfilling-sex-lives/

বিয়ের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। নামটা শুনলেই মনে একটা উদ্দীপনা আসে। চোখে ভাসে এক রঙিন সংসারের দৃশ্য। যেখানে শুধু সুখ আর সুখ, ভালোবাসা আর ভালোবাসা।

হ্যাঁ, বিয়ের মাধ্যমে এসব অর্জন হয়। কিন্তু এটাই কি বিয়ের শেষকথা? এরপরে কি আর কোনো আখ্যান নেই? দায়িত্ব, কর্তব্য, জিম্মাদারি, পেরেশানি, মনোমালিন্য, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি—এগুলোর কি স্থান নেই?

বিয়ের পূর্বে নানান ফ্যান্টাসি লালন করার কারণে, সংসার জীবনে এসে অনেকেই হোচট খায়। বিয়ের অপর পিঠ না-জানার ফলে বিপরীতধর্মী মানুষের সাথে তার মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়। ধাক্কা খেতে খেতে অনেকেই একটা সময় হাল ছেড়ে দেয়। বাড়তে থাকে দাম্পত্য-কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ। তাই বিয়ে সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা সকলের ওপর জরুরি।

বইটিকে বলা যায় বিয়ে ও নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এক প্র্যাকটিক্যাল গাইডলাইন। এর প্রতিটি অধ্যায় আপনাকে দিবে বাস্তবতার সবক। বইটি যেমন অবিবাহিতদের জন্যে জরুরি, ঠিক তেমনি উপকারী বিবাহিতদের জন্যেও। অবিবাহিতরা যেমন বিয়ের আগেকার করণীয় দিক সম্পর্কে গাইডলাইন পাবেন, বিবাহিতরাও খুঁজে পাবেন সংসার-জীবনে ভারসাম্য আনার দারুণ সব সূত্র। এর বাইরে পশ্চিমা জীবনধারাকে ছুড়ে ফেলে ইসলামের কাছে আশ্রয় নেওয়ার তীব্র বাসনাও তৈরি হবে। ফ্যান্টাসি ঝেড়ে ফেলে আপনিও হয়ে উঠবেন দায়িত্ববান পুরুষ ও নারী। আবেগের মোহ কাটিয়ে বাস্তবতার জানালায় দেখতে পাবেন 'বিয়ের এপিঠ ওপিঠ'।

বিয়ের এপিঠ ওপিঠ
জাকারিয়া মাসুদ
374408#1328118-5
ROK-STK
.com

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড